প্রকাশক :
শ্রী দেবীদাস হালদার,
২/২৯, আজাদ নগর,
জয়প্রকাশ রোড,
আন্ধেরি (ওয়েস্ট্),
বম্বে-৫৮ ।

মুদ্রাকর :
শ্রীজয়ন্ত সরকার,
সুপারপ্রিণ্ট,
৬২, দিলখুসা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৭ ।

প্রচ্ছদ :
শ্রী দেবীদাস হালদার (অগ্নিদেব)

॥ ভূমিকা ॥

এই কবিতার খাতা দুটি উৎসর্গ করলাম বাংলার তরুণ, তরুণী ও ছাত্র ছাত্রীদের জীবনের ছন্দ পথে। এ লেখা তাদেরই জন্যে আর তাদেরই মতবাদ ও পথবাদের যে বিরোধ—বিশেষ করে তারই মর্ম পথে উঠেছে ফুটে এর ছন্দ পথ। জীবনের গণনায় বৎসরের ধাপে ধাপে যারা বৃদ্ধত্বকে না মেনে নিয়ে আজও তরুণ তরুণী হয়ে জেগে আছেন প্রতি পদক্ষেপের দীপ্ত আবেগের মত্ততায়—এ কবিতায় আছে তাঁদেরও দাবি পূর্ণভাবে। আর তাঁদেরই জন্যে এর ছন্দে ছন্দে জেগে আছে, মতবাদ ও পথবাদের একত্ব ব্যর্থতাবাদকে চূর্ণ করে করে। জীবনের জ্ঞান যাকে ইংরিজিতে বলে sense of life, যার প্রকাশ জেগে উঠে প্রতি আর্টিষ্টের প্রতি প্রকাশে, আর যাকে তুচ্ছ করে ফুটে ওঠে ব্যর্থতাবাদ—অজীবনবাদ—সংঘাতের মর্ম কেন্দ্র—এই কবিতার প্রতি ছন্দে ছন্দে জেগে আছে এই অজীবন-বাদের বিরুদ্ধতা আর জেগে আছে দৃঢ় অভিযান জীবনের জয় পথে এবং কাকে বলে সেই জয় পথ তারই মতবাদে। আর যা আছে তা রইলো তরুণ তরুণীদের আনন্দের পথ প্রান্তরের বেদুইন গান ও আনন্দ-ছন্দ। ও বিষয় আমাদের বলার কিছুই নেই কারণ তা তাদের নিজস্ব। আমাদের চেষ্টা সংঘাতের মর্মকেন্দ্র ধ্বংস করা আর সেই পথে যতটা সফল হব ততটাই আমাদের আনন্দ—আর তাই তরুণ, তরুণী ও ছাত্র ছাত্রীদের জয়গান—আর এই কবিতার খাতা দুটির তাই দৃপ্ত-আবেগ জীবনের পথে।

দেবদাস ও কল্যাণী

॥ সূচীপত্র ॥

নবসুর ঃ

স্ফুলিঙ্গ ঃ

॥ নবসুর ॥

শ্রী দেবীদাস হালদার

নবম্বর

বিভ্রান্ত স্তিমিত এই সন্দেহ ছায়ায়
নানা স্মৃতি বিস্মৃতির
বন্ধ দ্বার খুলি
স্তব্ধ মূক মরণের কালো হাতে ছলি
অনন্ত আলোক আজ
বনান্ত সীমারে পরিহরি
স্থিতি নিতে চায়
চন্দ্রমণ্ডলের মাঝে রুপালী আভায়
তারি সেই মত্ত মরুতায় ;
অশান্ত জীবন
নগরীর ধমনি মাড়ায়ে
আপনার দুবাহু বাড়ায়ে
খুঁজে পেতে চায়
কোথায় সে কোন্ অতীতের
মেরুহীম ইঙ্গিত মায়ায়
জেগেছিল কোন্ দুরন্তের
কোন্ ঝোড়ো খেলেনা ছায়ায়।
মনে হয় যেন,
বিস্মৃতির স্তব্ধ মেরু গ্রন্থখানি খুলি
সেই সে অতীত হৃদি মঞ্জিরার তান
ক্ষীণ সেই বাঁশরি সম্মান
সভ্যতা আলোক পথে যাহা
হারায়ে ফেলেছে তার গান
যারে ছলি আজি
জীবনের অট্টহাসি হুঙ্কারি উঠিয়া
রক্ত জিঘাংসার
হৃদয়ের বনাকাশ লোল জিহ্বা মেলি
লেহন করিয়া তার মাতালি মায়ায়
মত্ত বোলে উঠিতেছে বাজি,...

তারে খুঁজে পেতে চায়
মনমুগ্ধ আত্ম মগ্নতায় ॥

আজি মনে হয়
নারী হৃদয়ের,
এই ভগ্নদীপালীর
স্তিমিত উচ্ছল মত্ত বন সীমা পরে
কোথাও রয়েছে যেন স্থিতি
কোথা যেন বসন্তের দুরন্ত আভাষ
কারো তরে অপেক্ষিয়া আছে
কোন্ এক অমৃত হস্তের
বাণী স্পর্শ যাচে···
তাইতো অন্তর সীমা ভেদি
রক্ত করবীর লালিমারে ছেদি
উঠিতেছে জাগি অশান্ত স্পন্দন
নব এক কল্যাণী মায়ার
তারি রচা হারান পথের পারে
সোনালী ছায়ায় ।
এ যেন নতুন এক বিশ্ববসুধায়
নব এক সঙ্গীত খেলার
অতীত সে বাণী বুকে লয়ে
বিশ্বাসের লীলার প্রাঙ্গনে
স্মৃতিরে বিদীর্ণ করি
শেষ করি তারে
মাঙ্গল্যের ভৈরব রাগিণীতে
অনন্তের যাত্রা পথে
মিতালী ছায়ার
তারি গড়া এই নব বন মুগ্ধতার
আপনা হারায়ে ফেলি
[illegible]ীদগ্ধ পথে
মনমতে,
আপনারে ছেড়ে দিয়ে
ফিরে খুঁজে পাওয়া ;

অতীতের ছিন্নবীণা খানি
আবার তুলিয়া লয়ে বুকে
তমিস্রার মাঝে
ঝংকার তুলিয়া তারে তারে
একটি একটি করি আপনার গান
তাঁহারে উদ্দেশ্য করি,
আপনার বনছন্দ পথে
ফিরে পাওয়া আপনার তান ॥

তাই মোর আজিকার এই লগ্নাঘাৎ
চমকি উঠিতে চায় সুদূর সীমায় ;
কোন্ এক অমরাবতীর
আলোক রোমাঞ্চ খানি
বেদনার কেন্দ্র ভেদি
উজ্জ্বল আভায়
আজি খুঁজে পায়
তারি প্রান্তে মোরে অকস্মাৎ ;
ভাঙ্গনের খেলা ওঠে জাগি
জীবনের স্তিমিত আলোক খানি তার
উছল প্লাবন মাগি
কল্যাণের পথে
আপনার ধ্যান মগ্ন স্বপ্ন সীমানায়
ছুটিয়া চলিতে চায়
বেদনার গানে গানে
তারি রচা তান
আমারে জাগায়
শঙ্খধ্বনি ওঠে বাজি জীবন ফুৎকারে,
দ্বিধা কারাগার
জীর্ণ হয়ে লীন হয়ে যায়,
সূর্য-কণা উছলি উজ্জ্বলি উঠি
অকস্মাৎ—
আলোক প্লাবনে তার
…াল জাগায়—

বনে বনান্তরে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর কন্দরে
সর্ব সুখে দুখে।
চঞ্চলতা স্তব্ধ হয়ে যায়
শান্তির রোমাঞ্চ জাগি উঠি
নব নব সৃষ্টির পিপাসা
স্থিতি পায় তবে
জীবন তাহার পথে অর্থ খুঁযে পায়
এ ক্ষণকালের পরে
সৃষ্টির অমৃত গানে মগ্ন হয়ে রয়,
তারপর না জানা নীলিমা সীমানায়
লীন হয়ে যায়—
এ হাসির কল্যাণী বুদ্‌বুদ্‌
শান্ত হয়,
হয়ে যায় মূক
আপনার মনন মায়ায়,
জীবন রহস্যখানি স্বচ্ছ হয়ে যায়
শান্তির অশান্ত পথে দীপ্ত দীপিকায় ॥

মালাড—বম্বে।

॥ ঢেউ

আজিকার এই নভ মণ্ডলে
জয় করিবার
যে ঢেউ উঠিছে জেগে
কোটি কণ্ঠের কাকলি পাগল
মৃদুকলতান ফাড়িয়া ফেলিয়া
মিসরের বালু ভেদ করি করি
অতন্দ্র ফণা পিরামিড রাগিনীতে
সে ঢেউ আমার নয়।
কোটি কোটি এই নরনারীদের
রক্তের আবর্ত্তনে
সহস্রফণা আদিম গভীর বেগে
যাহা উঠিতেছে জেগে
এ ঢেউ তাহাও নয় ॥

জীব সৃষ্টিতে বিরাট পর্ব
মাথা তুলে তার
যেদিন ধরণী পরে
দেখিল গর্ব ভরে
সেদিনের সেই তার স্পন্দন বাণী
ভয় সম্পদে অরণ্য মাঝে
আপন মহিমা ভরে
হয়েছিল কানাকানি।
জেগেছিল এক ঢেউ
নভমণ্ডল পথে
প্রশ্নপূর্ণ যেন কোন্ এক
অজানা গতির রথে
নব পৃথ্বীর সাথে,
সেও ছিল সেই নভমণ্ডল পানে
জয় করিবার প্রশ্নের অভিমানে

ঢেউয়ের দোলার গান
শেষ করি যাহা
আজো হয়নিকো শেষ
রেখে গেছে যাহা আপন ব্যর্থতার
অপূর্ণ তার তানের মর্মরেশ।
মানব মনের বক্ষ ভেদিয়া
অতীতের মৃৎ স্তর বিদারিয়া
এ কোন্ প্রশ্ন শত শাখা লয়ে
আর্য্য জাতির বিস্তৃতী সম
ভূমার গভীর কেন্দ্র হইতে
উঠিতেছে আজি
আপন আকুতি বহি
শত সভ্যতা মর্মের পানে রহি!
ওগো সুন্দরি তোমার বন্য রাগে
যে রাগিনী আজ মোর হৃদি মাঝে জাগে
তার পরিণতি পানে
তোমার নিত্য তানে
ছুটে চলিতেছে এক
অমেয় আলোক ধারা
পথ হারা তব মাতাল গন্ধে
হইয়া আপন হারা
কস্তুরী মৃগ সম
না জানে গন্ধ
না মানে মন্দ
মুগ্ধ তমিস্রায়
দীপালি আলোক প্রাসাদের পানে
মৃত্যু মন্ত্রণায়
আপনারে বিঁধি
তোমাতে হইয়া ভোর
বীজড়িত চোখে
লয়ে তব ঘুম ঘোর
প্রকাশিত আজ যাহা
তাও তব সেই এক মর্মের ঢেউ

মানবের আমি কিছুতেই নহে
তাহাতে গন্য কেউ।
সে কেবল তব ঢেউ,
বীভৎস তার গভীর মন্ত্রগানে
মৃদু মর্মর তানে
তোমারে করিতে জয়
মানবের মনে যাহার প্রকাশ
তোমাতেই তারি লয় ॥

নবাব ইউসুফ রোড
এলাহাবাদ।

আকাশ ॥

ওরে ও আকাশ
খুলে দেরে তব
নীল দিগন্ত কুণ্ঠিত কটি বাস
তব নীলিমার অলক্ষিত অবকাশ ;
যেথায় জ্বলিছে অগন্য মায়া
ছায়া কল্লোলে মাতি
অলকা পুরির রক্ত জিঘাংসায়
শত ললনার অধরেতে তাতি তাতি
যেথা আছে তব তরি-উৎসব গান
যেথা বেদনার নগ্ন বিধুর তান
যেথায় মধুর স্বপ্ন পেলব সীমন্ত দীপ জ্বলে
যেথা জীবনের দীপ নিভে যায়
বেদনার কুতুহলে ;
যেথা হলাহল উছলি উঠিয়া
তব সীমান্ত ছাড়ি

অরূপের জয় গানে
নিঃসীম তার মায়া মর্মর
ভৈরবী মধুর কায়া মঞ্জিরা তানে
ছুটেচলে তার অজানা মায়ায়
ব্যর্থ ছায়ার কায়া কল্লোল পরে
দীপ্ত দীপিকা তরে
যেথা তব উৎসব
কোন কল্লোলে ম্লান কভু নাহি হয়,
যেথায় তোমার সৃষ্টি শঙ্খ
সপ্তম রাগিণীতে
ফুজিয়ামা কল্লোলে
দীপ্ত মঞ্চে রয়।
ওরে ও আকাশ
ওরে নগ্নিকা
খুলে দেরে তোর কটিবাস
যেথা জেগে আছে মোর
দৃষ্টি মঞ্চে তাতা
বিদ্যুতে জাগা সৃষ্টির নব
কৃষ্টির জয়াকাশ ;
যেথা জীবনের সমাপ্তি মায়ারে ছেদি
ক্লিওপেট্রা ও অগ্নিদারুণ বেগে
আমি উঠিতেছি জেগে
তাঁরি রাগিণীর দীপালির উৎসবে
তাঁরি সে ভৈরবী
'কেন' প্রশ্নের দীপিকা মহোৎসবে ॥

ওরে ও আকাশ
মহা ধূসরিমা খানি
তব ছায়া তলে
অলকার পথ বাহি
যে মহা প্রশ্ন টলে
যে কাঁপন বেগে রাত্রির অনুরাগে
মানব খেলেনা চলে

সেই সে আদিম নকলিয়া তালে তালে,
বন্য রাগিণী বাজায়ে বাজায়ে
মাতালি মরু মায়ায়
যে মহামন্ত্র দোলে
ওরে ও আকাশ,
তব বক্ষের কাঁচুলি সোহাগে ঢাকা
সেই তব কটিবাস
জীবনের দুর্বাস।
ওরে তারে নাহি আমি চাই
নহে ও ঘৃণ্য গান
বৃথা মর্মর তান ;
আমি চাই তব নগ্ন কায়ারে ঘিরে
যে সত্য জাগে অগ্নি যজ্ঞ শিরে
যেথা জেগে আছে তব দীপ্তির
বিদ্যুৎ অভিযান
যেথা কামনার মঞ্চ মাড়ায়ে
প্রেমাভিনয়ের তান
মুখরিয়া উঠি কাড়ি লয় মোর
অভিনয় কলতান
মোর মহা সম্মান ;
ওরে যেথায় আমার জ্ঞান-গর্বের শেষ
যেথা উল্কার বেগে
আমারে ছাড়ায়ে আমি ছুটে চলে যাব
মহামানবের দেশ,
যেথা নারী মন্দিরে
আরতি শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়া
আমারে ছাপায়ে ধীরে
জীবনের বুকে জাগায়ে তুলিবে
নব স্বপ্নের রেশ
নব মরমিয়া বেশ ;
নব সৃষ্টির বৈদগ্ধ্যের মালা
যেথা নাহি হয়ে ম্লিয় জীবন জ্বালা,
যেথায় অতীত ভবিষ্যতের বুকে

ঘুমায়ে পড়িবে সুখে
বর্তমানের জ্বালা হবে নিঃশেষ
যেথা নিঃশেষ ধরিবে অশেষ বেশ ॥

ওরে ও আকাশ,
সেই নব প্রান্তরে
তব বক্ষের নগ্ন প্রাসাদ পরে
জাগায়ে তুলিব নব সৃষ্টির
রক্ত মেদুর নবীনার কল্লোল,
পাঞ্চজন্যে জাগি কল্যাণী অনুরাগে
জৈবী হাওয়ার মহতী লীলার দোল।
ওরে ও আকাশ,
শোন্ নব মোর আশা
এ নহে বেদনা ভাষা
এও তাঁরি হিল্লোল
সেই রুদ্রেরি ইঙ্গিত মাগি
কারা মঞ্চেতে জাগি
এও তারি দৃঢ় দোল
অভিসার কল্লোল ॥

মালাড—বম্বে

জীবন ॥

একদিন যবে ধরার স্বপ্ন
মম বনে হবে ক্ষীণ
শিহরি শিহরি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
শেষ কম্পনে লীন
সেদিন সেই সুদূর
অভিনন্দন পুর
ছাড়ায়ে তাহার আলোক তপ্ত হিয়া
নিবিড় গভীর চুম্বন উৎসাহে
জাগিয়া উঠিবে মহা কলরোলে
সেদিনের সেই গান
সেই একখানি তান
যাহারে কেন্দ্র করি
জাগে নৃত্যের মাঝে
বর্ব্বরতায় চাপা দেওয়া এক
সভ্য আদিম ভান ;
ওগো তাও হবে
সেদিনের মাঝে
মহা মহীয়ান সাজে
আপন মর্ম্মদান।
কি জানি কেমনে
হবে জানা জানি জ্যোতিষ্ক আলো পথে
অন্ধ অতীত উঠেছিল নাকি
এই ভ্রমভরা পথে…
আপন গভীর বন্য আবেগে
অহাতে আছিল যেন
আর সেদিনের সেই
বিবিড় হুহুংকার
জীর্ণ শুষ্ক ত্বকে ছেদ করি

ছলনা গ্রন্থি বূ্যহ ভেদ করি
গর্জন গানে মাঝে মাঝে তার
আকাশ ফাড়িয়া
কাড়িয়া কাড়িয়া
আপন মত্ত গতি পথে লয়ে
না মানি বৃদ্ধ সমাজ আলয়ে
মত্ত জীবনে ঘর্ষণ বাজে
সে নূপুর নিক্কণে
নব নব রূপে
নব নব সাজে
আশা হীন এক অজানা আশার
নবীন আদিম অপরূপ এক
নব বঁধু বন্ধনে ॥

আমিতো জানিনা কিছু
নীরব নয়নে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
জীবনের মাঝে অজীবন কাজে
লয়েছিনু তব পিছু
নয়ন করিয়া নীচু ।
সেই যদি হয় সমাজের বুকে
বৃথার অহঙ্কার
ব্যর্থ অলঙ্কার
তবে নাথ নাথ
তোমার সৃষ্ট এই জীব উপহার
বৃথা বাঁধা বীণা তার,
যে বীণার তারে মানব রাগিণী
গর্জন ঝংকার
তুলিয়া পাগল পারা
প্রেম বন্যার হারা
এই তব খেলা ঘরে
মুবুদ্ ওংকারে,
তোমা পানে তার ধাওয়া ;
ব্যর্থ স্বপ্ন জীবন খেলার

অরূপ মধুর প্রজ্ঞা তোমার
রূপ হীন রূপে চাওয়া ॥

নবাব ইউসুফ রোড,
এলাহাবাদ

॥ মর্ম ॥

রমণীরে ঘেরি দেহালি তমিস্রায়
বেদনার গানে গানে
আমি ছুটে চলি আজ
রূপালী অমানিশায়
শত ছলনার দৃপ্ত মঞ্চ চাপি
স্বপ্ন বৃন্তে যাপি
আলো কল্লোলে মাতালি ময়ূরী পায়
তাঁরি অপরূপ স্বপ্নে বিলীন
লক্ষ্য আলিপনায়।

আজি মনে পড়ে
অতীতের একদিন
বনগানে ছাওয়া আকাশ আমার
বাতাস চেতনাহীন,
দেহ মন্দিরে পূজার ঘণ্টাধ্বনি
সৃষ্টি তীর্থে মিলন বেদীর পরে
লীলা লাস্যের কাঙ্গাল দাস্যে ভরা
বীজুলির ঝন্‌ঝনি…
এল সে আমার
ভাঙ্গি দিল দার
মধুর মরণে মাতি

চেতনা মাড়ায়ে সপিলতায় তাতি
ভীষণের এক ঘন লগ্নের কোলে
ফেলি দিল মোরে হাস্য লীলায়
ভয়হীন কল্লোলে।
জেগে উঠে দেখি হারায়ে ফেলেছি
সেই হাসি খানি মোর
চোখে মোর সুধু অমানিশা জাগা
বেদনার ঘুমঘোর,
যে ছিল, সে নাই
যে আছে, না চাই
না জানা সে কোন্ ক্ষণ
কোন্ বেদনার
কোন্ মন্দির হতে
ডাকে মোরে অনুক্ষণ।
একি সেই মায়া
জীবন বহ্নি রাণী
না জানা দেশের
অজানা মধুর বাণী ?
যদি তাই হয়,
তবে কেন ওই ক্ষুদ্র দেহালি বনে
শত আনন্দে জাগা,
ওই পলাতকা
জড়িমা মাতাল ক্ষণে;
আমি উন্মাদ মাধুরী মেশান
বন হুংকারে মাতি
নানা উচ্ছ্বাসে তাতি
না শুনিয়া তার কোন মিনতির বাধা
নগ্ন বুভুক্ষার
গেয়ে চলি মোর গান
বন্য কামনা তান,
পরিশেষে যার সেও জেগে উঠি
হয়ে ওঠে মহীয়ান,
ওগো দেব দেব এও কি তোমার গান

তব দীপালির তান ?

এই যে নারীর দেহালি দিগঙ্গনে
আলো কল্লোল জাগে
হাসি উছসিয়া পরুষ-পিয়াসা মাগে,
এই যে মায়ার মধু মঞ্চের তলে
কামনার দীপ জ্বলে,
এই যে তাহার স্বপ্ন ছায়ার পারে
ঝংকার জাগে সৃষ্টির তারে তারে
একি নহে অপরূপ,
নহে কি এ তব রূপ ?
যদি নাই হয়
তবে বল দেব মোরে,
কি কারণ তরে হেলেনের ওই
ক্ষুদ্র প্রান্ত পরে
ট্রয়ের ধ্বংস নব নব রূপে
যুগ যুগান্ত ঝরে ?
বল দেব মোরে বল,
কেন তবে মোর মন মন্দির ভেদি
সভ্য ত্বকেরে ছেদি
আজও জেগে উঠে ব্যাবিলোন ছোঁওয়া গান
শূন্যোদ্যান তান ?
তবে কেন এই সূচী-মননের মাঝে
নারী মাধুরীর মায়া সম্পদ
খেলেনা আলোকে মাতি
বন বৈভবে সাজে,
কেন তবে আজ রমণীরে ঘেরি
দেহালী তমিস্রায়
সভ্যতা স্রোত ছুটে চলে তার
রুপালী অমানিশায় ?

আমি জানি দেব চাতুরী তোমার সব
নানা বৈভবে জাগা,

এ তব মধুর রব
এও এক তব ধ্বনি
বিশ্বাস তরে অমূল্য যারে গনি,
ছুটে চলি আমি আজ
এ যে মোর নব সাজ ॥

মালাড-বম্বে

নবজন্ম

বিরাটের সাথে বিশ্বনাট্য শালে
হবে আজিকার রুক্ষলগ্ন
অগ্নি জ্বালান পথে
তব কণ্ঠের স্বর্ণ মালাটি সাথে
মম কণ্ঠের ফুল মালিকার
বদল অহংকার
অগ্নি বীণায় যখনি বাজাবে
জীবনের ঝংকার।
কোন্ লগ্নের কোন্ গুহাপথ ধরি
কোন্ বাঁশরির রন্ধ্রকে কোন্ স্মরি
রণিয়া রণিয়া জাগিয়া উঠিছে
জীবনের বেদ গান,
বন হুংকার সভ্য শব্দ
কত রাজ্যের ধ্বংস ঢেউয়ের স্বর,
কত জীব লীলা,
শেষ নিশ্বাস ভরা তার কত ঘর
তব মুর্মের জয়ের গল্প প্রাণ
আজিকার মধু বাঁশরির গানে
পাবে তব নব তান ;
যে তানে রঙ্গিয়া

গোলাপের প্রাণে ওঠে সুবাসের ঝড়
মন্থন করি মেঘ সমুদ্র
বজ্রের জাগে উচ্চ নিনাদ
কড়্ কড়্, কড়্ কড়্।
কখনো হাসিতে
কান্নাতে কভু হয় তব জাগরণ
সুরের সমন্বয়
তব 'সীক্ষণী' আবরণ ॥

সেদিন সুদূর নয়
মরণের বুকে যখন জাগিবে
শ্বেত বরফের বুকে জাগা এক
পেট্রেল পাখি সম
ছোট মানবের বড় প্রাপনার
জয়ের অহঙ্কার···
লক্ষ লক্ষ বরষের পরে
ধরার প্রথাতে চেষ্টার ভরে
ব্যর্থতা পরে টেনে আনা সেই
মৃৎ জয় করা গান
তব সেই মধু্ তান ॥

তোমাতে আমাতে সেই দিন হবে
চরম মালা বদল
পৃথিবী জুড়িয়া জাগিবে যখন
ধ্বংসের কলরোল
চারিদিক জুড়ে হাহাকার রবে
জাগিবে মহা শশ্মান
তোমাতে আমাতে হবে সেই দিন
প্রেমের মন্ত্রগান ॥

নবাব ইউসুফ রোড,
এলাহাবাদ।

জাগরণ

জাগে জীবনের অতল গভীরে
জাগে মর্মের বন্য গুহায়
বনে বনে যেন বন্য বারিধি
ঢেউ সমাকুল অযুত রাগিণী
তপ্ত আশায় বিরাট রসনা
লেহন পিয়াসী যেন,
নরকের মাটি কাটিয়া কাটিয়া
দূর বরষের বক্ষ লক্ষ্য করি
চমকি উঠিয়া সান্ধ্য লগ্নে
কাছা কাছি দুটি তারা
ফিরে পেতে চায়
অগ্নি প্রভায়
নিভন্ত পথে যাহা হয়েছিল হারা
বিরহ লগ্ন রথে
দূর নীলিমায় তারায় তারায়
আলোকের সেই অমৃত-বিবাহ পথে।
কোথা হতে যেন আকাশের বুকে
শত কথা হুংকারে
মত্ত ঝটিকা হাহা করি করি
চিত্ত আগলে ব্যর্থতা বরি
দুটি লগ্নের মিলন পিয়াসে
বৈষ্ণবী মধু স্মরি
তার কোণে কোণে ধূলিতে ধূসর
যাহা পড়ি ছিল বিরহ বাসর
তাহারে মুক্ত করি
শত বরষের পিপাসা কাতরে
মঙ্গল তরে তাহার স্বপ্ন বায়

বৈষ্ণবী হাওয়া বুলাইয়া দিয়া
অগ্নি জিঘাংসায়…
পথ লগ্নেতে বেঁধে দিল ঘর
বৃথা এক সেতু
কি জানি কি হেতু
তাদের জীবন পর ॥

কেন এ মধুর দান
কেন ক্ষণিকার চরম সে ছলনায়
ক্ষণেকের তরে বক্ষ আঁকড়ি
গেয়ে গেল তার গান—
সেই অতীতের আদিম লগ্নাঘাতে
সেই তার একই তান।
অতীত অতীত ওরে ও অতীত
তোর শত ললনায়
ক্রন্দন সীমা আকাশে যখন
উঠেছিল তব কল্পলোকের
দূর দূর মহিমায়,
হারান তানের বাঁশি
গৌরবে তার আপন মর্মে পশি
ক্ষণিকার বুক বিদ্ধ করিয়া
'ক্রীটের' সভ্যতায়
না জানা আদিম ছলনাহীনের রথে
হঠাৎ বাহিরি চলি গেল তার
আপন প্রাপনা পথে ॥

তোর মর্মের বাণী
'জেনেও যেন না জানি'
এই রূপ ছলনায়
নিজেরে বিদ্ধ করি
তোর দুঃখের কারণ না হয়ে

না হয়ে জীবনে বাধা,
মোর জীবনের ধ্বংস গমন পথে
দিয়েছিনু মোরে ছেড়ে
চাওয়ার আকাঙ্খারে
প্রতিক্ষণে কেড়ে কেড়ে
আপন মৃত্যু পানে
তব হৃদয়ের মধুর কাম্য গানে
সুরের মহোৎসবে
প্রেম যজ্ঞের বিরাট মহান রবে
হবি হইবার মধু আহ্বানে যবে
মৃত্যু যজ্ঞে হয়ে চলেছিনু লীন
তোমাতে আমাতে মিলন আকাঙ্খার
সুবৃহৎ ডোর প্রতি লগ্নেতে তাই
হয়ে চলেছিল ক্ষীণ ॥

তোমাতে আমাতে স্পষ্ট সুরের রেশ
যবে তার স্থিতি পরিল আপন বেশ
চমকি উঠিনু গতির গভীর বেগে
যেন কোন্ আদি ঘুমন্ত ফণা
উঠিল তাহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া
বেবিলোন পরে বাগান হানিয়া
বৃথা বাস্তব বেগে
না মানার গহ্বরে।
অন্তর মাঝে সাড়া জাগে আজ
যেন চঞ্চল বন্য সমাজ
লাজের মহিমা বহি
কম্পন গানে উঠিতে চাহিছে
আপন ছন্দে রহি
বন্য সমাজে, বন্য গমনে
[illegible]ন তানে গান গাহি
তোমার আমিরে চাহি ॥

তাই অতীতের মর্মর ভেদ করি
জাগে জীবনের অতল গভীরে
জাগে মর্মের বন্য গুহার
বনে বনে যেন বন্য বারিধি
ঢেউ সমাকুল অযুত রাগিণী
তোমার আমিরে স্মরি ॥

নবাব ইউসুফ রোড,
এলাহাবাদ।

আশা ॥

তব আসিবার ছন্দলতার
বন গান ছায়া সম
বাষ্পের অবগুণ্ঠন মাঝে
বিদায় রেখার বাণী সমাকুল
অলখ দোদুল ঢেউ কলতানে
ভাসিয়া উঠীতে চায়
বিদায় ফুলের ছায়া রেখা সম
ছবির মাধুরিমায়।
সেই সে আদিম গৃহ কলতান
সুদূর বাঁশির গানে
কল্পনা রেখা কবি কাকলিতে
আভাষ পরশ হানে,
বন্য আদিম মন-দেবতার
আনন্দ জাগা কানে
মধু আলোকের হৃদর উছলি
স্বর্গ স্বপনে ঢাকি

দিগন্ত রেখা স্বর্ণের টানে
নব ছবি আঁকি আঁকি ॥
কেন মোর মনে জাগিছে আজিকে
এই হেতু কলরব—
কেন মহিমার নবীন পরশে
হৃদি মন্দির লগ্ন সীমায়
ঢেউ উঠে থর থর ?
কেন রে পিপাসা বক্ষ ভেদিয়া
মরু চুম্বনে অধীর হইয়া
নব নব রূপে নবীন আভায়
বন্য আলোক পথে
আপনার মাঝে মত্ত হইয়া
ময়ূরী পরান নর্তনে মাতি
জীবন ধরার নবীন স্বপ্ন বনে
তব আহ্বান কাঁপায়ে তুলিছে
তব আলো কম্পনে ?
কি তব ইহার সুর,
কোন্ মানসের কোন্ মন্দির হতে
কাঁপি কাঁপি উঠী ঝলক্ রাগিণী
আলো কম্পনে,
মরু উষ্ণীষে কাঁপায়ে তুলিতে চায়
পঞ্চ-অঙ্ক মন মর্মরে
তব কাঁচুলির মধুর সুবাসে
অধরে লগ্ন মধু ঝংকারে
বাঁশির বন্যতায়,
আমার আমিরে ধ্বংস করিতে
শত শাখা লয়ে
ছলনা পরশে
নব অঙ্কের নতুন আভায়
মেরু বুকে জাগা পিউফিন পাখি সম
শুভ্রের মাঝে বন্য অঙ্ক-প্রায়

তোমার মালিকা দোলাবার তরে
আমার কণ্ঠে ফুটায়ে তুলিছে
কবি ছন্দের সুর
বাঁশি পথে তাহা অরুণিমা রথে
জাগে যেন সুমধুর
নব স্বপ্নের সুর ॥

ওগো মন্থর নবীন পিয়াসা মম
জীবনের বুকে জাগিয়া উঠিছ
স্তব্ধ রাতের পিপাসা মদির
আলো-আশা কামে অধীর হইয়া
সেই বেদুইন বুকে জাগা এক
দুরন্ত ঝড় সম
কামনা আলোকে মম—
তব হৃদয়ের নবীন ছন্দ-লয়ে
তোমার আমিরে মম মন্দির তলে
বরণ পুষ্পে বরিবার কলরোলে
উচ্ছল আশা আলো ঝরণার প্রায়
আমার বক্ষ মরু-পর্বতে
প্রবল ঝঞ্ঝা বায়
গর্বের ঘেরা আমা-সীমাকাশ
ভাসায়ে লইতে চায়…
তব আসিবার ছন্দলতায়
রূপালী তমিস্রায় ॥

নবাব ইউসুফ রোড
এলাহাবাদ।

॥ একতা ॥

চাহিনু সম্মুখে—
দিগন্ত বিতত ক্ষুব্ধ সাগরের পানে,
উদ্দাম উচ্ছল তার চঞ্চলতা গান
মহতীর লীলার সন্ধান,
জাগিতে লাগিল যেন
সৃষ্টির রহস্যে ভরা
ময়ূরী নাচের ঘন
বন্য তানে তানে।
আমার আমিরে মথি
জীবনের মরমিয়া
খেয়ালি পরানে তাতা
কি এক অরূপে মাতা
উন্মাদনা সুর
জাগিয়া জাগিয়া তার অট্ট তানে তানে
আমারে ভাষারে লয়ে তারি গানে গানে
লয়ে গেল শত বাহু জাগা
মৃত্যুর খেয়ালে মাগা
বনান্তের নব ঘন নিশান্তের পুর ॥

চাহিনু পশ্চাতে
জীবনের বাহুতোলা খেলাঘর পানে
যেথায় নগরী নাড়ী
স্পন্দনে জাগিয়া তার
বর্ণ সমাবেশে
অগ্নির আবেশে চাপি চাপি
দিগন্তের সাগরি আভাষে ভুলি ভুলি
মরণের জয়ধ্বজা তুলি

উড়ায়ে দামামা কলরোল
দ্বিধার মাতনে জাগা ব্যর্থ মঞ্চে যাপি
জাগায়ে তুলিছে এক
ব্যর্থ স্বপ্ন দোল।
সহসা জাগিল এক
মেঘের মাদলে জাগা গান
মুহূর্তের অরূপ সম্মান ;
এ দুইয়ের মাঝে এক
নব সমন্বয়
জ্ঞানের রোমাঞ্চে জাগা
নতুন অধ্যায় ;
দ্বিধা হল দূর
জাগিয়া উঠিল নব মিলনের সুর
বাস্তব নগরী এই অসম পরাণ
এই দ্বিধার সম্মান—
এও যেন ওই সাগরের
অগ্নির উৎসবে জাগা
তাঁহারি সম্মান
তাঁরি ছায়া তান
সৃষ্টির আলোকে ছোঁওয়া
বেদুইন গান ॥

চাহিনু অতীতে
এ দুয়ের বর্ণাবেশ ভুলি
অতীতের ইতিহাস নামি
জীর্ণ গ্রন্থ খুলি,
স্তরে স্তরে তার
ভ্রমিতে লাগিনু।
উছলি উঠিল এক সভ্যতা আলোক
ভুলে যাওয়া এক খেলা ঘর
'ঈজিয়ান' নাবিকের অতীতের ঘর ;

যে কাঁপনে কাঁপি
জাগিয়া উঠিয়াছিল স্বপ্ন প্রেরণায়,
'টুর', 'মারসিন', আর 'কুসাসের' গান
আদিমার নগরি সম্মান ॥

যেথা হতে জীবনের বৈতালিক সুর—
অজিকার এ নব মায়ায়
বাজিয়া উঠিছে সুমধুর
তারি সেই স্পন্দন ছায়ায়।
ফিরিয়া চাহিনু পুন সাগরের পানে
একই বার্তা উছলি উঠিল মোর
আমি ঘেরা বন্ধনি মায়ার কানে কানে ;
এ যেন রে একেরে বিভক্ত করা
লীলা অভিযান—
তাঁরি পানে মিলনের তরে
নবীনার বর্ণের সম্মান
বাধারে বিদীর্ণ করিবার
বেদনার ময়ুরী নর্তনে জাগা তান
আলোকের প্রকাশ পিয়াসা তরে
বাস্তব বাধার এক বৈজ্ঞানিক ভান
সেই স্থিতি অরূপের অনন্তের গান
তাঁরি সেই বাঁশরী আহ্বান ॥

মালাড—বম্বে

॥ প্রান্তর ॥

এই রাত্রির কালিমারে ঘিরি
জীবন প্রশ্ন আজ
উঠিতেছে জাগি কাল-বৈশাখি যোগে,
এই সভ্যতা বিদায় রক্ত-রাগে
বেদনার বুক ফিরি
অতীত মথিত ছলনা ছায়ারে চিরি।
কত অতীতের
কত বিদায়ের
মায়া মন্দির ছলি
কত জীবনের উষ্ণতা দলি দলি
ভীষণ দোলায় মেতে
মানবের মন খুঁজিতেছে আজি
শান্তি বাণীর পথ
মৃদুতার নব রথ ;
জানেনা সে কোন দিন
কোন্ প্রশ্নের
কোন্ সমাধান পথে
সে হবে প্রান্ত লীন,
কোন্ বহ্নির কোন্ অরুণিমা রাগে
কোন্ স্বপ্নের গোলাপী আলিপনায়
তারি বিদায়ের লালিমা প্রশ্ন জাগে ॥

সেই অতীতের রেখা পথ পরে
মিসরিয় উৎসব
ক্লিওপেট্রার ঝোড়ো মাতনেতে মাতি
যবে দেহালি দিগঙ্গনে
উঠেছিল তাতি তাতি

সে দিনের সেই বলি উৎসব গান
হারা পথে মরা তান,
আজো জাগি উঠি
রাত্রি কালিমা ঘেরি
মানবের এই
মথন মনেরে ছলি
চাহিতেছে তারে দলি
ময়ূরী নাচনে মাতায়ে মাতায়ে
বনবীণা খানি বাজায়ে বাজায়ে
নিয়ে যেতে তারে টানি
তারি রাগিণীর চির সমাজিয়া মায়ায়
মৃত্যু-তুহীন কায়ায়—।
যেখানে জাগিছে নকলিয়া একি সুর
অতীতের ঘন বন ঝংকারে মাতা
স্থিতি মন্থনে তাতা
একি সে নাচ নূপুর ।।

ওরে তোরা কি জানিস কেউ
নারীর বক্ষ ভেদি
কেন জেগে ওঠে পরুষ কায়ার
চাহিদায় ছোঁওয়া ঢেউ ;
কেন তার ওই জীবনী গানেতে মাতি
আজি-সভ্যতা
দারুণ আলো খেলায়
হিংসার বন গানে
উঠিতেছে তাতি তাতি ?
কেন তারি বনগানে
সভ্যতা স্রোত ছুটিয়া চলিছে আজি
মিথ্যা মায়ারে ছলি
তারি মাধুরির ভানে ?

হে রুদ্র তাই তব পানে আমি ধাই

বন-উষ্ণতা চাপিয়া চাপিয়া
তব স্পন্দনে চাই।
সেই স্পন্দনে ভেদি
জানি আমি আজ
এ রাত্রি মায়া ছেদি
উঠিবে জাগিয়া
বিশ্বাসী আলো এক
চির গম্ভীর তান
সেই মত্ততা মাঝে
স্থিতির মর্ম মানি
বাঁশরির সম্মান ॥

ফোর্ট্‌—বম্বে।

॥ নীহারিকা

হে সুদূর নীহারিকা মোর,
তব দীপ্ত অভিযান তরে
অনন্ত প্রেমের বহ্নি জ্বলিয়া জ্বলিয়া
অভিমানি তারকার ন্যায়
দূর-মৃত্যু অনন্ত পিয়াসা তরে যেন
ছুটিয়া চলিতেছিল
অনির্বাণ দীপিকার পথে
গানে দীপ্ত সোহাগে অধীর
অমরাবতির সেই সুন্দরী অগ্নির
লেলিহান হোম শিখা প্রায়
দোদুল ফেনিল এক অন্ত অভিপ্রায়
মরুচুম্বি একাগ্র প্রভায়
ভূমারে করিয়া ভেদ তীব্র বেদনায়

আপনার চুম্বিয়া মরণ
অসীম কারার
যায় নিজ মহিমায় ।।

হে মরণ ভেদি,
অলখ দোলান তব শুভ্র ললাটের
তীব্র বহ্নিছটা,
রাত্রির দীপ্তিরে স্তব্ধ করি
আলোক জাগান এক প্রভাতের রথে
করুণা কিরণ ঢালা
মরুমাঝে হৃদয়ের 'ওয়েসিস' প্রায়

যে লগ্নের কণ্ঠ আঁকড়িয়া
আকণ্ঠ করিছে পান
জীবন-বহ্নির তপ্ত সুধা,
তার পথ পরে
খদ্যোতে রাঙ্গান নীল
ব্যথা লগ্নি আঁখি

রেখে গেল কাঁপি কাঁপি
তীব্র রেখা এক,
প্রথম—চুম্বন ;
জীবনের ধ্যান স্তব্ধ অসীম গভীরে
আঁকিতে পারেনি যাহা
ক্ষণিকা কম্পিত তার
রেখা-ঘাতি তমিস্রা আবিরে...

ক্ষয়িষ্ণু শিবিরে—
যাহার প্রভার
অনন্ত-অগ্নির আলো
ক্ষীণ হয়ে যায়,
জীবন সাগরে ডুবি
কালো লগ্নে খঞ্জনির লগ্নাঘাতি
তীব্র পিপাসায় ॥

তোমার প্রকাশ
মোর কম্প্র-অগ্নি-তরঙ্গেতে
দুটি ওষ্ঠে উন্মাদ হরষে
জ্বালায়ে তুলিল সেই আলো
যে আলোর ডমরু বাজায়ে
বিশ্ব-ভোলা শিব—
সর্পেরে করিল জয়
দীপ্ত তেজ পথে ;
ক্ষয় করি যাহা
জীবন পাত্রের লগ্ন ছাড়ি
মন্থন পিয়াসা ঘন
নিবিড় বনানি বাহু ধরি
অগ্নি-বীণা বাজায়ে বাজায়ে
মোনহর রূপে সেই অজানার বাঁশি
কাঁপায়ে কাঁপায়ে
সহস্র ঝংকারে বুকে ডাকি
তাণ্ডবের শেষ অঙ্ক পরে
সুরের নৈবিদ্যে থরে থরে
বিপুল গভীর কণ্ঠ নাদে
মেঘলোকে উড়ায়ে কেতন
বৃষ্টির মন্থন কেকা রবে
দৃষ্টির আপন দ্রাঘিমায়
আপনার ভালে
পরাইতে মেরু-আভরণ
সূচী বাসরেতে
সৃষ্টি শঙ্খধ্বনি বাজায়ে তুলিল
আপনা ভুলিল ;
আপনার ঘন জটাজালে
উৎসাহের দীপ্ত দীপ জ্বালি
ছুটিয়া চলিল,
জীবনের অভিযান পথে

তোমার রহস্যে ঘেরা বাহুলগ্নি রথে—
তব প্রথম চুম্বনে ॥

তারপর ধীরে,
পরশের ঘনঘোর বন-পথ দিয়া
অতীতের দার
তাহার মর্মের পথে
আমারে করিছে অধিকার—
আলোক রঞ্জিত সেই
প্রবাল প্রাচীর সম
ধীরে অতি ধীরে যেমনে গড়িয়া ওঠে
সাগরের গোপন বক্ষের মাঝে
অগোচরে থাকি
প্রকাশ পিয়াসা তরে ;
তেমনি এ তব পিপাসায়
দীপ্ত তব অভিযান পরে
তোমার পরশ বীণা
মৃদুতায় কল্যাণ হরষে
আমারে লইয়া যায়
তার বক্ষ পরে,
সৃষ্টিতে উজ্জ্বল তার শিখরে শিখরে
জ্বালি হোম নিশা
সৃষ্টির প্রভাতে,
যথা তাঁর দৃপ্ত দিশা
প্রেমালোক পাতে ॥

নবাব ইউসুফ রোড
এলাহাবাদ ।

॥ প্রশ্নোত্তর ॥

স্তব্ধরাতের এই ঘন অন্ধকারে
আবেশ কঠিন তব
বাণী-বন আলো করা
তপ্ত বক্ষে স্নিগ্ধতার মাঝে
মোর এই তীব্র রুদ্র গতিবেগ
কেন যায় থেমে,
কেন আসে নেমে
শ্রান্তির শান্তির পানে ধাওয়া
মুখরি চমকি ওঠা ক্ষণ ঘুম ঘোর ?
এ জীবন মাঝে তীক্ষ্ণ চক্ষু মেলি
যত আমি চাই,
অনন্ত জীজ্ঞাসা মোর
চিৎকারি ফুকারি ওঠে—
নাই, নাই, নাই,
কোন খানে নাই এই
অনন্ত আকাশ ব্যাপি
মানব মনের তীব্র মর্ম জিজ্ঞাসার
আলো পথ, তব সে প্রজ্ঞার ॥

আজি এ মানব মন,
যেমন খুঁজিতে থাকে
লুপ্ত সেই 'পান্ত' সভ্যতার
স্থিতি নিদর্শন,
মৃত্তিকায় চাপা পড়া তব খেলা ঘর,
তেমনি আমার মাঝে তোমার দর্শন
চাপা দেওয়া তব লীলাম্বর
যাহা, মহামনাকাশ

ফাড়িয়া ফেলিতে চায়
প্রকাশ পিয়াসা তরে তীব্র জিঘাংসায়
তোমার নীরব
গভীর স্পন্দন বীণা রব
খুঁজিবার তরে,
রচনা করেছ যাহা মোরে লক্ষ্য করে
তাহার স্পন্দন,
কেন থেমে যেতে চায়
কেন তার আকুল নর্তন
মৃদুতায়—লীন হতে চায়
তোমার বিদ্যুৎ দোলা হস্তের আভায়
তার আবর্তেতে
মধুর পাগল করা সৃষ্টি কামী
আবেশ বিবশ সেই মোহ মুহূর্তেতে ॥

আজি মনে হয়
মানব অবশ জীব সেই দিন হতে
যেদিন প্রথম
'রামেসেস' তৃতীয়ের রাজ্যের সম্ভার
দেয় চাপা আদিম উৎসাহ,
যার অভিসার
নিত্য তব খেলা ঘরে করিত বিস্তার
বনরাজ্য সীমা হারা
না দিয়া প্রাকার—
দেহের ধর্ষণ সাথে মনের ঘর্ষণে
জ্বালায়ে তুলিত দীপ
অমৃত বর্ষণ পথে
দুইয়ের কর্ষণে ;
না পরিত মালা
সে দিনের সেই যত আদি পুর বালা,
যে মালার তরে ভুলাইয়া তোমার প্রকাশ

ছলনার রথে আজি উঠিয়াছে সবে।
একেরে একান্ত করি পাইবার আশা
পথেরে জটিল করি
জাগাইয়া তুলিয়াছে ব্যর্থ ভালবাসা
বৃথার মাহাত্ম্য এক হাসির বুদ্‌বুদ্‌
যাহাতে আশ্রয় করি অন্ধ করি সবে
আপনারে বন্ধ করি
খুলিতে তাহারে
অনন্ত জিজ্ঞাসা আজ ঘোরে ব্যর্থ পথে
অনন্ত পিপাসা সাথে বৃথা বারংবার
আঘাৎ করিতে থাকে নিজ বদ্ধ দ্বার ;
যে দ্বারের পারে স্থিতি তোমার আত্মার
পাইতে যাহারে
আমারো মনের এই ক্ষুব্ধ আমিকার
স্তব্ধ রাতের এই ঘন অন্ধকারে
অবশ আবেশ তব প্রেম বাহুডোরে
তৃপ্তি নাহি পায়।
শ্রান্তির শান্তির দ্বারে করিয়া আঘাৎ
ব্যর্থ পরিশ্রমে ঘুমায়ে পড়িতে চায়
আপনার হাতে গড়া সভ্যতার চমক্ সংজ্ঞায়
নিজ মোহ কারাগারে ॥

নবাব ইউসুফ রোড
এলাহাবাদ।

নারী ॥

ওগো সুন্দরি আদিম বন্য লতা
তোমার না বলা আদিম প্রথায়
প্রাণের নিমন্ত্রণে,
আজি দলে দলে যাত্রীরা চলে
রাত্রির অভিযানে ॥

কি তব রুদ্র ডাক ?
কোন্ প্রবাহের আকুল আকুতি
ক্ষণে ক্ষণে মথি বন্য বারিধি,
শ্বেত উত্তর মরু হাতছানি হানি
জাগাইয়া তোলে
ঢেউ ছল ছলে
উৎসাহ লীলা মাতাইয়া রোলে
আদিম অট্টহাসে,
দেহ মন্দির বন্ধন গুরু
কনক রুদ্র পাশে ॥

কি আছে আদিম ওই তব এক
ক্ষুদ্র দেহালি বনে
যার আহ্বানে আজি ঘর ছাড়া
পান্থ চলেছে ধেয়ে,
উন্মনা মন, অবশ প্রাপনা
আদি ক্ষুধা পথ চেয়ে।
কেন এই ক্ষুধা তব
নিত্য রঙ্গিন নব,
ধ্বংসের উপাচারে—
সাজাইয়া ভারে ভারে

কর ঘর ছাড়া
তব পথে হারা,
আদি কাম বাণী ভরে
যুগ যুগ ধরে অসীম যুগান্তরে
ছুটাইয়া চল রস যাত্রায় তব ॥

বাসর ঘরের সোনালী মায়ায়
রূপের দেউলে রূপের কায়ায়
ছায়া-প্রেম তব পশ্চাৎ হতে
কেন দেয় হাতছানি,
কেন নীলিমায়, তারায় তারায়
হতে থাকে কানাকানি ?
বৃহতের তরে একি তব রূপ
কামনা শিখায় হবে অপরূপ
জ্বলিয়া উঠিবে আলো পথ পারে
ঘর্ষণে বারে বারে ?
অসীম অতীত শিহরি শিহরি
মথিয়া বন্য রসে
একি তব মায়া নব রূপ লয়ে
মানসে মোদের পশে ?

আজি এই গান
যে গান উঠিছে ভূমার অন্ত ভেদি
সপ্ত সাগর কলকল তানে
খুঁজে পেতে চায় তারি এক মানে
তরল ফেনিল লোল জিহ্বায়
অগ্নি ছুটিছে তাহারি ছায়ায়
তারি সুর পথে ফুঁসিয়া উঠিছে
মানব মনের নাড়ী
কত বিহ্বল শিশু শঙ্কায়
জাগে তারি কাড়া কাড়ি ॥

ওগো রুদ্রের বাণী
নারী রূপ পথে জাগিয়া উঠিছে
তব অর্দ্ধেক খানি—
আর অর্দ্ধেক,
কঠিন মর্ম্ম বেদনার ক্রন্দনে
অতীত হইতে ভবিষ্যতের বনে
ছুটিয়া চলিতে চায়
মূক তব ইশারায়
লোভ-মরু মাঝে হইয়া শ্রান্ত
ঘর্ষণ বেদনায়
জ্বালায়ে তুলিবে অপরূপ তব
গোপন সে প্রজ্ঞায়।
যাহার আকাঙ্খায়,
তোমার আপন ইঙ্গিত সংজ্ঞায়
আনিবার তরে ঘর্ষণ মাঝে
দারুণ হর্ষ বারি
আমার ছোট্ট কণ্ঠে ফুটালে
বন্দনা গান তারি—
"ওগো সুন্দরি আদিম বন্য লতা
তব ঘর্ষণ তরে
লোভাতুর মনে জাগিতেছে আজ
আদিম বর্ব্বরতা" ॥

নবাব ইউসুফ রোড,
এলাহাবাদ।

কলরোল

হে প্রিয় আজিকে আকাশে বাতাসে
জেগেছে মহান রোল
দেহ মৃদঙ্গ বোল।
অতীতের বুকে নব মেখলায়
চন্দন লাগা স্বপ্ন বালায়
লালসা মত্ত জীবনের ঘন
সৃষ্টি তত্ত্ব বায়
দৃপ্ত মাতাল পায়,
একে একে সবে তৃপ্তি লীলায়
টানি টানি লয়ে যায়॥

গরবিনী নারী সৃষ্টি মায়ায়—
দেহ যৌবনে মদিরা জাগায়
আধ আধ বাধ দীপালি ধারায়
বন্দিনী হয় পরুষ কারায়
কামনার দীপ জ্বলে
হৃদি মন্দির তলে
ঘন ঝড়ে ওঠে জেগে
ঘর্ষণ ঘন বেগে
মত্ত ঝঞ্ঝা ঘন বর্ষণ
অগ্নি মাতাল তাপ
দেহ পরে দেহ
হীম ভৈরবী চাপ—
জাগে আর জাগে,
তালে তালে তার আনন্দ বোল বাজে
শেষ অঙ্কের মত্ত মধুর সাজে।
তারপর আসে হিমাকাশে অবকাশ

ভরি লয় নারী দেহালি দেউলে
নবীনের নব আশ ॥

কত মন্দির, মসজিদ কত
কত চার্চ্চের তীক্ষ্ণতা শত
আকাশ ভেদিয়া উঠে
নারী নরকের কালো ফুল যাহে
স্বর্ণ কমলে ফুটে।
লুটে আর টুটে
কত মিনতির বন্ধ্যা আতুর ঢেউ
জাগেনা কখন,
কভু জেগে ওঠে অনামা পুরুষ কেউ ;
সেই অতীতের কনক বীণার
দীপ্ত ঝনকে সুরের মিনার
আকাশে বাতাসে শত শিখা সনে
জ্বালায়ে জ্বালায়ে তোল্
হে প্রিয় আজিকে আকাশে বাতাসে
জেগেছে প্রলয়ী রোল
দেহ মৃদঙ্গ বোল ॥

কেন বৃথা আজ বসে গৃহ কোণে
অগ্নি মাতনে জাল বুনে বুনে
মিসরি ধ্বজার পিরামিড গুনে গুনে
কামনার মরু-বালুর আগুনে
শূন্য বাতাসে কান পেতে শুনে,
জেগে থাকা সম বহে চলা অনুক্ষণ
ওরে ও পুরুষ, এ নহে তোমার পণ ;
তুমি যে অগ্নি মাতনেতে মাতা
সৃষ্টি মেরুর বরফেতে তাতা
সর্প-আলোর সর্পিল পথে জাগা
ধ্বংস ডমরু চর্ম খেরালে লাগা ;

ওরে ও বিধির অগ্নি জীবন শিখা
বাজা ওরে বাজা
ভীষণের ঘন গভীর অট্টরবে
যা কিছু তাঁহার
সব তোরি আজ হবে।
বিধির বিধান যাহা কিছু হ'ক
জেনো তাহা নহে চরম আলোক ;
এই পৃথিবীর ছোট জীবনের মাঝে
জ্ঞান স্তম্ভের দম্ভ ধ্বজার সাজে
মানবের মাঝে সীমাকাশ গড়িবার
এ সেই ভীষণ চুক্
আলোকে আঁধারে না পারা বাধারে
সরাবার তরে যেদিন তাঁহার
জেগেছিল মহাভুক্ষ ॥

জীবনের বুকে জ্ঞানালোকি মন
বন্ধা নারীরই সম
ভীষণের সাথে মালা-বদলের
দুর্যোগ মাখা ক্ষণে
ছলনার মাঝে খেলেছিল এক
মর্ম বিদারী খেলা
আপনার তরে আপনে ছলিতে
শুধু আপনার সনে ;
সে দিন আজিকে গত
স্বপ্ন মায়ার মত,
তাই আছে শুধু তার
অমানিশা ভরা ব্যর্থ গরিমা ঘেরা
স্বপ্ন আলোকে চকমকি জ্বালা
সান্ত্বনা ছাওয়া
ব্যর্থ-লগ্নি হার ॥

তাই আজি এই মানুষের বুকে
সর্ব সুখে ও দুখে
আলোকের পথে জেগে ওঠে অমানিশা
অমানিশা পরে অজানা আলোক পাত।
আকাশে বাতাসে তাই জেগে উঠিতেছে
অজানার এক মহা অরুণিমা রোল
শত দীপালির বোল,
হে প্রিয় মানুষ—
তোল্ হৃদি জ্বালি তোল্
আকাশে বাতাসে জেগেছে আজিরে
দেহ মন্দিরা বোল…
এই জীবনের প্রশ্নের কলরোল ॥

থর্ণহিল রোড,
এলাহাবাদ।

॥ স্মৃতি

মোর জীবনের এই লগ্নের ক্ষণে
তব চঞ্চল আলোর ঝলকে
যবে পুলকিত মনে
ফিরে চাই আমি অতীত দীপিকা পথে
শত আলিপনা যেথায় আছিল আঁকা
মায়া ছলনার নবারুণ সঙ্কেতে
দৃপ্ত মাধুরী কল কলোলে
ছবির মগ্নতায়—
অমানিশা লগ্নেতে
যেথায় জাগিত দোল

আশা অঙ্কেতে মাতা মদিরার
তব প্রমত্ত বোল— ।
হে প্রিয় আজিকে তাই
বৈশাখী বন রুক্ষ যখন
ঝড়ের মাতনে স্তব্ধ গগন
মায়া মন্দিরে বাজে শঙ্খের ধ্বনি
জীবনের বুকে জাগিছে যখন
জৈব রস মায়ায়
সন্ন্যাসী হাতছানি
তব আহ্বান বাণী···
আমা অমাকাশ কাঁপিয়া কাঁপিয়া
জীর্ণ দ্বিধারে দীর্ণ করিয়া
শত বন্ধন নাশি,
তব পথে আজ জ্বলিয়া উঠিতে চায়
দুরন্ত তার দীপালির আহ্বানে
শত মায়া ভানে চূর্ণ হোরি খেলায়
তব প্রমত্ত অগ্নির অঙ্গনে
হে প্রিয় তোমার এই খেলা ঘর পরে
তারি আশা প্রাঙ্গনে
তব মদিরার দেহালি দিগঙ্গনে ।।

কোথায় আজিকে তুমি
আমা হতে কত দূর
কোন্ বিরহের কোন্ অজানিত পারে
কোন্ মরু প্রান্তরে
কোথা তুমি সুমধুর ?
জীবন-বহ্নি জ্বলে কি সেথায়
আলো সঙ্কেতে তাতি,
নাচে কি সেথায় বলি সংকেত
সূর্য শিখরে মাতি ;
ওঠে কি সেথায় ঝড়

তিমির রাত্রি চিরিয়া চিরিয়া
বেদুইন অনুরাগে—
প্রমত্ত তার তাণ্ডব ডমরুতে
বাজায়ে কালের বিজয়ী অট্টহাসি
নাশনের ঘন ভীষণ বন্য বায়ে
ওঠে কি সেথায় 'এটলানটিস'
শক্তি মাতনে মাতি ;
অতীত বক্ষ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
উল্লাসী ভৈরবে
না জানা পথের পরে
জাগে কি সেথায়
তব নীলিমায়
মৃত্যুর মহা বৈজয়ন্তী গান
তব বৈরাগী তান ?

যদি তাই হয় হে মহারুদ্র
নমি আমি তব পায়
তব খেলা ঘর পরে
মায়া ছলনার মহা বন্ধনে
যে মহা নাচন ঝরে
ঘন কামনার বন্দি যামিনী বরি
না না বৈভবে
না না সৌরভে
বৈদগ্ধ্যের রুদ্র আলোকে
পাতালি কম্প্র গানে
নাশন মন্ত্রে হরি
আমি তারে আজ হে মহা রুদ্র
দীপ্ত কাঁপনে কাঁপি
পেলব সীমানা স্মরি
অতীতের সেই স্বপ্ন শেষের তানে
মত্ত সোমেরে অর্ঘের অভিমানে

এই চঞ্চল জীবন প্রবাহে
নব জীবনের ছায়,
দেব তব পায়
শান্ত শিখায়—
অতীতেরি ছলনায়।
যেথায় মিলেছে 'আর্' 'চ্যাল্ডিয়',
'সূসা', 'মিসরিয়' তান,
অতীত দম্ভ,
দীপ নির্বাণ,
সবই যেথা আজ ম্লান—
মিলনের এক মহামন্ত্রের গানে
পাঞ্চজন্যে ধ্বংসের এক বৈশাখী ফুৎকারে
দম্ভ অগ্নি, নম্র মাধুরী
ভিন্নের বহু আলিপনা উৎসব
সিক্ষনি কাকলিতে
যেথায় হয়েছে লীন—
সেথা মরু-উৎসাহে
প্রচণ্ড তার ধ্বংসের সাথে
তাহারি যজ্ঞশালায়
আমা বনাকাশে চিরি
মহানীল উৎসবে
আমি হয়ে যাব ক্ষীণ,
মেরুহাতে মোর বাজাব তখন
তোমার অজেয় বীণ,
তব সুরের সমন্বয়
দুরন্ত তার দীপিকার মদিরায়
তারি আশা প্রাঙ্গনে
তব মাধুরির স্তব্ধ শোভায়,
মরুঝড়ে জাগা অলকা পুরির
সোনালী দিগঙ্গনে ॥

হে প্রিয় আজিকে তাই
তব চঞ্চল আলোর ঝলকে
পুলকিত মনে জাগি
তব শক্তির বিশ্ববিজয় মাগি,
যেথায় জাগিবে দোল—
আশা অঙ্কেতে মাতা মদিরার
তব প্রমত্ত বোল।
তব মায়া মন্দিরে
যেথায় বাজিবে শঙ্খের ধ্বনি
জীবন ছাপায়ে উঠি
মায়া বন্যতা চিরে
নব শক্তির সূর্য্য শিখর
যেথা আছে উড্ডীন,
যেথা বন্যতা কার্য্য আলিপনায়
চির বৈরাগী ক্ষীণ,
অলকা পুরির কম্পনে জাগি
লক্ষ্যে চির বিলীন ॥

মালাড—বম্বে

ঝংকার

হে নারী তোমার মধু রোমাঞ্চ খানি
শত বনানির আলোক বহিয়া
ঝংকারে তার কাঁপি
আমারে তাহার অরূপের অভিসারে
যবে লয়ে চলে টানি,
আমি তারে নমি

মেরুহীম তার
আলো কম্পনে স্মরি
যে আলো জীবনে বহু শাখামেলি
হৃদয় বৃন্ত ছলি
অগ্নিযজ্ঞে মহা ভৈরবে টানি
মাতনের এক বৈষ্ণবী হুতাশণে
কলকল্লোলে নানা আকুতির
প্রমত্ত প্রহসনে
অনন্ত পথে রুদ্র শান্ত বেগে
মায়া বনানির লোভনীয় মনোরথে
চলে তার ছায়া পথে
অষ্টরাগিনী বাজায়ে তাহার
গাণ্ডীব-ঝংকারে
আমি তারে নমি
বেদনা বিধুর শত ব্যথা জালে দলি
তারি রাগিনীর দৃপ্ত শিখায়
অরূপের পথে গলি
দেহ মন্দিরে তার
সে যে তাঁরি ঝংকার।
কামনা পীড়নে শত শাখা মেলি
জ্বালি হোম শিখা নব
প্রেমাভিনয়ের একই অঙ্কের কোলে
তব বিজয়ের কাঁচুলির কলরোলে—
মানব খেলেনা নিশিদিন চলে
মায়া বন্যতা লোভি
ছলনা পক্ষ মেলি
বিষাদের এক অতি মর্মর
ঈশ্বরীয় স্পন্দনে,
অতীত হইতে ভবিষ্যতের বনে ;
জানেনা সে কোনো দিন
কোন্ প্রান্তরে, কোন্ স্বপ্নের গানে

হতে হবে তাকে লীন,
কোন্ অরুণিমা তার জীবনের
দীপ শিখা কেন জ্বালে,
কোন্ জয়টিকা অদৃশ্য মশীছায়
অলকাপুরির কোন্ কলতানে জাগি
কোন্ স্বপ্নের কোন্ সফলতা মাগি
বেদনা বিধুর,
অথবা মধুর
আলো ছায়া কলস্রোতে
মহা বন্ধন বেগে
সুদূর হইতে তারি দিগন্ত পানে
নিয়ে চলে কোন্ টানে ?
জানে কি সে কোনো দিন
জীবনের বুকে নারী মন্দির তলে
তাঁরি ঝংকার, তাঁরি স্বপ্নের তালে
বাজায়ে তাঁহার আলো কল্লোল বীন
কামনা মঞ্চে জীবন প্রশ্নে দলি
দেহালি দিগঙ্গনে
পীড়নের এক ক্ষণ ভঙ্গুর
অগ্নি মাতনে মাতি
স্বপ্ন লগ্নে তাতি
জীবন-রসের অর্ণব তাঁর চলে
নর-নারী এই দুই খেলেনার
উৎসবে অবহেলে ॥

হে প্রিয় রমণী
হে মোর ধন্যা
অগ্নিবীণাটি মম,
[illegible] ঝংকার জীবনে আমার
এই অমানিশা ঘন সম্ভারে
যদি না বাজিয়া উঠে,

যদি কোনো দিন দ্বিধা, ভয়, লাজ,
অতীত স্তব্ধ বহি
তার কালো কলতানে
বিজয়ী হইয়া ছোটে—
তবে হে অগ্নি রাণী
বৈদগ্ধ্যের দৃপ্ত আঘাতে
কামনার কালো গানে
নাশায়ে ভাসায়ে টানি লয়ে চোলো
তব মন্দির তলে
ছলনার কলরোলে ;
যে রাগিনী তাঁর দৃপ্ত শিখায়
তব দেহ প্রাঙ্গনে
লগ্ন আবেগে থরথর কম্পনে
নগ্ন বক্ষ মম,
কামনা কিরিচে দীর্ণ করিয়া—
অগ্নি-মৃত্যু যজ্ঞে পিসিয়া
ফেনিল অমানিশায়,
তব ঝংকার সেই তাঁরি ওঙ্কারে
ছুঁড়ে ফেলে দিও
মৃত্যুতুহিন বিরহী সায়র পারে ॥

এই টানি লয়ে
ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া,
বুকে তুলে নিয়ে ফুল-মধু-উৎসবে
দৃপ্ত যামিনী অভিসার কলরবে
বরণ করিয়া ভ্রকুঞ্চনের তলে
মধু বিষ উচ্ছ্বাসে
যে ফুল ফুটিয়া ওঠে
সে যে বাণী অমরার
রোমাঞ্চ তার মধু ঝংকার
দৃপ্ত সে আলিপনা,

দেহ মঞ্চের কণ্ঠ লগ্ন গানে
বিজয়ী আলোর অগ্নি যজ্ঞ তানে—
এ যে তাঁরি ওঙ্কার
নারী দেহ ঝংকার
জীবন-বীণার সুর কম্পনে
বন্য-রাগিনী ভানে ॥

মালাড—বম্বে

॥ কে তুমি ॥

কে তুমি ডাকিছ মোরে
তুমি কি আমার প্রেম
আশা নর্তনে মাতা
লাল পয়োধরে তাতা
ঈথর পথেতে যাত্রায় মহাকাশে
যাহা চলি চলে বৈদগ্ধ্যের
মৃত্যু শিখরে মাতি
হীম সে তুহিন ব্যথা মঞ্জিরা গানে
মরু মর্মর স্বপ্ন বনানি তানে
গগনে গগনে রণিয়া রণিয়া
জীবনের পথে নানা বুনিয়াদ গুনি
ছুটে চলে যাহা আলো কল্লোল ঢাকি
অবিশ্বাসের কালো কল্লোল আঁকি,
যেমন আছিল আঁকা
'সূসা' নগরীর বুকে
ব্যথায় নমিত ষোড়শী-বালার

স্বপ্ন পসারী সুখে,
যে আকাশ চিরি মৃৎ পাত্রের পরে
অধরা ব্যথার প্রকাশ মহিমা ঝরে
'অক্টোপাসের' বিভীষিকা মরু রূপে
নগ্ন-হৃদয় প্রকাশিতে চুপে চুপে ॥

আজো আছে যাহা জাগি
সেই অতীতের ডোরে
জাগায়ে আমারে নানা ব্যথা মর
তারি বিশ্বাসী লয়ে—
প্রশ্ন কাঁপনে কাঁপায়ে কাঁপায়ে
জ্ঞানাকাশ ফাড়ি ফাড়ি
জীবনের বুকে শত আশাকাশে
প্রতিক্ষণে কাড়ি কাড়ি
কখনো ফেলিয়া পদতলে চাপি লয়ে
অগ্নি-শিখায় জ্বালায়ে জ্বালায়ে
বনাকাশ ছিঁড়ে খুঁড়ে
অলকাপুরির আলো স্পন্দিত রথে
দ্রুত তার লয়ে
নিয়ে চলে এক
বিরাট খেলেনা সম
ময়ুরী মাতালি পায়ে
বিশ্বাসী আলো ছায়ে—
একি তুমি সেই প্রেম,
কে তুমি ডাকিছ মোরে
রূপালী তোমার চাঁদিমার ছায়
কোন্ মেরুহীম ঘরে
কোন্ সফলতা তরে ॥

মালাড — বম্বে

॥ ভাঙ্গন ॥

ওরে অনাদৃত অনাহুতদের দল
রক্ত জিঘাংসায়
মানবাত্মার কল্যাণ বুকে লয়ে
ভীষণ বর্জনাদে,
ধনী বুনিয়াদ শেষ করে দিতে
লেশ করে দিতে অত্যাচারীর
শোষণ পেষণ যত
জেগে ওঠ্ আজ সিংহ নিনাদে
ডমরু মাতনে মাতি
লাভা লালিমায় অগ্নিসৌর্যে্য তাতি।
ওরে তাহাতেই হবে জয়
সে যে 'সাহারার' ঝড়,
শুষ্ক লাস্যে যার
লুটায়ে পড়েছে তার পথ পরে
বহু বন্ধনে বাঁধা
বহু দম্ভের জড়।।

ওরে অনাদৃত দল
দেখ্ চেয়ে দেখ্ আজ
চারিদিক ব্যাপী বহু ব্যভিচার
বন্য জিঘাংসায়,
মহানগরীর পথে পথে আর
গ্রাম্য মেঠো হাওয়ায়
দম্ভ আলোকে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
কাদের রক্ত লয়ে
হোরি খেলা উৎসবে
আজ উঠিয়াছে মাতি

নারী উৎসাহে তাতি।
ওরে কাদের মাংস কাটি
নর মেদ-বুনিয়াদ
বেইমানদের ঘাঁটি
অটোমোবাইল স্নায়ু-স্পন্দনে জাগি
অতি দ্রুত গতি মাগি
ব্যবসা মঞ্চে চড়ি
আজ উঠিতেছে গড়ি'।

ওরে অনাহুত দল
এসেছে আজিকে দিন
অনাদৃতদের রক্ত জিঘাংসায়
সব ভেদ হবে লীন।
বাজারে ডমরু বাজা
ওঠ্ রে জাগিয়া ওঠ্
বিপথ গামির টুঁটি চেপে ধরে
পদতলে ফেলি তারে
থামারে আজিকে থামা,
শেষ কর আজি
এই নরমেধ যজ্ঞের খেলাঘর
ভুলে যা আপন পর ;
সত্যের পরে
দৃঢ় পদ ভরে
দাঁড়ায়ে বাজারে বীন
ধনী-বুনিয়াদ এক লহমায়
নিশ্চয় হবে ক্ষীণ॥

ওরে আজিকে এসেছে দিন
মরণ যজ্ঞে ধ্বংসলীলায়
মানবাত্মার কল্যাণ বুকে লয়ে
ছুটে চল অভিযানে ;

কোথা কল্যাণ,
কোথা বা অকল্যাণ
তাকাস্ না কোনোখানে ;
এযে মহা-উৎসব
অনাদৃত আর অনাহুতদের
ক্ষুধাতুর মহিমার
চির বিদ্রোহী রব
চির-সত্যের অব।
রক্ত মাতনে মাতা
ফুজিয়ামা কম্পনে
চির-হিংসার বিদ্রোহী পথে তাতা,
মহা-মহিমার রাঙ্গা
ওরে কল্যাণ পথে ভাঙ্গা ॥

মালাড—বম্বে।

॥ বিরহী সুর ॥

আজি এ নতুন অগ্নি যজ্ঞ দিনে
মোর জীবনের আলো আহ্বানে
ভীষণ কঠিন পনে
মিতালি বনের রৌদ্র-দগ্ধ প্রাণে
যে আলো উঠিছে জাগি
স্বপন বৃন্ত ঘিরে
বৈদগ্ধ্যের রুদ্র আলোতে
তাদের আমি লব চিনে।
সেই সে অতীত
মিসরীর পিরামিড,

শিখর দম্ভে অভিমান জাগি যার
মাতালি পায়ের দৃপ্ত গরিমা আঁকা
বন অগ্নির গতিরে আপন
দন্ড লগ্নে চাপি
বিজয়ের এক দৃপ্ত গরিমা যাপি
অন্ত দম্ভে যবে উঠেছিল জ্বলি
সভ্য গতির বন-অগ্নিতে গলি
চলেছিল তার গানে,
কি ছিল তাহার রুদ্র গতির প্রাণে
কিবা উঠেছিল জ্বলি
তাহার বৃন্ত ছলি ।।

আজি সে পরীক্ষায়
মোর জীবনের গগন বিদারি উঠি
শত ললনার বন্ধন টুটি টুটি
শুধু মিতালির অদম্য বন ছায়
আমি বনাকাশে দগ্ধ মাতনে মাতি
বৈরুবী-জাগা ডমরু নিনাদে তাতি
ভীষণের এক কাঠিন্যে ঘেরা
জীবন লীলার অর্ণবে চেরা
দারুণ মালা বদলে
চলা স্পন্দনে দলে
তার দম্ভের গরিমা লুটায়ে ফেলি
মিতালি আলোকে আমি-শতদল মেলি
হা হা রাগিণীর দারুণ অট্টহাসে
অগ্নি-বীণার লুব্ধ রাগিনী যত
বাজায়ে তুলিব অন্ধ তমিস্রায়
ভীষণ বন্য ত্রাসে
যাযাবর সংকেতে
মোর রথ যাত্রায়
সূর্য ছাঁচেতে ঢালি

তারি রক্তিম ক্ষণে
মেরু হিমানীর এই শেষ অঙ্কেতে ॥

তাই আজি এই নব অঙ্কের কোলে
বিজয়ের কলরোলে
দারুণ অট্টহাসে
মাতালি সোহাগে দোলে
নতুনের নব আশ
জীবন-বীণার মন্দ্রিত মধু রোলে ;
কোথায় আজিকে মিতালি আলোক
কোথা স্বপনের গতির ঝলক
কোথা সব ভেসে যায়
ভবিষ্যতের না জানা পথের
অজানা তমিস্রায় ॥

কাঁদিছে মিতালি বনালোক নমি
কাঁদিছে স্বপন অতি অভিমানি,
কাঁদিতেছে দোঁহে মৃত্যু তুহিনে জাগি
ভগবান বুকে পদাঘাৎ করি
জীবনের ফুৎকারে
'অরোরা-বরিয়ালিসে'
মাধুরী মেশান সব সম্পদে মাগি ॥

তাই জীবনের—
আজি এ নতুন অগ্নি যজ্ঞ দিনে
মোর জীবনের আলো আহ্বানে
মৃত্যু কঠিন পণে
মিতালি বনের স্বপন দীপ্ত প্রাণে
যে আলো উঠিছে জাগি
নব প্রান্তটি ঘিরে

বৈদগ্ধ্যের রুদ্র আলোতে
তারে আমি লব চিনে ॥

ট্রেনে—বম্বের পথে।

॥ পথ-হারা-পথ ॥

আজি এ ভীষণ গতি অভিসারী
অতি চঞ্চল ক্ষণে,
কত অতীতের
অসমাপিতের
আলো হারা যাত্রায়
বিরহ মিলন এক হয়ে যেথা যায়,
আমি বিন্দুটি যেন
কোন্ হারা পথে লুটিয়া পড়িয়া
অলসিয়া আলো তালে
চাদ গোলা এক ঝাপ্‌সা বালুবেলায়
হারায়ে যাইতে চায়।
রূপসী প্রিয়ার কাঁচুলি লগ্নে
মধু-বান্ধবী ক্ষণে
যেথা জেগে ওঠে সহজিয়াদের গান
যেথা অতীতের হৃদয় গলায়ে
ভাঙ্গা কঙ্কন লয়ে
বিশ্ব ধরারে পায়ে চেপে ধরে
বিষ-বাঁশরীর সিঞ্চনি বেগে
দারুণ অগ্নি রাগে
শুধু আনন্দে অলসিয়া-বীন
মরু-তাণ্ডবে জাগে ॥

ওরে তোরা শোন্
এই ঝননের ভাবের বোকামি মাঝে
আমি আজ এক ভীষণ গতির বেগে
না জানা সে কোন্ মরু-প্রান্তর পানে
অথবা মধুর স্বপ্ন আলিপনায়
সত্যের বুকে বিরাট দামামা রোলে,
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে পুরাতন যত
যত শাসনের ব্যসন
কালো মন মাঝে
যে সব ভয়ের আসন ;
তাদের দগ্ধ মাতনেতে মেতে
তাণ্ডবে নেচে নেচে
ছুটে চলে যাব হাজার বছর আগে
যেথায় তোদের কল্পনা বঁধু
সত্য সুর-মায়ায়
কায়া মন্দিরে জাগে ॥

ওরে তোরা কি জানিস কেউ,
ওরে আমিও কি জানি নাকি—
মোর জীবনের কত কাজ তার
কত ক্ষুধা লয়ে বুকে
ভবিষ্যতের প্রান্তর পরে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে !
ওরে তারাই ব্যথার নব প্রান্তর গড়ি
আমারে জাগাতে চায়
অতিকায় তার মায়ারূপ ছলনায় ।
কখনো ভীষণ বিশ্বাসে ওঠে জ্বলি
কখনো আবার হাসির লগ্ন পরে
প্রেম পথে চলে গলি—
নানা রূপ ছলনায়,
কত সপিল সূর্য আলিপনায় ;

ওরে তাই আজি এই অশান্ত ক্ষণ পরে
মিতালি আলোক জ্বলিয়া উঠিয়া
আমারে লইয়া চলে,
তার ছায়া-পথ পরে
আমি যে সৃষ্ট
তারি সৃষ্টির তরে
তারি দেবালয়ে
তাহারি স্বর্ণ থালায়
অর্ঘ ফুলের মালায় ;
ওরে তারি রচনার
দেহালি খেলার কর্মের অঙ্গনে
সে যে সঁপি দিবে মোরে
চাপা ইঙ্গিতে স্বপ্ন-পুরির
বনানি দিগঙ্গনে
তারি কামনার
দিগঙ্গনার—
স্বপ্নের প্রাঙ্গণে ॥

ওরে তাই আজি এই ভীষণ
গতি চঞ্চল ক্ষণে
সে যে নিয়ে চলে টানে,
আমি চলি তারি টানে
তারি কামনার যজ্ঞ-শালার
দেহালি অগ্নিবনে।
বিশ্বাসে উঠি তাতি
আমি মাতি তারি রণে
তারি সৃষ্টির সমাধান তরে
তারি ক্ষুধা পথ পরে…
আমি আজ পড়ি লুটি
মৃত্যু-বেলার পরপারে মোর ছুটি ॥

মালাড—বম্বে।

আলো

তোমার উপর বিশ্বাস মোর
যেন গো মধুর হয়
সর্ব সুরের সমন্বয়ের মাঝে
সিম্ফনি পরিচয়।
সর্ব জাতির মানবিকা আলো মাঝে
কালো ফুল যত যেন
আজ-মহিমার প্রান্ত পুলকে ভাসি
বিশ্ব বাঁশীর বেদনা লীলারে নাশি
শক্তি মাদলে গুঞ্জন ঘন হানি
তোমা পথ তারে মানি
আমার জীবনে আজ
উজলি উঠুক
হে মোর মিতালি রাণী
তোমা হতে দেওয়া মহামহিমায়
নব বিশ্বাস খানি ।।

এই যে আকাশ
এই যে বাতাস
আশা-সমুদ্র-ঝড়
বজ্র-আলোক
প্রেমের পুলক
অনমিত তেজ সৃষ্টি আকাঙ্খার
এও তো তোমার বিশ্বাসী গানে ছাওয়া,
তোমা হতে দূরে এসে
তোমা পানে দ্রুত ধাওয়া।
তবে কেন দেব
এ পথ বিধান পরে

বেদনার গান ছড়ায়ে ছড়ায়ে
মৃত্যু-মাদল জড়ায়ে জড়ায়ে
লীলা মন্দিরে তব
বিমুখ করিতে থাকো,
তাই যদি হয়
দ্রুত কেন নাহি ডাক ॥

কেন জীবনেরে শতধা দীর্ণ করি
পঞ্চশস্যে ভরি
কলকল্লোলে বেদুইন অনুরাগে
বিষ ফল পানে ছুটায়ে লইয়া চলো
কেন এ পূজার বলি-মন্থন জাগে
বলো আজ মোরে বলো ॥

ওগো মোর প্রিয়
হে মোর অগ্নি রাণী
অজানা সীমায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া
না বুঝিয়া তবু বুঝি
না জানায় তোমা জানি ।
তাইতো আজিকে মাগি—
অর্দ্ধ চেতনে জাগি,
'তোমার উপর বিশ্বাস মোর
যেন গো মধুর হয়
অরূপেতে জেগে বিশ্বলীলার
সিক্ষনি পরিচয়' ॥

মালাড—বম্বে ।

॥ প্রেম

হে রুদ্র তুমি ওঠো জেগে আজ ওঠো
আজিকার এই অন্ধ মায়ারে ছেদি
কালো কারাগার ভেদি
আজি এই ক্ষণে জাগো
জীবন বীণার মন্দ্রিত মধু-রোলে
স্বর্গ জাগান তানে
মাগো তারে আজি
সে মহা স্বপ্ন মাগো।
চারিদিকে আজ অন্ধ মাতালি গান
বৃথা গর্বের মন্দ্রিত কালো তান
কোথায় জীবন
কোথায় পতন
সব আজ একাকার
চিনে নেব কারে
কে হবে আপন
দিঠি দেবে কেবা তার ?
ধরণীর বুকে, মানবের বুক বহে
যে কথা আজিকে বড়
সে যে জীবনের বুনিয়াদ নয়
মরণের নীল ফাঁদ
সে যে আকাশের নয়
মানবের গড়া চাঁদ ;
তাইতো তাহার গিল্‌টি আলোর
ঝলসিয়া ওঠে চোখ
বিশ্ব বিজয়ী স্বচ্ছ দৃষ্টি খানি
ঢাকা পড়ে যায় তুচ্ছ বার্তা মানি
কেঁদে মরে ভুখা লোক ॥

সেই অতীতের আদি নগরের মাঝে
'ব্যাবিলোন' জ ল খানি,
আজি মনে হয়
জেনেও তারে না জানি—
না মানার এক ভীষণ দোলারে চাপি
জীবন দিঠিরে একটুও নাহি মাপি
অন্ধ অতিথি সম
দ্বারে দ্বারে মোরা চিৎকারি ভৈরবে
ঘুরে ঘুরে মরি বৃথা
রাতের আকাশে চিরি,
কিরিচের পর কিরিচাঘাতের জোরে
লৌহ-বর্ম অভ্যাস কারাগারে
মোদের চিন্তা ঘোরে।
ভাবি মনে মোরা
বুঝেছিনু বুঝি
শূন্যোদ্যান বাণী
নেবুসেডনাজারের,
তাজমহলিয়া প্রেরণায় ঘেরা
মধু রোমাঞ্চ খানি॥

না, না, ওরে নর,
বুঝিবার দিন এখনো রয়েছে বাকি
মাধুরীর ওই মরমিয়া পথে
চলেনিকো কোনও দিন—
চলিবেনা কভু ফাঁকি।
কে বলেছে মোরা জানি,
শত মহিষীর পথ কল্লোল পরে
কেমনে ফুটিয়াছিল
কোন্ সে প্রবল বাণী—
মমতাজ নামে আকাশি দুলালী ফুল
সাহাজাহানের প্রেম বাগিচায়

দেহালি বৃন্ত পরে
চির রোমাঞ্চ তরে
অতি উৎসাহি শ্বেত পাথরিয়া ভুল ॥

তাই বলি আজ
ওরে ও রুদ্র ওঠ্
জেগে ওঠ্ আজ বিরুদ্ধ ঝড় চাপি
ভেঙ্গে ফেল্ এই বেইমানি কারাগার
বৃথা জীবনের ফাঁদ ;
কালিমায় ঘেরা আকাশ মোদের
তারি মেখলার খেলা
দাবি করে আজ পদতলে দলে
দারুণ দৃপ্ত তেজে
শুধু তারে ভেঙ্গে ফেলা।
অভ্যাস নামে যে লৌহ বাসে
মোদের দীপ্ত রোশ
তারি বুকে আজ বাসা বেঁধে আছে
চির বিদ্রোহী তাপ
দারিদ্রে রঙ্গা মৃত্যু অসন্তোষ ;
আর আজ নেমে আয়
মৃত্যু পুরির ঝড়ের মাতনে মাতি
প্রেম বিহ্বল বেদনার মাঝে
আপন যুদ্ধে জাগি
অতি ভৈরব বেগে
সব ভেঙ্গে চুরে দিয়ে
নিয়ে চল মোরে টানি
তোর মর্মের পথে
সাধনার ছোঁওয়া
প্রেম কল্লোল রথে ॥

মালাড—বম্বে।

॥ ডাক ॥

আজিকার এই উন্মনা আলো ছায়
অতি পুরাতন জীবনে দলিয়া
নব আলো শিখা বরি
শত দীপালির নবারুণ শিখা
জ্বলিয়া উঠিতে চায়,
কতনা অতীত কাহিনী ভেদিয়া
কত শত ব্যথা মর্মের শিখা ছেদি
যেন সেই অতি প্রাচীন পৃথ্বী
জন্মলগ্ন স্মরি
মমতারে পরিহরি,
জ্ঞানালোক মায়া দৃপ্ত হস্তে দলি
অলকাপুরির মঞ্জিরা মায়া ছলি
পাগলিয়া এক মদির মত্ত নাচে
অতি বিশ্বাসী ছাঁচে
কোথা হতে এক আলো হাতছানি কাঁপে
দ্বিধাহীন তার কম্পন গানে
জীবন দ্বিধারে চাপে
ওঠে প্রদীপ্ত মাতাল উগ্রতায়
সব ছলনারে জ্বালিয়া জ্বালিয়া
আমার নয়নে চায়—
বলে, ওরে আয়
এইতো হেথায়
আলো কল্লোল শত শাখা মেলি তার
জীবন-বৃন্তে ফোটাবার তরে
মায়া-উজ্জ্বল ফুল,
হাসি সৌরভে
চাপা গৌরবে

বেদুইন অনুরাগে,
সীমানা কাঁপান ভীষণের কলরোলে
গলে দেবে তোর ফুলহার
সে যে অলকার মণিহার
জীবন-বীণার সার্থকে বাঁধা
সিঞ্চনি জাগা তার ॥

এই তো লগ্ন যেথায় জাগিবে
মেরু আলো কল্লোল,
সব উষ্ণতা চাপা দেওয়া এক
ধীর স্থিতিকার দোল ;
এই লগ্নেরি বক্ষ বিদারি
অরোরাবোরিয়ালিস
জেগে উঠেছিল শত গৌরবে তার,
মেরুর জীবন খুঁজে পেয়েছিল
বিশ্লেষণের ভার—
সূর্য-শিখারে চিরি
শীতল তাহার বরফি ছুরিটি তাই
অতি ভৈরবে ফিরি
ভেদ করেছিল সূর্যালোকের
তপ্ত-বক্ষ খানি
যেন জীবনের ব্যথা দীপালোকে মানি ;
তাই তারপর সেই কমনীয় বুকে
প্রেয়সী রমণী সম
সূর্য রশ্মি জাগি উঠিয়াছে
রমণীয় কৌতুকে
তাহারি আদেশ মানি
রঙের অর্ঘ মেলি
সেই মেরু-হীম বুকে ॥

ওরে ও জীবন
জেনেছি আমিও আজ

তোর ডাক উঠিতেছে
এই লগ্নের ব্যথালোক অনুরাগে,
মোর মেরু-হীম ধৈর্য্য-কঠিন হাতে
ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাস।
বেদনার সীমা ছাড়ায়ে যেথায়
জীবনের জয় গানে
উছল আলোর দানে,
শত শম্পদে ছড়ায়ে পড়িবে
নানা রূপ উল্লাস,
ব্যথা সম্পদ পারে
যেথা মোর জয়াকাশ
জীবন বীণার
মর্ম্ম সীমার
মাধুরীর অবকাশ॥

মালাড—বম্বে।

॥ অবগাহন ॥

আজি এ নবীন অমানিশা জাগা
ধ্বংস মেদুর ক্ষণে
মোর মনে উল্লাস
জাগিতেছে নব শিশু আলোকের প্রায়
মানবী নীতির
পেলব ভীতির
মৃত্যু প্রান্ত পরে,
তারি বেদনার, প্রান্ত সীমার
অসহ দৃঢ়তা তরে।
তাই মোর মনে জাগিছে আজিকে

নীতিবাদ হারা হুহুঙ্কার
প্রশ্ন যামিনী জাগা
ধ্বংস নিনাদি কলনাদ :
কি বা এ জীবন,
কি বা সে মনন,
কি বা চেতনার রূপ,
কি বা সে আত্মা,
কি বা মহাত্মা,
কি বা দিশা কার সত্য রূপ ?
কি আছে কোথায়
কি হতে কি হয়,
কোন্ দিগন্তে জাগে,
সত্যের দৃঢ় গতি মর্মর
কোন্ কলনাদ মাগে ?
আছে কি সেথায়
মানবী লীলার এ রূপ প্রশ্ন বাদ
এই বৃথা কলনাদ ?
অথবা মোদের এই পৃথিবীর
প্রশ্নের প্রহসন
সত্য পথের দিশা বর্তনে
ব্যর্থ অনুশাসন ॥

জেনেছি, মেনেছি যে সব বিধান
বিধি বন্দিত জ্ঞানে
তারি অজ্ঞতা আজি জাগি ওঠে
এই অমানিশা ক্ষণে।
ধ্বংসি সে বন্ধন
আজি মাগি লই দীপ্তি পিয়াসী
সূর্য লালিমা ছোঁওয়া
উল্কা আবর্তন,
জাগাই আবেগে

মুক্তির রাগে
মহাবাঁশরির পরম ক্ষণ
শৃঙ্খলহীন মুক্ত সুরের
মহাতাণ্ডবী অনুরণন।
শেষ করে দিই
অশেষ পিয়াসী প্রশ্নের বৃথা প্রহসন॥

জাগে উল্লাস
জাগে উন্মেষ
জাগে নিশান্ত তাণ্ডবে
জেগে ওঠে দৃঢ় সমাধানী দিশা
সে মহাকালিন স্পন্দনি তৃষা
সব প্রশ্নের প্রান্ত চাপিয়া
মহা হিমাদ্রি স্থিতিকায়
শ্বেত সুন্দর মুক্ত মদির ভূমিকায়—
মেরুর দীপ্তি জ্বালি
বাজায়ে চলে সে ঘন ঘন করতালি
কখনো জাগায় রণ হুঙ্কার
কখনো স্থিতির মৃদু ঝংকার
কখনো মদির আধ আধ বাধ পায়
প্রশ্ন জিঘাংসার সমাধানী গান গায়,
কখনো আবার দৃঢ়তায় যাপি
সবারে ডাকিয়া কয়
"শোন, এ জীবন
এই যে চেতনা
এই যে আত্ম-জ্ঞান
এই যে জগতী অভিজ্ঞতায়
প্রশ্নের অভিমান,
এই যে দিশার স্বরূপ বিচার
এই যে বিচারি বিকার
ভাল ও মন্দ,

সৎ ও মিথ্যা,
এই ভেদাভেদ জ্ঞান—
এ সবের হবে শেষ
যখনি বুঝিবে অজ্ঞতা চিরি চিরি
বিশ্ব-আলোকে নিশিদিন ফিরি ফিরি
তব প্রান্তর দৃঢ় তব পরিচয়,
ব্রহ্মাণ্ডের লীলা নিকেতনে
তুচ্ছ সে অতিশয়—
সে মহা খেলার
বিরাট বেলার
অতি জটিলতা মাঝে
তব দাম্ভিক এই স্থিতি পরিচয়
তুচ্ছ সে এক দ্বৈত রাসায়নিক
প্রকাশি ঝলক
বাস্তব কথা,
এর বেশী কিছু নয়।
জানিবে তখনি সবই প্রশ্নের
এই সূত্রটি ধরে,
তব স্বাধিনতা, তব স্থিতি মর্মর
জাগি আছে তার রসায়ন ঘন
ঘাত প্রতিঘাত পরে
তারি দৃঢ় প্রান্তরে
সেই বিরাটের বন্য বাঁশির
অগ্নির অক্ষরে॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

॥ সমাজি-মায়া

আজিকার এই নীরব গভীরতায়
এই ভুলে ভরা সমাজি জীবন খানি
শেষ প্রান্তরে তার
দৃপ্ত মায়ার মদিরা বিছায়ে
মোরে বনে প্রান্তরে
রাঙায়ে তুলিতে চায়
রমণীর ছলনায়।
জেগে ওঠে মনে স্বপ্ন-বিলাসী ক্ষণ
বন-উল্লাসী হাসির বিস্মরণ
বেদনা বীণারে কাড়ি লইবার
লুব্ধ লালসা তার
নানা রূপ-সম্ভারে
উছলিয়া ওঠে মদির মায়ায়
মোর মনে বারে বারে ॥

আদিম পিপাসা জাগিয়া জাগিয়া
করতালি প্রেরণায়—
অতীত তৃপ্ত ক্ষণেতে মাতায়ে
আবার জাগাতে চায়।
অতি উৎসাহী নর-রক্তিম
নারী-মন্দিরে তার
নানা পূজা উৎসবে
উজ্জ্বল এক কণিকার পরে
আমারে লইয়া করে
সেই পুরাতন একই খেলা ঘরে
সমাজি মরু-মায়ায়
মোরে দেখিবারে চায়

স্বপ্ন হারান অন্ধ ভিখারী সম
ফু্‌ঁপিয়ামা বেদনায় ॥

কবে সে অতীতে
কোন্‌ শৈশবে মোর
ছোট প্রাপনার প্রান্ত ঘেরিয়া
জেগে উঠেছিল এক
আলো কল্লোল স্রোত।
ছোট এক খেলেনার
মাতাল উগ্রতায়—
আমি হয়ে ছিনু লীন
মোর বুকে যবে উঠেছিল বেজে
অলসি মদিরা বীন;
ভুলে যেতে চাই তারে
সেই প্রথমের মর্মর চেরা
সীমাহীন বেদনারে ॥

তারপর ধীরে পদ প্রান্তর
চাঁদে ছোঁওয়া তার বনানি বালু বেলায়—
অতীতে আঁকড়ি
নকলি জীবনে তার
চলে চলিতেছে স্বপ্ন আলিপনায়।
কোথাও পেয়েছি মরু মর্মর তান
কোথাও পেয়েছি মেরু উচ্ছল গান,
কখনো শুনেছি বন্য-বাঁশির ঝঙ্কার কলতান;
কখনো বা সব মথিত করিয়া
বেদনার আলো ছায়ায়
জেগে উঠিয়াছে মোর প্রান্তর চাপি
মিসরীর সন্মান ॥

এই জীবনেরে মনন করিয়া
নারীর দণ্ড খানি,

চল-চঞ্চল উচ্ছল বেদনায়
নিয়ে চলে মোরে টানি
কি জানি সে কোন্ মরমিয়া তার ঘরে
কোন্ অজানিত কর্ম দেউলে তার
কোন্ শুভ ঝংকারে
কোন্ সফলতা তরে।
আজি শেষ প্রান্তরে
তারি উৎসব দীপালির নব
রঙিন মত্ততায়
আমি ছুটে চলি আজ
জীবনি মায়ারে ছলি
নারী-মদিরার উৎসবে তাতি তাতি
রক্ত মদির ঘন বন সম্ভারে
দৃঢ় হাতে চিরে চিরে
ছায়া ছলনারে হেলি,
মোর স্বপ্নের সমাধানি গানে গানে
মেতে উঠি তানে তানে ॥

না জানার এই দৃপ্ত-মরীচিকায়
নারী-মঞ্জীরা বাজে
চারিদিকে মোর তাই
মরা তানে ঘেরা ব্যঙ্গের সুর রাজে।
ওরে এই শেষ প্রান্তরে
যাহা হয় হয়ে যাক
ছুটে যাব আমি আজ
বেদনার গানে গানে,
নব আরতির পাঞ্চজন্য ধ্বনি
জাগায়ে তুলিব এই পৃথ্বীর পরে
এই ভুলে ভরা খেলেনা-মানব তরে,
যাহার গভীর ওঁকার জাগি উঠি
সমাজি-মায়ার বন্ধন যাবে টুটি ॥

মালাড—বম্বে।

॥ মুক্তি ॥

কেন আজ মোরে ডাকো
হে মোর দীপ্ত বনতল
তব খেলা আমি শেষ করি আসিয়াছি
শেষ হয়ে গেছে তারি পথে জাগা
উল্লাসী কুতূহল।
জাননা কি তুমি আজ
হে মোর তপ্ত দীপ
শত সহস্র রমণীরে ঘেরি
যে আলো উছলি ওঠে,
যে আলোক পথে নব পৌরুষ ছোটে—
আজি এই লগ্নেতে
নহে সে আমার গান,
সহিব না আমি এই নব যাত্রায়
কোনো বনানির মত্ত অধীর
নকলিয়া মরা তান ॥

ওরে ও নগ্ন ক্ষুধা,
তোর পথ পরে
শত আহ্বানে আমি
বক্ষ রক্ত দানে
ছড়ায়ে এসেছি সুধা।
তোর চাহিদার রক্তিম অঙ্গনে
ঢালি দিয়া মোর বন্য শক্তি
অটুট আলিপনায়
ভীষণের ঘন কুজ্ঝটিকা উৎসবে
দুলেছি মহোৎসবে
বেদনার গানে গানে,

কামনার ঘন রক্ত নয়নে
জীবনি মত্ত ছলনায়
চল-চঞ্চল মদিরার মরু
অলখ রক্ত রাগে
কয়ে গেছি কানে কানে
ওরে তোরি বন্যতা ভানে,
অহেতুক কত কথা
ওরে মানব বন্যতার
না জানার সেই প্রান্ত শয়ান
অজানা হেতুর ব্যথা ॥

ওরে ও আদিমা,
নগ্নতা মোর শোন্
কান পেতে শোন্ তোর চাহিদার পথে
মোর জীবনের নব অরুণিমা
ছন্দিত এই রথে—
শুনিব না আমি তোর কোনো উৎসব
বাজাব না কোনো ডমরু তাথৈ
নব মঞ্জিরা তালে
চন্দন লেপি দিব না রে আজ
তব বনাগ্নি ভালে।
নহে নহে আজ নহে,
নাচিব না আমি আজ
কঙ্কণ ঝংকারে ;
শুনিতে যাব না তার
মধু ছলনার ভান,
জৈবী-হাওয়ার সেই পুরাতন
সমাজি-মায়ার মরা তান ॥

ওরে, জেনেছি আজিকে আমি
মিতালি-আলোকে থামি—

মোর জীবনের বনগান
তারি দেহালির উষ্ণ মদির
রক্তিম পথ পরে
দীপালি দীপান্তরে
আর বার নাহি পাবে,
নাহি পাবে ফিরে মরা তান।
ওরে রক্তিমা শোন্
এই শননের মাঝে
বন-উৎসব যাহা কিছু মোর রাজে
সে তাঁহার উৎসব—
তাঁরি দীপালির রক্ত মদির
উল্কা মহোৎসব॥

ফোর্ট—বম্বে

দাবি

হে জীবন তব এই নব অভিযানে
হৃদয়ের এই দীপ্তির বন গানে
আমি সহিব না কিছু
কোনো চাপা দেওয়া তান
কোনো নকলিয়া প্রেমাভিনয়ের
লালিমার সম্মান।
ওরে এই যে জীবনে আজি
ওই সুদূরের মায়াজাল ঘেরা
...তির নম্রদান,
আমারে তাহার বেদনার গানে গানে
ভাসায়ে লইতে চায়

অপরূপ তার কর্মে বিভোর
স্বপ্নের বন ছায়—
সেথায় আজিকে আমি
স্পষ্ট আলোক পাতে
নিজের মর্ম চিরি
তার মর্মকে ঘিরি
নহে অলসিয়া মৃদু আলোকের তানে
অশান্ত মোর ভীষণ গতির বেগে
মিলে যাব তারি সাথে
তারি দীপ্তির রক্ত-মাদলে মিশি
তারি বেদনারি রাতে ॥

ওরে ও আমার আলো কল্লোল বীন
ওরে মোর উৎসব,
জেগে ওঠ্ তোর অশ্রুধারারে চাপি
এই ধরণীর বরণীয়াদের সাথে
বৈদগ্ধ্যের মঞ্চ মাড়ায়ে
বেদুইন অনুরাগে
ভীষণের ঘন মত্ত আলো খেলায়
চাঁদে ছোঁওয়া এক লুব্ধ বালু বেলায়
ওঠ্‌রে জাগিয়া ওঠ্।
ওরে যা জেনেছি মোরা
এই এত দিন ধরে
বৃথা বেদনার প্রান্ত পুলক পরে
সে যে অতীতের গান
তারি মায়া সম্মান ॥

ওরে আমরা মানব জীব
নকলিয়া চালে চলি
বলা কথা ভাবে গলায়ে গলায়ে
মাংস মাতনে এলায়ে এলায়ে

নব মত্ততা ছায়ায়
আরবার করে বলি,
জানি নাক কোনও দিন
অতীতের কোন্ নকলি ব্যথায়
তারি মত্ততা স্মরি
অজানার প্রান্তরে
মোরাও আছিনু লীন।
তাই আজি এই নব লগ্নের কোলে
স্পষ্ট প্রকাশে নাহি মোর কোনও ভয়
জানি অন্তর মথি
তাহারি বক্ষ পরে
জেগে আছে তব জয় ॥

ওরে ও মৃদুলা
ওরে রক্তের দোলা
অতীতের পথ পরে
চাহিব না মোরা ফিরে আর
দেব না মোদের এই লগ্নেরে সঁপি
সমাজি-মায়ার বন্ধন পরে আর বার,
তাই সূর্যের আলো ঝড় পরে জাগি
গৃহ কলতান মাগি
দেহালি তমিস্রায়
তোরে বুকে নিয়ে
ছুটে চলে যাব আমি—
স্বপ্ন অমানিশায়।
যেখানে জাগিবে নব মদিরার বোল
তব মন্দিরে তোমার স্বপ্ন মাগি
অরুণিমা কল্লোল,
যেখানে দ্বিধার দন্ত রহিবে ক্ষীণ
ভয় লাজ যেথা প্রেম-মঞ্চের
পদ প্রান্তরে লীন;

বাণীর মহোৎসবে
যেখানে আলোক উছলি উঠিবে
যেখানে পুলক আপনি ছুটিবে
যেথা তুমি মোরে
বুকে চেপে ধরে
গাহিবে তোমার জয়,
মম বক্ষের অগ্নি যজ্ঞ পরে
যেথা খুঁজে পাবে
তোমার সমন্বয়—
তব সিক্ষনি পরিচয় ;
হে মোর বন্য গান
তুমি আমি জাগা সেই লগ্নের কোলে
জাগায়ে তুলিব নব তব সম্মান
তব ভৈরবী মহোৎসবে
তাঁরি মঞ্জিরা তান
প্রেমাভিনয়ের ভান ॥

মালাড—বম্বে।

চেতনা ॥

হে মোর বেদনা দীপ
জাগি ওঠ আজ উল্লাসী গানে গানে
নব সৃষ্টির মদিরা আকুল
বিজ্ঞানে চাপা দৃষ্টি পাগল
ময়ূরীর তানে তানে ;
চেয়ে দেখ ওই মুক্তি তর্কে হাওয়া
মানুষের ওই মুথা শক্তের পানে

যেথায় জেগেছে 'পিথাগোরাসের' তান
'গেলিলিও' দম্ভের বৃথা বিজয়ের ভান
যেথা 'নিউটনি' মগ্ন বিজয়ী দীপ
শিখরিয় তার গণিতের ঝংকারে
দুলেছিল নির্ভিক,
যেথা 'ল্যাভারির' তীক্ষ্ণ গণিতাঘাতে
'ইউরেনাসের' অসম কাঁপন পারে
জেগেছে পৃথিবী 'নেপচুন' অভিসারে
সেথায় আজিকে 'আইনষ্টিনের'
নিদারুণ সংঘাতে
জ্ঞানের দম্ভ শেষ করা তার
'কোয়ানটাম' রেখাপাতে—
সব দম্ভের ধ্বজা আজ ধূলিসাৎ
এই জীবনের পরে
অতীত চেতনা শেষ করা এই
নব আলো-সম্পাত।
হে মোর বেদনা দীপ
জেগে ওঠ্ উৎসাহে
দেখ চেয়ে এই দম্ভ হারাণ
শিশু চেতনার পানে,
অতীতের চলা পথ
শেষ হয়ে যেথা জাগিয়া উঠিতে চায়
তারি রাগিণীর উল্লাসী গানে গানে
নব আলোকের চেতনা দীপ্ত রথ ॥

কে বলিতে পারে
তোর জীবনের এই বেদনার তারে
বেজে উঠিবে না নব বিজ্ঞানি সুর
মেঘ্‌লা আকাশে নব চেতনার
নব সত্যের পুর…
দ্বিধা দম্ভের সীমাকাশ হবে শেষ

স্পন্দনি দীপ জাগিয়া উঠিয়া
নব চেতনার উল্কা মাগিয়া
বিশ্বাসী বেদনায়,
জাগিবে নতুন দেশ
তাঁরি চেতনার দৃঢ় প্রান্তরে
মিলনের পরিবেশ ⋯ ;
ওরে আমি জানি
যা' কিছু মোদের দান
সবই সেই চেতনার
মানব প্রান্ত পরে
তাঁরি প্রক্ষেপি গান।
সেই অতীতের প্রান্ত চিরিয়া
চেয়ে দেখ্ আনমনে
মোদের দেহের রূপ সম্ভার
চাহিদার প্রাঙ্গণে
জাগিয়াছে অপরূপ
'এমিবা' প্রান্ত ছাড়িয়া ছড়ারে
নানা কল্লোলি লীলায়
যা' কিছু রূপান্তর
সেও আমাদের মন গরিমার
চাহিদার প্রান্তর ;
তাহারে ভুলেছি আজ
তাই জীবনেতে জাগিয়া উঠিছে
সমাপ্তি-মায়ার সাজ,
নকলিয়া প্রান্তর
তাঁরি চেতনার অরূপ মায়ার
মায়াবী দীপান্তর ;
ওরে এও তাঁরি মায়া
তাঁরি প্রয়োজন,
চেতনার স্বর গান

সেই বিরাটের মৃদু অভিমান ভান
নহে ব্যর্থতা তান ॥

ওরে তাই আজি এই
চেতনার নব অসহ আলোর ক্ষণে
জেগে ওঠো মোর বেদনার দীপ
তীব্র জিঘাংসায় রক্তের অঙ্গনে,
বৃথা ভয় লাজ মাড়ায়ে ছাড়ায়ে
দৃঢ়তা বক্ষে লয়ে
ফুজিয়ামা উৎসবে
ছুটে চল্ তোর বিশ্বাসী পথ পরে
ভুলে যা' সমাজে
ভুলে যা' আঘাতে তার,
সে যে শিশু ঝংকার ;
জ্বলি ওঠ্ উৎসাহে
তারি কল্যাণ তরে
তারি পরে হান্ চরম আঘাত তোর
ভেঙ্গে যাক তার দীর্ঘ দিনের
সুখ স্বপ্নের ঘোর।
ওরে যা' হবার হোক
যে কাঁদে কাঁদুক তোর চাহিদার পথে
তোর দীপ্তির অসহ আলোকে
নব চেতনার দৃপ্ত মধুর যুগান্তকারি রথে
যে আলো উঠিবে জ্বলি
সে হবে তাদেরি গান,
তাদেরি গৃহের কাকলির মধু
কলকল্লোল তান ;
তাঁরি অরূপের মোর বেদনার
এ নব ঝঞ্ঝাক্ষণে
এই আঁধারের পথ চলা মোর
দীপ্ত প্রদীপ দান

এও তাঁরি সম্মান
তাঁরি চেতনার দীপ্তির নব তান

মালাড—বম্বে।

প্রিয় ॥

হে লগ্ন,
হে হোমাগ্নির শিখা
হে মোর বিদ্যুৎ
হে চির দীপ্তির পথ রেখা
এস,
ওঠো জাগি,
তোমার এ জীবনের নব শিখা দান
জ্বালারে আমারে
উঠুক জ্বলিয়া
নবতম বৈদগ্ধ্যের পথে
সমাজি-মারারে কাটি কাটি
প্রেমাভিনয়ের লালিমায়
বর্ষণের নব মেঘ ভারে
সৃজিয়া তুলুক এক
নবতম বাণী,
যাহার পথের প্রান্তে
নিরত ঝরিছে
মানবের বক্ষ তপ্ত
শূন্য অভিমান,
তার ব্যর্থ কলতান।
হে নব উদ্যম

তব নারী রূপ
জাগ্রত করুক মোরে
নবরূপ সত্বা-অনুগ্রহে ;
সুদূরের যাত্রা পথে
সে লগ্নের মাদলিয়া গান
রক্তের অমৃত দোলা লয়ে
অনন্তের রথে—
আমারে পরাক জয়টিকা
নির্মম দৃঢ়তা পরে রাখি
ভাঙ্গিয়া পূর্বের খেলাঘর
নব খেলা রবে
মাতাতে আমারে
লয়ে যাক্ টানি
গোলাপের সে নব মায়ায়
তারি রচা কামনা ছায়ায় ॥

জানি তোরে,
হে মোর বিদ্যুৎ
তোর বক্ষ পরে
তোরি রাগে
ঝলসিছে মৃত্যু গানে গানে
প্রতিজ্ঞার দূত ;
ওঠ্‌রে জাগিয়া প্রিয়
এ নব মায়ায়
ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে মৃত
সেই অতীতের
ছন্দ-বন্ধ তান সমাজি ছায়ার ;
জানি ওরে ক্ষণিকা আমার
রক্ত ক্ষরণের কালো ছায়া
জ্বলিয়া উঠিবে তার
দাবির পলকে—

তোমারে টানিয়া বুকে
অন্ধ করি দিতে
শত নব আনন্দের রোমাঞ্চ পুলকে
জাগিয়া উঠিবে তার বক্ষ শিহরণ
জানি সব
সবই জানি হে মোর কৌতুক
তবু জানি মোর পরে
তব দাবি
নহে অহেতুক
নহে তাহা ব্যঙ্গের বুদ্‌বুদ্‌ ॥

হে লগ্ন,
হে বৈদ্যুতিক শিখা
হে মোর অন্ধতা মাঝে
দীপ্তির দীপিকা,
এসো ওঠো জাগি,
মোর জীবনের এই বাণীছন্দ পথে
তব বাহু ডোরে
বাঁধিয়া আমারে লয়ে যাও
যেথা তব গান
যেথা তব জাগি উঠিতেছে
বাঁশরি সন্ধান।
যেথায় তোমার পথে
আমি হবো লীন—
তোমারি সন্ধান তরে
স্বপ্ন সম ক্ষীণ ॥

ফোর্ট—বম্বে।

।। অভিসার

হে মোর মধুরা জীবনী-স্বপ্ন খানি
তব মর্মর হৃদয়ে আমার
স্বর্ণ-তুলির টানে
আঁকিতেছে নব অলসিয়া-বীন রাগে
দেহালি-দিগঙ্গনে
তব আরতির নবতম এক ছবি
নব পৃথ্বীর উদয়-বিজয়ী রবি
নতুনের জয় গান
তব মাদলিয়া তান।
ওরে ও নবীন সোনালী প্রান্ত খানি
তব গান মোরে ছন্দের ঘোরে
লগ্ন-সীমারে বেড়ি,
অতীতের কোন্ ভূমারে ভেদিয়া
কোন্ লোক্ পথ মানি
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
সমাজি-মায়ার দান
রক্ত-জিঘাংসায়
বেদনার গানে গানে
হতে চায় মহীয়ান ;
ওরে তোর ছন্দের নতি
আলো নর্তনে নাচিয়া নাচিয়া
মোর প্রান্তর চিরিয়া চিরিয়া,
মন মর্মরে রহি—
আমার বক্ষে জাগায়ে তুলিছে আজ
মোর এক নব সাজ,
যে সাজের পরে বিরাটের জয় গান

তোরি প্রান্তরে আমারে কাড়িয়া
পাবে তার সন্ধান ॥

ওরে ও অবুঝ
ওরে মধু-মন্থন
জীবনের এই নবতম জয় গানে
মানিব না মোরা
কোনও সমাজিয়া তান
কোনও বেইমানি গান ;
দৃঢ় হাতে মোরা বাজাব ডমরু
রক্তে জাগাব দোল
চারিদিক ঘেরি জাগায়ে তুলিব
বিনাশের কলরোল ;
ওরে শ্মশানের সীমা ছাড়ায়ে মাড়ায়ে
বন গর্জনি হাওয়াতে দাঁড়ায়ে
উন্মাদ হা হা মত্ত মাতালি পায়
মোরা ছুটে যাব পাতালের মহা অতলে
সেই সে দারুণ রতি-মন্থন পাতালে ।
ওরে ধূমকেতু জাগা কুতূহল বুকে লয়ে
অট্টরাগিণী বাজায়ে বাজায়ে
সূর্য-বালু-বেলায়,
মিলনের নব তীক্ষ্ণ কিরিচ হানি
অতীত চক্ষু উপাড়ি ফেলিয়া
নব দৃষ্টির রক্তিম তাঁর
সৃষ্টি দিগঙ্গনে—
মোরা দুইজনে নাচিয়া উঠিব
আলো ঝড় পরে লুটিয়া পড়িব
মহা বেদুইন উল্লাসে,
ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে এই সমাজের
অতি বর্বর ত্রাসে ॥

ওরে এ ধরার মাঝে
মোরা দুই জন
কাছাকাছি আজ দাঁড়ায়েছি
ওরে নতির প্রান্তে
মিলনের মধু উল্লাসে
দ্বিধা দম্ভের বৃথা ঝংকারে তাড়ায়েছি,
ওরে এসেছে আজিকে দিন
এই নব প্রান্তরে
বেজে উঠিয়াছে তাঁরি মদিরার বীন।
ওরে তাই মোরা আজ
শ্মশান মাড়ায়ে এসে
মৃত্যু-প্রান্ত শেষে
জাগায়ে তুলিতে জীবনী স্বপ্ন খানি
তাঁরি রাগিণীর অধরা বন্য বাণী
মেনে নেব মোরা সব,
মোদের জীবন পরে
এই নব উৎসব
বেদনার এই নব দোল
এ অভিসারের কল্লোল,
রক্ত মাদলে শেখা গান—
প্রেম-মঞ্চের বলি কল্লোলে জাগি
মোদের বক্ষ ভেদি,
এই হবে শেষ তান ॥

মালাড—বম্বে।

দিগন্ত

হে মোর মায়াবী বনতল
তোর দৃঢ় বাণী ছলনা ছায়ারে আমি
আর করি নাক ভয়—
জানি মনে মোর মর্ম প্রান্ত ভেদি
সমাজি-মায়ারে ছেদি
তারি পারে মোর জাগিয়া উঠিবে জয়
দীপ্ত-দীপালি অরুণিমা উৎসব,
আলো কল্লোলে কল্যাণী উল্লাসে
তাঁরি রাগিণীর মহোৎসব
তাঁরি দিগন্ত গান
অরূপের মহা বেদুইন অভিযান।
ওরে এই যে নারীর হৃদি মঞ্জিরা পরে
জৈবী-হাওয়ার মহা তাণ্ডব জাগে
বেদনা ভুলিয়া নব প্রেরণায়
পরুষ প্রান্ত মাগে,
ওরে এই যে তাহার
প্রেমাভিনয়ের ভান
যারি প্রান্তরে
আলো কল্লোলে
জাগে তার সম্মান,
ওরে এই যে মধুর
স্বপ্ন-বিধুর
দেহালি-দিগঙ্গন
প্রেম-প্রান্তরে পরুষ-মথিত
উন্মাদ অঙ্গন;
এর যে দীপ্ত কলো-কল্লোল গান
একি তাঁরি সন্ধান?

এই ছলনার কল্প-কলায়
যে রুদ্র রূপ জাগে
সৃষ্টির পরে মায়া জাল ঘেরা
যে নব দৃষ্টি মাগে,
সে কি নহে অপরূপ,
নারী মন্দির ভেদ করি করি
নহে কি এ তব রূপ ?

যদি তাই হয়
তবে হে রুদ্র
শোনো মোর মরুতান,
দ্বিধা দ্বন্দের-দ্বন্দ মাড়ায়ে
এ নব রক্ত রাগে
দেব তারে সম্মান
উচ্ছলি উঠিব দিগন্ত পরে
রক্ত-মাদলে জাগি
মোর মায়াবিনী বন সম্ভারে মাগি
আজি নবীনার ক্ষুধা মন্দিরে
নিজেরে করিব দান
দেব তারে সম্মান।
মানিবনা কোন বাধা
বেদনার গানে গানে
তারি রাগিণীর দীপ্তির তানে তানে
তারি পদতলে নিজেরে করিব দান
বাজাব তাহারি স্বপ্ন বাণীর—
দীপ্ত ঝনন তান ॥

হে মোর মায়াবী বনতল
বাজারে শঙ্খ বাজা
সাজারে নবীন রথ
নবীনার নব কামনা দীপ্ত পথ,

ওঠ্‌রে জাগিয়া ওঠ্‌
চেয়ে দেখ ওই কল্যাণী প্রাঙ্গণে
যে রক্ত রাগ জাগে
যে তোরে তাহার ক্ষুধাতুর প্রান্তরে
দুবাহু বাড়ায়ে মাগে ;
যার দেহ-মন্দিরে—
আরতির দীপ শত শিখা লয়ে
জ্বলিয়া উঠিছে ধীরে ;
যার কামনার দীপ্ত দীপালি তলে
তোরি সৃষ্টির অর্ঘ প্রদীপ জ্বলে ;
ওরে তারি পদতলে
মাথা নত করে দাঁড়া
বাড়ারে দুবাহু বাড়া,
ওরে তারি বনানীর আলোকে জাগিয়া
তারি স্বপ্নের বনে
দাঁড়া তুই নির্ভয়ে
ওরে তোর জয়—তারি জয়ে।
ওরে এই যে যুগল-বাণী
অমরার কানাকানি
এরি বক্ষের প্রান্ত চিরিয়া
বৈষ্ণবী আলো ছায়ার
জাগে বেদুইন দোল
রুদ্রের কলরোল ;
ভীষণের বুকে সূর্য আলিপনায়
সেই পুরাতন 'মায়া' সভ্যতা ঘিরি
বলির মঞ্চে ফিরি
অধরার গতি-কল্লোল
চির মাধুরীর মরমিয়া জাগা রোল ;
ওরে তাই মোর বনতল
জেগে আছি তোর মায়া-মন্দিরে আমি
তোরি দিগন্তে থামি,

লয়ে অনন্ত কুতূহল
অরূপ দীপ্ত হলাহল ॥

মালাড—বম্বে।

॥ সম্মান ॥

হে রুদ্র তব এ নব স্থিতি খেলায়
জাগিতেছে অপরূপ
বেদনার এক নব প্রান্তর পরে
নব সত্যের
নব মরমিয়া রূপ
দীপ্তির এক অনন্ত প্রহসন
অসহ আলোর ছিঁড়ে ফেলা এক
অতীত প্রান্ত খানি
নগ্নিকা আবরণ,
যারি অন্তরে বাসা
সমাজি-মায়ার যত ভয় লাজ
যত মদিরার গান
যত অন্তিম তান,
যত আলো হীন ফুজিয়ামা উৎসব
যত দান হীন প্রেমাভিনয়ের
বেদনা মহোৎসব।
ওরে ও রুদ্র তোর এই সব
উধাও বাণীর আশা
আজি থাকিবে না জীবনে আমার
পাবে না তাদের খেলা ঘর পরে
অতীত নকলি ভাষা;
আমারে লইয়া ছলনা ছায়ায়

সাজাবেনা আর
তারি রাগিণীর অন্ধ সুর মায়ায়
মরু-মর্মর বাসা ;
যে বাসা উছলি
সোনালী আলোক ভাসি
এই জীবনের নব দিগন্তে
উল্লাসে কলনাশি
নানা অলীকের
অসমাপিতের
অট্ট আলিপনায়—
আমারে লইয়া হেলা প্রান্তরে
অর্ঘে হারাতে চায় ॥

ওরে ও হৃদয়ী-অরূপেতে মাতা
মোর অনন্ত সুর
তব নব এই আলোকের ঘন
গভীর স্থিতি চারণ
জাগায়ে আমারে
মোর নব এই নতি প্রান্তর পরে
ভৈরবী হাওয়ার নবীনার এক
নব হৃদ্যতা তরে,
কি জানি আমারে কোথা লয়ে যেতে চায়
তার কোন্ এক অরূপেতে জাগা
কোন্ কর্মের ছায়া প্রান্তর মাগা
কোন্ সে সৃষ্টি মহা অরুণিমা পথে
নব সূর্যের কোন্ আলোকের রথে
কি জানি কোথায় জাগাবে তাহার দোল
আমারে লইয়া কিবা তার কলরোল ॥

হে মোর নগ্ন
বক্ষ রাগিণী শোন্

এই জীবনের নবারুণ এই ক্ষণ
আজি উঠিতেছে জাগি
নবীনার এক নব মদিরায়
নব উল্লাস মাগি ;
যার প্রান্তরে আমারে জড়ায়ে
দ্বিধা বন্ধন কাটি
দৃষ্টি-কিরিচে স্পষ্ট আলোক পাতে
বেদনারে পরিহরি
এ মাটির ঘরে নব লীলাময় রূপে
জীবনের নব ছায়া কল্লোলে ঘন
দেহালি দিগঙ্গনে,
নহে চুপে চুপে
নহে নত মাথে ক্লিন্ন সে ছলনায়
জ্বালাময়ী এক মত্ত মরু মায়ায়
মোরে বুকে নিয়ে সৃষ্টির এক
নব অধ্যায় গানে,
কামনার এক মত্ত মাতালি পায়
ছুটে চলে যাব অরূপের ইশারায় ।
মানিবেনা মোর মৃদু কম্পন বাধা
ছাড়িবেনা মোরে এ নব ময়ূরী তালে
জানাবে আমারে মোর জয় প্রান্তর
জাগিয়া উঠিবে তারি খেয়ালিয়া
আলো ঝড়ে জাগা
দৃষ্টি দীপ্ত ভালে ;
ধরিবে আমার কর
ঝোড়ো উল্লাসে নাশারে ভাসারে
প্রেমাভিনয়ের তানে
নিয়ে যাবে মোরে তারি প্রান্তরে
সৃষ্টির গানে গানে ॥

আমি মেনে নেব
সে মহা মাতন খানি
তারি কামনার দৃপ্ত আলোক বাণী
তারি স্নেহ-মন্দিরে
বাজাব আমার দৃপ্ত রাগিণী
তারি সৃষ্টির তান
তারি বেদনার অরূপের সম্মান।
জানি মনে আজ
এই বন্ধনে বাঁধা
হে মোর রুদ্র
তোমারি সৃষ্টি দান
তব বাঁশরির নব দৃষ্টির
দিগন্ত ছোঁওয়া তান
প্রলয়ী লীলার পারে জাগে যেথা
নব তব সম্মান ॥

মালাড—বম্বে

দীপ্তি ॥

আজি এই নিশি পথ পরে
নব এক হোম শিখা
উঠিছে জ্বলিয়া
জীবনের বহুতর ব্যথার দীপ্তিরে ছলি
দলিয়া তাহারে
অনন্তের পথ তরে,
নব এক অশান্ত কান্নার
মৃত্যুর তীব্রতা চাপি চাপি
অরূপের জয়ধ্বনি লাগি

উল্লসী উঠিতে চায়
তাহারি বিদ্যুৎ
নবতম বৈদগ্ধ্যের দূত।
জীবনের অতীত অধ্যায়
এ আলো কল্লোল পরে
শেষ হতে চায়
প্রচণ্ডের খেলেনা মায়ায়
তারি রচা বিস্মৃতির পথ পরে
চিরতরে ;
ছলিয়া যাহারে—
দৃষ্টির সুতীব্র কশাঘাতে
উছলি উঠিবে যাহা
এ নব ছায়ায়
আলোকের বেদনা কায়ায়
তাহারি গভীর এক
তীক্ষ্ণ সূচী গান
সভ্যতার থামায়ে কল্লোল
আজিকার ব্যর্থতার রোল,
লভিবে সম্মান—
শান্তির মহিমা ছলা
মুহূর্তের তান ॥

এ আলোর পরে
যে ক্ষণের দুরন্ত ঝলক
চমকি চমকি তার দীপ্তি হারা হয়ে
আমারে মাতারে
নিয়ে যেতে চায়
অরূপের রুপালী মদিরা পথে তার
যেথায় জাগিয়া আছে জানি
সীমান্তের গান—
অগ্নির খেয়ালী পথ চলা

দ্বৈত অভিযান,
ঈথর ভেদিয়া যাহা
স্পন্দনের বদলি লীলায়
জাগায়ে তুলিছে ভেদাভেদ
নানা সীমা ভাঙ্গা গড়া
তারি রচা ছন্দ—
বহুতর জীবনি-বৃন্তের বহুতান
কালের কপোল পরে
বাস্তবের ভান।
মনে হয় যেন
জীবনের এই খেলা ঘরে
কতনা খেয়ালী-স্থিতি পরে
চাঞ্চল্যের যে মায়া কাজল—
যাহাতে জাগায়ে দোল
নবীনের নব লীলা ঘরে জাগে
চেতনা হিল্লোল ;
সে আলোর তরে
এই মায়া পরে
উজলি জ্বলিয়া ওঠে
যে মহাসম্মান
তাও একই ব্যর্থতার
গতি-বেগ তান,
মুহূর্তের রচনার শূন্য অভিযান ;
জীবনের স্থিতি মেখলার
বৈজয়ন্তী গান
অনন্তের মুগ্ধ অন্ত তান ॥

আজি এই বর্তমান পরে
যে আলোক বিন্দুর উল্লাস
আমারে লইয়া চলে
বিরাটের ভৈরবী মায়ায়

সূর্যের তীক্ষ্ণতা বুকে লয়ে
রুক্ষ এক নব পথে
তাহারি ময়ূরী নাচে
ছলিয়া আমারে,
দেবনা তাহারে তার
অন্যায় সম্মান,
মানিব না সেই অরূপের
মাতালি পরান,
তারি পথ পরে
মোর স্থিতি
তীব্রতার সংযমী মায়ায়
উঠিবে উছলি,
জীবনের এই নব ক্ষণেরে উজ্জ্বলি।
এ মহা খেলায়
মোর বক্ষ পরে
জাগিয়া উঠিবে এক
প্রেমের হিল্লোল—
প্রেমী এক নবীনার
নব উষ্ণ দোল
যাহার গতির নব ছায়
রুদ্রের স্থিতির দীপ্ত গান
লভিবে তাঁহারি রচা
অগ্নির সম্মান—
মাধুর্য্যের মহিমার তান,
বৈদগ্ধ্যের নতুন অধ্যায়ে
সৃষ্টি শঙ্খে জাগা
ময়ূরী-নাচের অভিযান ॥

ফোর্ট—বম্বে।

।। বর্ষ উন্মেষ ।।

হে মোর উল্কা বজ্র বাণীর
উন্মেষি প্রান্তর
বন অগ্নির উজ্জ্বল শিখা
উচ্ছ্বল মর্মর,
হে মোর মর্ম মেরু দীপ্তির
শ্বেত দিশা ধৈর্য্যের
নগ্ন আলোকে সাহারা শৌর্য্যে
পাতা দেহ স্থৈর্য্যের।
আজি ওই আসে তব দিনান্ত
ভূমিকা কাঁপান সীমাহারা তার
কম্পন গানে গানে
তব দৃঢ় চাওয়া কামনা করাল
দেহালি সুরভি তুলি,
পরুষ কামনা উছল বিলোল
উদ্দাম রাগে মাতি
তব দেহ প্রান্তরে
জাগাতে তোমার নগ্নতা কলগান
বিরাটের সেই সৃষ্টি বাঁশির
অশ্লীল প্রিয় তান,
তব দিনান্ত শ্রেয় বর্বর
বন ঘন অভিযান ;
লজ্জা ধ্বংসি অরূপি মায়ার
উন্মাদি তানে তানে
ধর্ষণে তব উঠিবে উজলি
বিরাটের দানে দানে
প্রসারণি লীলা মরু চুম্বনি
চিরকায়া সম্মানে ॥

হে মোর মধুরা নগ্ন আহবি প্রিয়া
আজি দর্শনী বৎসর হল শেষ
এল নাচনের কল্প-সীমার
দিনান্ত পরিবেশ ;
যা হবে মোদের অরূপিয়া শৃঙ্খল
সব ভাঙ্গণের উৎসবে জাগা
মরু কম্পনে মাগা,
সৃষ্টি বাসনা ময়ূরী নাচের
তাথৈ তাথৈ পেলব প্রান্ত পরে
বাজিবে মোদের ভৈরবী হুতাশন
ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাবে সব
শকুনি মায়ার
সমাজি ছায়ার
ঘৃণ্য স্বার্থ রব।
মোরা বাজাব স্বপন দোলা
সেই অতীতের ঝোড়ো উৎসবা
দেহ-দিগন্ত খোলা ;
মোরা অনিমেষ রবো চেয়ে
না যাব সমাজি বৃথা মর্মরি
সীমা সমাপ্তি বেয়ে—
মৃত্যু রঙিন মূর্খতা ছাওরা
সমাজিয়া গান গেয়ে
ওই ঘৃণ্যতা চেয়ে ॥

আজি এই প্রিয় দিনান্ত পরে
হে মোর বনানী অলকার দীপ শোনো
মোদের প্রান্তে উঠিবে উছলি
নব অনিন্দ্য ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্ত বিধান দৃঢ়
বারি আহবের বর্তনি শিখা পরে
নাচে ভিন্নতা রূপ
মহাবিশ্বের অরূপের যত

অভিন্নতার অনন্ত মর্মর
তারি উৎসবি আলোকি কায়ার
সীমা সমাপ্তি
অসীম প্রান্তি
চেতনায় জাগা দীপালী মায়ার
ছায়া ছবি তৎপর
প্রকাশিয়া উৎসব
মোদের চেতনা দম্ভ-সীমার
আলো কায়া কলরব।
আজি এই দিনে জাগিছে মোদের
উজ্জল উচ্ছল বিশ্লেষণের বুকে
সে দীপের কল গান
মন-ছলনার দম্ভ কাঁপান
তারি সীমা শেষ
ভয়াল মহান
নব এ তুচ্ছ মন সীমান্তে
ব্রহ্মাণ্ডের সেই সোহাগিয়া
নব নর্তনি প্রকাশ
নব তারি জয়াকাশ
তারি উজ্জ্বল মদির লীলার
কল-কল্লোল ভাষ।
যাহা নিভন্ত দীপিকা মায়ার
জাগাবে এ মৃত বুকে
নব দৃষ্টির নতুন ছায়ায়
তারি মায়াময় সুখে
অধরা দিশার উচ্ছল সীমা খানি
তারি রাগিণীর অপূর্ব এক
অদৃশ্য দৃঢ় বাণী
যারি কলনাদে জাগিয়া জাগিয়া
চেয়ে রবো অনিমেষ
দেখিব সেথায় উঠিছে নবীন

অদৃশ্য সীমা খানি,
তারি সে মহান নক্ষত্রের
অরূপেতে জাগা রেশ
নব মহার্ঘ, তার স্থিতি প্রান্তর
দৃশ্য জগতে অরূপি যে দিশা
সেই তার দৃঢ় বেশ
অসীম অতল পুলকি মত্ত
এই নব নির্দেশ ॥

ওরে তাই আজি
এই নব বৎসরে
বাজারে উতলা বাজা
সাজা তোর সীমা দুঃখ দারিদ্রের
মহা মর্মরে সাজা
চাপা তালে তালে বাজুক শঙ্খ
জাগুক ডমরু মায়া
উঠুক উতলা পাগলি প্রান্ত চেরা
উন্মাদি তার অট্ট-আলিপনায়
নব দিশা প্রাঙ্গণে
নব মদিরার করাল ভয়াল ছায়া
নব দৃঢ় উন্মেষ
নব উর্মির রেশ
যারি কল্লোলি আহবের নব
প্রচণ্ডতার পরে
ভেসে যাবে এই দম্ভ আবেশ
এ দিনের জয়াকাশ
এই শিশু জ্ঞানাকাশ,
বৃথা ছলনার মায়া
যত তার কাল বিকারি লীলার
ব্যর্থ করাল ছায়া।
যারি অস্তিমি প্রান্ত দোলায়

দুলিবে মোদের নব দিগন্ত
নব দৃষ্টির অলখ আলোর
বাঁশরির নব উল্কা মায়া কাজল
সেই অরূপের
সেই অনন্ত
নব সীমা মহারোল
সেই দিশা নির্দেশ
নব উৎসবি আলোকি পুলক
দর্শনি পরিবেশ
মোদের নব বিধান
মহা মর্মর তান
তারি দৃঢ় কলগান ॥

লেক রোড
কলিকাতা।

স্পষ্টতা

হে মোর ভাগ্য
হে মোর অজানা
হে মোর ছলনা তল
শোন্ মোর দৃঢ় বাণী
মোর দৃঢ় সম্পদ
জীবনের জয়পথ।
এই জীবনের বুকে
ললিত লালন সুখে
কাটায়েছি আমি বহুদিন
কেটে গেছে মোর জীবন ভেদিয়া

বহুতর ছলনার,
শৃঙ্খল-ভাঙ্গা কল্লোল কলরব ;
কত অজানার মাঝে
কত লেলিহান শিখাতে দুলেছি
কত না জানার সাজে ;
এসেছে জীবনে কত রাত্রির
বনাগ্নি হোম শিখা
কত ললনার জীবনে ছলিয়া
দৃপ্ত দীপিকা লিখা,
না জানার মাঝে তাহাদের কত
উষ্ণ প্রেরণা গান—
আমারে ছলিয়া আমারি জীবনে
জাগায়েছে তব দান,
তব শেষ নির্দেশ
তোমারি লয়ের চুম্বন ছোঁওয়া
বৈদগ্ধ্যের রেশ ॥

তাই আজি এই তব লালিমার
শেষ পরীক্ষা পরে
আমি ফিরে চাই অতীত আকাশে মোর
ছিঁড়ে ফেলে তার দহনি সীমার ঘোর।
সেই শিশুকাল হতে
যেথা নাহি ছিল কোনও অমানিশা রেশ
যেথা মোর অম্বরে
জাগিত তোমার আলো কল্লোল বেশ
যেথায় জীবন জ্বলি উঠি উৎসাহে
সমাজি-মায়ার ঝংকারে মোরে চাপি
রক্তিম পথে তার
ছুটায়ে চলেছে বৃথা বেদনার
অগ্নিদহন পরে
ব্যর্থ হুহুংকারে······

যেথায় প্রেমের পবিত্র কর তরে
কত রোমাঞ্চে জাগায়ে আমারে
কত রহস্য ভরে
দোলায়েছ কত প্রেমী ললনার
উষ্ণ বক্ষ পরে ;
কত দম্ভের স্তম্ভ-শিখরে
সূর্য মাতনে তুলি
তারি দাহ পথে করেছ দহন
গেছি আজ সব ভুলি
কত শঙ্কার বিরাট হুহুংকার
কাঁপায়ে কাঁপায়ে আমারে দলিয়া
খেলিয়াছে কতবার,
কত শক্তির কত আলো পথ
দেখেছি জীবনে নমি ;
কত শক্তিরে ফেলেছি হারায়ে
প্রকাশি প্রান্তে থামি ;
কত প্রশ্নের কত বুদ্‌বুদ্‌ গান
জাগিয়া উঠিয়া আমারে মথিয়া
তারি সার্থকি সুরে
ভাসায়ে আমারে লয়ে গেছে টানি
তারি গরিমার কল্লোল গামি
ব্যর্থ-লগ্নি পুরে ;
জাগি উঠিয়াছে কত অতীতের
কত জীবিকার দাহ
কত শেষ হীন রেশ
অসমাপিতের বেশ ॥

সেই সাগরের শৈবাল শিখা
জীবনের পথে স্পষ্ট দীপিকা
যার পদাঙ্ক পরে
আজি গর্বিত মানবী লাস্য ঝরে :

জাগায়েছে মোরে কতবার
জানায়েছে মোরে
মোর এই রূপ
আজিকার নর্তন
নানা সংঘাতে ভাঙ্গিয়া গড়িয়া
নানা মতে চলি চলি
এও তারি এক নব ভঙ্গিতে
নব সঙ্গিতে জাগা
তারি লীলা বর্তন
অপরূপ পরিবর্দ্ধন।
জেনেছি আজিকে তাই
এই মানবের—
এ নব খেলেনা
এই কায়া মন্দির
নহে কভু ইহা স্থির
সেই বিরাটের ছায়া মন্দিরে
তারি খেলা পথ পরে
নহে কোনো কিছু অহেতুক
নহে কোনো কিছু চুক্ ॥

তাই আজি এই শেষ রোমাঞ্চ পরে
শোন্ অজানার প্রান্ত শয়ান
শোন্ ভাগ্যের দূত,
মানিব না আমি কিছু
কোনো দ্বিধা ভয়
কোনো বাণী শঙ্কার
ছুটিয়া চলিব আমারি পথেতে
আমারি মনন রথে
মোর আশা প্রান্তরে
দীপ্ত দীপালী রাগে,
বাজাব ডমরু নূপুর ঝঙ্কারে

প্রেমিকের মহা বেদুইন ভৈরবে ;
উড়াব জয়ের শব্দ দামামা ঢেউ
ঝোড়ো উৎসবে ছুটিয়া চলিব
থামাবেনা মোরে কেউ ।
নারী হুতাশনে জ্বলিয়া উঠিব
মহা হুংকারে মাতি
তারি দেহালির
পেলবি প্রান্তে তাতি
ছিঁড়ে ফেলে দেব বসন প্রান্ত তার
কামনার হাতে জড়ায়ে তাহারে
বাজাব ব্যথার তার ॥

জাগায়ে তুলিব মহাশ্মশানের
ফুজিয়ামা ঝোড়ো তান
জানি মনে দৃঢ়
সবি পথে জাগে
রুদ্রেরি কলতান ;
সবারে মথিয়া
সব ঝাড়ি ঝাড়ি
সত্যের নব রূপ
জাগিয়া উঠিবে মোর জয়াকাশে
নব রূপে অপরূপ,
মোর জীবনের পূর্ণ সত্তা-খানি
শত খেলাকাশে মাতিয়া তাতিয়া
তাঁরি প্রকাশের বাণী
তাঁরি অম্বর মানি ।
তাই, আজি এ লগ্ন পরে
যা' কিছু করিব
যে পথে চলিব
যাহা কিছু উৎসব
সবি মনে জানি

তাঁরি কল্লোল
তাঁরি সে মহোৎসব
জীবনি বীণার গান
অরূপের অভিযান ॥

মালাড—বম্বে।

॥ অগ্নিবর্ণা

যে ভাব উছলি ওঠে সাগর সৈকতে
বেদনার কেন্দ্র দলি দলি,
যে আলো উছলি ওঠে গানে
প্রেমিকের রিক্ত বক্ষ ছলি
তারি দানে দানে
যে আশা মন্ত্রিত হয়
ঘূর্ণিত জীবন পাত্র ছাপায়ে ছাপায়ে
তাহারি বনাগ্নি চাপি চাপি,
তারি এক ছায়া
অরূপের উদভ্রান্ত মায়ায়
আজিকে আমারে মথি
সীমাকাশ চূর্ণ করি করি
ভাসায়ে লইতে চায়
নিশি শেষ শুকতারা প্রায়
অব্যর্থের লক্ষ্য কামনায়
তাহারি রক্তিম এক মর্ম তিয়াসায়।
চমকি চমকি মোর যাত্রা হয় ভুল
কুল হারা বিভ্রান্ত আকুল ;
আকাশে বাতাসে জাগে

উর্ণনাভি সোহাগে প্রস্তুত
নরকি জ্বালার দৃঢ়
ব্যঙ্গে গড়া জাল—
মোর মনে জাগায়ে জঞ্জাল ;
গতি মম সে বন্য-বাঁশির তানে
মৃদুতায় লীন হতে চায়,
চারিদিকে মোর নভস্থলে
মেঘের কালিমা মায়া
ময়ূরী নাচনে মাতি
এ ক্ষণের পরে ফেলে
আরো ম্লান ছায়া ;
নিভে যেতে চায় মম
অরূপের অনন্ত পিপাসা
তারি জয় গান
সে লগ্নের বৈজয়ন্তী তান ।।

হটাৎ গর্জিয়া ওঠে ঝড়
বিদ্যুতের বহ্নির ইঙ্গিত
চারিভিত ব্যাপী ;
বারি পাত সহসা আকুল হয়ে যেন
আমারে মর্মর তার
স্বপ্ন ইশারায়
কি যেন নবীন এক
হৃদ্যতা জানায় ;
আকাশের প্রান্ত চিরি
লালিমা কল্লোলে ছায়ী
জাগি ওঠে এক
নবীনার দুরন্ত কল্লোল—
আমারি যেন সে এক
অশান্ত হিল্লোল ।
চেতনা জাগিয়া ওঠে

মোর নিশি পথে
তারি নব লোভাতুর
বাসর সৈকতে ;
ঈথরের নব এক স্পন্দনি সীমায়
বদলের লীলার উল্লাস
জাগিয়া বিদীর্ণ করে
মোর জয়াকাশ
ভেঙ্গে যায় আলোকের অখণ্ড মহিমা
ঐক্যের সংযোগ,
শিবের তাণ্ডব মায়া নমি
জাগি ওঠে তারি দীপ্ত
প্রচণ্ডের যোগ ;
সমজি-মায়ার দৃঢ়
গ্রন্থি পড়ে টুটি
এ মায়া জীবন প্রান্তে
মোরা দোঁহে লুটি,
তাঁরি এক অন্ত অভিপ্রায়
জীবনী মায়ায় ;
বর্ণের উন্মাদ আবাহনে
বর্ণা স্থিতি পায়
অগ্নির অঙ্গন জ্বালা
শান্ত দাহ লয়ে
কর্ম প্রান্তে ধায় ।।

বিরাটের এ খেলা প্রাঙ্গণে
তারি গড়া এ নব সীমায়
জাগি ওঠে পাঞ্চজন্য ধ্বনি
জীবন ফুৎকারে
বিবাহ ঝংকারে
বাস্তবের লীলা নিকেতনে।
বনাগ্নির দীপ্তিহীন দাহ

উচ্ছলি উজ্জ্বলি উঠি
তীক্ষ্ণ কশাঘাতে
রহস্যের লীলা নিকেতন
দীর্ণ করি ফেলি
তাঁহারি স্বাক্ষর-দীপ্ত
নব এক তান—
দিক দিগন্তরে জাগায় আহ্বান ;
শঙ্কা যায় সরি
দ্বিধারে চাপিয়া ;
বর্ণের আধিক্য ওঠে জাগি
অতীত ও ভবিষ্যৎ লীন হয়ে যায়
বর্তমান বুকে,
অগ্নিবর্ণা আলোকের
রোমন্থন সুখে
বাস্তবের জয়াকাশ,
ভাবের ছায়ায়
নব রূপ পায়,
বিভিন্নের সত্তা-অনুগ্রহ
লীন হয়ে যায়
মননের বহ্নি-সীমানায়
অরূপের রূপ কামনায়
এ নব হৃদ্যতা পরে
তাঁরি এই স্বপ্ন খেলাঘরে ॥

মালাড—বম্বে ।

॥ বিশ্বাস ॥

আজি এ দীপালি অগ্নি দহনে মাতি
অন্ত প্রশ্নে তাতি
শিখরের এক—
অতি জ্বালাময়ী স্রোতে
আপন মর্ম মন্ত্রিত এক ব্রতে
ঝটিকার এক মত্ত মরু-হাওয়ার
আমি ছুটে চলি দহন লগ্ন
নিশিথ মগ্নতাতে,
বৈষ্ণবী আলো ছায়ার ॥

কোন্ আলোকের
কোন্ রাগিণীর
এটলান্টিস গানে—
তপ্ত মেদিনী ছাপায়ে চলিয়া যেন,
আজি সাগরের
শুভ নগরের তান,
দিক-দিগন্ত কালো হাতে তার চিরে
যাবে না কখনো ফিরে
পশ্চাৎ পানে
যেথায় জাগিছে
আজি সভ্যের ঢেউ
পর্শিয়া ধ্বংসের—
মাধুরিমা মাখা কালো হাতে যার
ছলনা চালন ব্রতে,
মানবের সেই অতীত প্রাধিমা ছার
কভু ভাঙ্গে ঘুম
কভু আধ ঘুমে

ময়ূরী নাচন চুমে,
এই যে আলোর নাগিনি আজিকে জাগে
যেন তাহা কোন্ অতীতের শুভ সুর
মত্ত মাতালি পায়ে
তালে তালে আজ চলে,
জীবন প্রশ্ন অটু-আলো ছায়ায়
পায়ে পায়ে তার দোলে
অন্ধ মায়ায় তার ;
সে যে শিশু আজ
জীবন-বৃন্তে—
তাহারি রক্ত করবী জাগান
দাম্ভিক মণীষার ॥

ওরে ও অতীত
ওরে পরিবর্তন
কেন আজি তোর পাপিয়া কণ্ঠ
সিক্ষনি অনুরাগে
বিতৃষ্ণা জাগা কালো নগরের
কুৎসিত পানে জাগি
অলকাপুরীর নটি উৎসবে
ছায়া সঙ্গিনী মাগে ?
কেন তোর মনে
আজি দীপালির
আলো-গর্বিত প্রাণে
নেবুসেডনাজারের
সুন্দরী জাগা পণে,
জীবন প্রশ্ন ধূমেল কালিমা খেলায়
শূন্যোদান উৎসব অভিসারে
মরু বেদুইন সম
ছায়া মঞ্চের কণ্ঠ আঁকড়ি ধরি
পূর্ণ জীবন শূন্যের এক

প্রেক্ষাগৃহের পানে
অমানিশা অভিযানে
ছুটে চলে ওরে
নিঃসীম এক অন্ধ আবেগে বরি
এই জীবনের শত সম্পদে স্মরি ?

ওরে—
তাই অগ্নির এই
মাতন মন্ত্রে তাতি
শত শাখা মেলি যেন
র‍্যাফেলিও গানে
বিধির বক্ষ চিরি,
একই মন্ত্রের বন্য আরবে ডাকি
দিগন্ত ঘেরা হুংকার ওঠে হাঁকি।
ভেসে যায় ওরে সব
বিধির বিধানে
না মানা নেশায়
যত আরামিয়া রব ;
আত্ম পরের ভেদ যায় টুটে টুটে
মন্ত্রণা সভা ভূমার অন্ত ঘেরি
পদ প্রান্তের না জানা জিঘাংসায়
ঘন সে তমিস্রায়
নত শিরে তাই লুটে—
ওরে, এইতো শেষের ডাক
বিশ্বাস যেথা স্তম্ভ-শিখরে তার
কোটি কণ্ঠের লগ্ন আঁকড়ি ধরি
মেরুর আলোয়, দীপ্তির হাতে
ভরি দেয় সব ফাঁক ॥

আজি এ দীপালি অগ্নি লগ্নে তাই
অন্ত প্রশ্নে চাপি

শিখরির তার অতি জ্বালাময়ী তাপে
আপন মর্ম মন্ত্রিত করি
ঝটিকার এক মত্ত মরু হাওয়ায়
তারি কেন্দ্রিত ব্রতে
আমি ছুটে চলি দহন লগ্ন স্রোতে
বৈষ্ণবী আলো-ছায়ায় ॥

আসের ভিলা,
বান্দ্রা—বম্বে।

॥ নবদৃষ্টি ॥

আজি দৃষ্টির নব লগ্নের ক্ষণে
মোর মনে উল্লাস
জাগিতেছে এক মত্ত আলো খেলায়
বিশ্ব জয়ের তূরী-আনন্দে মাতি
নারী মঞ্জিরা বাজায়ে বাজায়ে
মায়া কল্লোলে সাজায়ে সাজায়ে
নব বসন্ত রাগে
অরুণিমা উচ্ছাসে
অগ্নি উতলা রমণীয় লয়ে তাতি
শত দীপালির বন্য-বালুবেলায়
অতীতের ক্ষণ চিরি
উঠিতেছে মোরে ঘিরি
এই নব উল্লাস
নব দিগন্তে
নব মদিরায়
জীবনের জয়াকাশ।

ওরে ও অধীর উল্লাসী মোর মন
এই বসন্ত নবারুণ রাগে
তোর এই অনুরাগ
যেন অতীতের ফুল বাসরের
চির নকলিয়া সাজে
জীবন-বীণারে মন্ত্রিত করি
তারি আরামিয়া ছায়ায়
হয় নাকো কোন দিন
লুকোচুরি পথে শেষ
যেন কোনো দিন স্পষ্ট প্রকাশে
না থাকে দ্বিধার লেশ
ওরে সে যে বেইমানি গান
মৃত্যু পুরীর কালো কল্লোলে
পাবে তারি সন্মান ;
ওরে আজি যাহা
জীবনেতে মোর নাচে,
সে যে সূর্য্যের গান
নারী মন্দির ভেদ করি করি
কামনা মঞ্চ ছেদি
তারি বেদনার ছায়ায়
কল্যাণী অনুরাগে
পেয়েছে সে সন্মান
ইস্পাহানের মরু ভেদ করা
তারি উল্লাসী তান ॥

ওরে জীবনের নারী ছায়া তলে মথি
যাহা জ্বলি উঠে মাতালি উছল
কল্লোলে তাতি তাতি
যে আলো নারীর লীলা লাস্যের গানে
কল কল্লোলে ফুজিয়ামা উৎসবে
পরুষ পিয়াসা উছসিয়া তুলি

অতীতের শত বন্ধনে ভুলি
অদম্য তালে মাতি
আপনা ভুলিয়া
তাহারে লইয়া
চলে মরমিয়া অলকার পথ বহি
মেরু উন্মনা রহি
ওরে তাহারে মথিত করি
আজি জেগে ওঠে
মোর এই উল্লাস
সৃষ্টি কাঙ্গাল নব দৃষ্টির
কৃষ্টির জয়াকাশ।
ওরে কেবা জানে এরে আজ
জানিতে চেয়েছে কেবা
কেন রমণীর দেহালি দিগঙ্গনে
পাঞ্চজন্য ধ্বনি
জাগিয়া উঠিয়া দ্বিধারে দীর্ণ করি
উন্মাদ হুতাশনে—
তাঁরি অনাবিল মাতনে মাতিয়া
আমার জীবনে তাথিয়া তাথিয়া
ভৈরব-রাগিণীতে
সৃষ্টি-মগ্ন লগ্নের তারে তারে
বুলায়ে গিয়াছে তাঁরি অগ্নির বাণী
এই বিশ্বের,
নব লগ্নের
বিশ্বাসী কানাকানি ॥

ওরে তোরা শোন্
এই লগ্নের কোলে
মোর জীবনের বেদনার-কলরোলে
কুড়ায়ে পেয়েছি আমি
একখানি কল্লোল

সেই অতীতের দুরন্ত ঝড়ে ছাওয়া
বন স্বপ্নের উন্মাদ-সুরে পাওয়া
অগ্নি-বীণার দোল।
ওরে আমি জানি এই তান
শত রোমাঞ্চে রচা
এই বেদুইন গান,
এই লীলা মন্দিরে
ভাঙ্গনের এই আলিপনা পথ পরে
তাঁরি দীপ শিখা হতে
আলো কল্লোল ঝরে ;
এই বেদনার উৎস-মাঝারে চাপি
নব বিশ্বাসে যাপি
নাচনের এই লগ্ন সীমার পরে
নব দৃষ্টির কণ্ঠ আঁকড়ি ধরি
শক্তি পাথেয় স্মরি
মোর উল্লাস ঝরে,
ওরে এও সেই একই তান
সেই রুদ্রেরি গান ॥

মালাড—বম্বে।

॥ মিতালি ॥

হে মোর মিতালি
যাত্রা শেষের ডাক,
হে প্রিয় আমার বেদনার মাঝে
লুব্ধ লালিমা ছায়া,
স্তব্ধ রাতের নিশি শেষ করা মায়া

শুনিতে কি তুমি পাও
এই নব যাত্রায়
এই নবীনের মরণি কায়ারে ঘিরে
কোন্ সুদূরের অতীত গ্রন্থ খানি
ছলনারে পরিহরি
জীবনের নব আদিম শিখাতে তাতি
কামনা আলোকে মাতি
জাগি উঠে উৎসাহে ;
যে মন্ত্র মাঝে
মোদের রক্ত স্রোত
মরমিয়া পথে চাহে,
যেন কোন্ এক ঘন ঘোর কল্লোলে
কালো আকাশের চিরি
উছল আলিপনায়,
তুমি কি আমারে চাও
হে প্রিয় আমার এই সত্যের রথে
নব মাদলিয়া পথে
শুনিতে কি তুমি পাও ?
জাননা কি তুমি মিতা
কোন্ আদিমার কোন্ খেলা ঘর হতে
এসেছো এ পথ বাহি,
এই বেদনারে দলে
কোথা হতে এলে তুমি
কেন তুমি উত্থিতা ॥

যদি ফিরে চাও
অতীত দিনের ছায়া কল্লোল পথে
যেথায় আছিল আঁকা
নব আরতির রক্ত রতির গান
সভ্য গতিরে স্মরি
নানা আলো মেখলায়

নানা বৈভবে বাঁকা—
দেখিতে পাইবে সেথায় জাগিছে
দৃপ্ত নারীর গাথা,
তারি মন রাত্রির
অতি সে করুণ দেহালি প্রান্ত তান
এই আজিকার পরে
সেই সেদিনের দান।
দেখিবে চাহিয়া পশ্চাৎ পানে
মিসরি-নারীর বুকে
তোমারি প্রাণের মধু ঝংকার খানি
রক্ত রেখায় তাতি
জেগেছিল দান শুখে ;
সেই প্রস্তর যুগে
যবে ললনার লেলিহান শিখা জ্বলি
জ্বালাতে পারেনি সভ্যতা ছলনায়
মানব স্বপ্ন খানি,
যবে সে অতীত নব পৃথ্বীর পরে
সেই পাথরের ঘরে
জেগে উঠেছিল নানা রূপ কলরব
মানব খেলেনা পরে,
নারী মাধুরীর অন্তিম সুর ধরে
তারি রক্তিম খেলায়
জীবনের সেই চল ছন্দের তালে—
দেখিবে চাহিয়া
তারি ছন্দের ছায়া
আজো জেগে আছে
তব মাধুরীর দিগন্ত ছোঁওয়া ভালে ॥

হে মোর মিতালি
শোনো কান পেতে শোনো
জীবনের কলতান

মরণের মেরু তান
শোনো তারে তুমি শোনো
আজিকার এই নর-মেধ যজ্ঞেতে
তব দিগন্ত ধ্বনি
মোর প্রান্তর ভেদি
তব মাধুরীর দেহালি প্রান্ত ছেদি
সূর্য আলিপনায়
অক্টোপাশের বিপুল সে মহাবেগে
আমারে লইয়া চলে
তব বনতলে
কামনার কলরোলে
তব দিগন্ত স্বপ্ন ছায়ার তলে।
শোনো তারে আজি শোনো
নব-বিশ্বাসে ভরা তার ছায়াতল
বুকে বাজে তার অগ্নি লালসা লয়ে
তব মাদলিয়া গান
দেহালি মদির তান,
যার দীপ শিখা তব মন্দিরে জাগে
স্বপ্ন শেষের পারে ;
যার আলো কল্লোল
কামনা মঞ্চে তাতি
তোমারেই খালি মাগে
হে মোর মিতালি শোনো
তব প্রান্তর খানি
মোর প্রান্তর মেনো ॥

ফোর্ট—বম্বে।

শূন্য ॥

তীব্র তীক্ষ্ণ বহু দিগন্ত ঘেরি
জাগে উৎসব ভেরী।
জাগে জীবনের স্বপন বনানী পথে
আলো হারা হয়ে মর্ম তেরাগী
তাথৈ তাথৈ ঘন পণ্যের রথে
কালো কৈলাসি হা হা উচ্ছ্বাসে জাগি
রুদ্রের শুনি বাঁশি,
গর্জন জাগা ভীষণের কানে কানে
মরণ গতির হু হু মরালিয়া তানে
তীব্র তীক্ষ্ণ বহু দিগন্ত ঘেরি
জাগে উৎসব ভেরী ॥

নবাব ইউসুফ রোড,
এলাহাবাদ।

॥ চলা ॥

মাটির পৃথিবী জেগে উঠিতেছে
জীবনের জয় গানে
রক্ত করবী তানে
নটি তটিনীর ভানে।
কম্পনে ঘেরা জড়ত্ব জয়ী
সাধনা তপ্ত কায়
জীবনের ভেরী বাজায়ে বাজায়ে

রক্ত রিক্ত পায়
চলে আর চলে
তালে তালে তার
অন্ধ অতীত কাঁপে
মাটির প্রাচীর উঠায়ে উঠায়ে
ঐতিহাসিক তাপে
জীবন প্রশ্ন জাগি উঠি তার
সমাধান খুঁজে পায়,
ছিন্ন মালার সূত্র খানিকে
ফিরিয়া গাঁথিতে চায় ॥

কত জীবনের কত সম্পদ
কত বিপদের বোঝা
না বোঝার মাঝে
ভুল বোঝা দিয়ে
সান্ত্বনা পথে সোজা
নেমে যায় কত শত
আয়ুফুল মনমত
অরূপের জয় গানে
রক্ত-করবী তানে
নটি তটিনীর ভানে ॥

কোথায় সে 'আর'
কোথায় 'মিসর'
'চ্যালডিও' জয় গান
এক হয়ে সব ছিটাইয়া পড়ে
ঝরা ফুলে মরা তান।
সেই ঝননের বেদনা-দীপ্ত কান্না
আপনার পরে ফেলে আপনার ছায়া,
তারপর ধীরে নত মাথে তার
কত দীপিকার জ্বালা

যেন পরশের
নব হরষের মালা,
দুলায়ে ভুলায়ে চালায়ে লইয়া চলে
অনন্ত পথে অরূপের কলরোলে
বৃথা বুদ্‌বুদ্‌ গানে
রক্ত করবী তানে
নটি তটিনীর ভানে ॥

কত কবরের
কত হৃদয়ের গান
মূক মেদিনীরে খনন করিয়া
ছিন্ন পাত্রে ভিন্ন করিয়া
জ্ঞান জীবনের ছায়
পদে পদে তার ছিন্ন গ্রন্থি
আজি গাঁথা হয়ে যায়।
ইতিহাস রূপে জ্ঞানালোক তাই
জাগি উঠি উৎসাহে
আমারে তোমারে সবারে চাপিয়া
জীবনের গান গাহে ;
হোক ভুলে ভরা হোক চঞ্চল
হোক জড়ত্বে জ্বলা
জীবনের বুকে অতি আনন্দে
এই শুধু আজ চলা
পথ প্রান্তরে বলা
মন বনান্তে গলা,
ছায়া আলোকের কানে
বৃথার গর্ব গানে
রক্ত করবী তানে
নটি তটিনীর ভানে ॥

লক্ষ্মণ স্কুল,
ডেরাডুন।

।। প্রণাম প্রান্ত ।।

জীবন প্রান্তরে আজ
কত আসে কত যায়
কেহ হাঁসে কেহ অনামা সুরের
মৃদু কলতান গায়,
কেহ ডাকে বাহু তুলে,
জীবনাম্বরে পরশ জাগাতে
দেহ-বনাগ্নি জ্বালি
মরমিয়া তালে দুলে ;
উছলিয়া উঠে চির কালিনের
নকলি পরান খানি
বন-তৃষ্ণার অরূপের হাতছানি ;
আকাশে বাতাসে আলো কল্লোল বীন
রণিয়া রণিয়া প্রান্ত চুম্বি তার
আমারে জানায়
ডাকি মোরে কয়,
এ নহে সেথার ডাক
যেথা জাগে তব দীপালির কলতান
নকলি মায়ারে ছেদি
সত্য-সীমার প্রান্ত ভেদিয়া
অরূপের অভিযান।
মোর প্রান্তরে তাই জাগি ওঠে
নানা বুদ্‌বুদ্‌ গান
সব হারাবার
দীপ্ত নেশার
সত্যের অভিযান,
দানের প্রান্তে জানি জেগে আছে
প্রাপ্তির নব তান—

বৈদগ্ধ্যের নব আরতির
উষা কল্লোল গান ॥

তাই আজি এই জীবনের নব
মেঘলা আকাশ পরে
মোর প্রান্তরে তাঁরি কল্লোল
স্পষ্ট আলোকে ঝরে ;
কি জানি কেমনে হারানর সেই
নকলিয়া প্রান্তর
সেই নকলি যুক্তি তান
শেষ হয়ে যায়
ফুটে ওঠে মনে সত্যের সম্মান ;
নারী ও পুরুষ ভেদাভেদ জ্ঞান
তারি মায়া প্রান্তরে
লীন হয়ে যায় সেই অরূপের
স্পন্দন সীমা পরে ।
চারিদিকে তাই জাগিয়া উঠিছে
না বোঝার প্রান্তর.
নব আরতির সোনালী মায়ায়
দীপালি যুগান্তর ;
ওরে জানি আজি তাই
এদিনের এই
নব আরতির ক্ষণে,
তাই রবে জেগে
হবে নাকো যাহা ম্লান
সত্যের এই দীপ্তির প্রাঙ্গণে ;
কত বেদনার কত নিশান্ত দীপ
জ্বলিয়া জ্বলিয়া হয়ে গেছে শেষ
জ্বালারে নব প্রদীপ
নব সত্যের অপরূপ কল্লোল
তাঁরি অরূপের চাপা উৎসব রোল

ওরে তাই আজি তোর
নব এই প্রান্তরে
মোর প্রদীপ্ত সত্যের বেদনায়
যেন মনে হয় তোরি সত্যের দীপ
আপনি উছলি জ্বলিয়া উঠিতে চায় ;
যে আলো প্রকাশে
বেদনার গানে গানে
আমি যেতে চাই তোরি সৃষ্টির
অনন্ত পথে নব দৃষ্টির
উল্লাসী তানে তানে ।
ওরে হেথায় আজিকে
কোনো কথা নয়—
শুধু মিলনের রাগে
তাঁরি করুণার উৎসব তরে
মোর প্রান্তর জাগে ;
ওরে তোরে নমি আমি তাই
তাহারি প্রান্তে
তারি কল্লোলে
আলো ঝংকারে পাই,
যে আলোর লাগি তোর বেদনার গান
আমার জীবনে জাগায়ে তুলিছে
নব তব সম্মান
তাঁরি দিগন্ত তান ॥

মালাড—বম্বে ।

॥ আনমনা সুর

আজি এই নব বনানী আলোকে
মিলনের নব তানে
মোরা ভেসে চলি
বিজুলি লীলায় সত্যের গানে গানে,
কখনও জীবনে জাগিবে মোদের
বন ঘন উৎসব
কখনও বা তার কল্লোল হীন
সৃষ্টি মহোৎসব,
তাঁরি রাগিণীর দিগন্ত ছোঁওয়া
আলো কল্লোল রব।
দেখেছি অতীতে মন বনান্তে
ছিলনা কোথাও বাধা
সবই ছিল সেই অরূপের রাগে
তাঁরি বাঁশরিতে সাধা ;
তাই আজি এই কুয়াশায় ছাওয়া
সমাজি-আকাশ পরে
মোরা দুইজন বাঁধিয়াছি বাসা
সমাজি-মায়ারে ছেদি
তার কলনাদে ভেদি
দ্বিধাহীন এই একাত্মতার ঘরে
এই মৃত-সমাজেরি
চির কল্যাণ তরে ॥

চারিদিকে মোরা চাহিয়া চাহিয়া
এই বুঝিয়াছি স্থির
নারী-পুরুষের দেহ মন্দির
নহেরে কখনও ধীর,

নহে কভু তাহা একের অঙ্কে লীন
বাজিছে তাহাতে বহুমিলনেতে
আলো কল্লোল বীন,
বহু সে লীলায়
বহু কামনায়
বহু বিভিন্ন রূপে
তাঁরি অপরূপ আলোক মালায়
বাজিছে সে অপরূপে।
ওরে কে বলিবে মোরে
সে কোন্ ঘৃণ্য,
সে কোন্ নরকি মন
নারী-পুরুষের প্রেম নির্ভর তরে
দেহ বন্ধন হল,
পবিত্র নিকেতন,
কেন তারি জয়ধ্বজা
আকাশে বাতাসে আজ
ধুমরিমা উৎসবে
ছুটে চলিতেছে কেন মৃত্যু মহোৎসবে
অমানিষা জাগা
মহত্তে মাগা
অহেতুক উৎসবে ?
পারেকি বলিতে কেহ
"নহে নহে নহে নহে
নহে সে সত্য পথ
এই বক্ষের হুতাশনে চাপা দেওয়া
হীন ঘৃণ্য সে
মিথ্যা ব্যর্থ রথ ?"
ওরে আমি জানি আজ
মোদের মিলনে মাতি
তারি লালিমায় তাতি,
তোর কামনায় এই যে মহোৎসব

এও এক নব রূপে
মোর কামনার জীবন্ত উৎসব
তাঁরি মঙ্গল রাগ
হোরি উৎসব ফাগ ॥

মালাড—বম্বে

॥ প্রয়াস

যে আশা জাগিয়াছিল
সৃষ্টি মাতনের নব
আলোকি মায়ারে ছলি ছলি
সে আজি উজ্জ্বলি উঠি
বিশ্ব নিয়মের এক
আলোকি মায়ার জ্বলি
ভ্রমিছে রণিয়া
আশঙ্কার রন্ধ্রে টলি টলি ;
কখন জাগিয়া ওঠে জীবনী আলোক
কখন বা আশঙ্কা পরশে
নিভে যেতে চায় এই
পুলকি ঝলক ;
কখন বা শান্তির তিয়াসা জাগি উঠি
আচ্ছন্ন করিতে চায়
এ নব শিখায় ;
কখন বা অশান্তির অমৃত পরশে
উজ্জ্বলি উঠিছে দীপ অনন্ত হরষে,
গানের মর্মর কেন্দ্রে ভ্রমি
অতৃপ্তির প্রান্ত চুমি চুমি ;

তাই মোরা আজিকার
এই খেলা ঘরে,
দৃষ্টির সুতীব্র কশাঘাতে
স্বচ্ছ করি নিতে চাই
আগতের পথ,
ধ্বংস করি দিতে চাই
সমাজি-মায়ার গড়া
উর্ণনাভি নকলিয়া রথ।
পশ্চাতে চাহিয়া দেখি
ফিরে চাই অতীতের মন্থর মায়ায়
গত গতি পথ পরে তাহারি ছায়ায়,
ছেড়ে আসা জীবনী অণুর যত
ভুলে যাওয়া গান
চলমান পথে যত
অপথের তান
জাগিয়া জাগিয়া এই নব পথ পরে
এই নব খেলা ঘরে
এ দোঁহের যাত্রা করে ভুল
অঙ্গুলি সংকেতে যেন দেখাইতে চায়
নির্ভুল চলার নব রোমন্থনি কুল ;
অগ্নির উৎসবে ভরা
স্বর্গ রঙ্গিমায়
সে পথের উৎসবের পরে
যথা রয়েছে ফুটিয়া
বাস্তবের প্রকাশি কায়ায় গড়া
অন্তিমের-ফুল।
বিশ্ব মহা ব্যোম ভেদি
যে কল্পনা জাগিয়া উঠিয়া
দৃঢ় পথ পরে
বিভিন্নের রূপালী মায়ায়
ছাপায়ে ছাপায়ে

নানা আলো ছায়
রূপ নিতে চায়
এ মহাসৃষ্টির নব
তীব্র খেলাঘরে
শুধু সেই একান্তের তরে ॥

সেই মহা কল্পনার দ্বৈত শিখা পরে
কত তারকার দীপ উঠিয়াছে জ্বলি
কত গ্রহ কণিকারা উঠিয়াছে ছলি
সে মহা কল্পনা দলি দলি—
কত গ্রহ কণিকায় তারি দ্বৈত রূপ
ফুটিয়াছে মোহময়
জীবনী কায়ায় অপরূপ
সেই কায়া এ গ্রহ কণায়
বিভিন্নের অপরূপে চলি,
মানবী শিখায় আজি উঠিয়াছে জলি ;
মোরা দুইজন,
তাহারি আবর্ত পরে
তাহারি কম্পন—
সেই স্বপনি মায়ার দৃঢ় স্বপ্ন খেলা ঘরে
তারি এক চেতনার প্রশ্ন দ্বীপান্তরে
জাগিতেছি অপরূপ আগতের গানে
তারি বন্য বাঁশরির দীপ্ত তানে তানে
অজানার অনন্ত অঙ্গনে
বাস্তবের নব দিগঙ্গনে ॥

ন্যাশানাল হোটেল,
পুরি।

॥ ধ্বংস বর্তন

এই যে আজিকে পরীক্ষা পরে
নব আলো সম্পাত
নতুনের বুকে অসহ আলোর
স্ফুলিঙ্গ সংঘাত,
এর নব শিখা
দীপ্ত দীপিকা
কামনার কশাঘাতে
ছিন্ন করিতে বেদনার গানে গানে
অতীতের চলা পথ—
আমারে জাগায় আজি
ডাকি মোরে কয়
রক্ত রেখায়
বুকে তুলে নাও
যারে সবে কয়
শ্মশানের ঝংকার
অশনির ওংকার।
বিনাশের পারে যেথায় জাগিছে
ডমরু মাতনে মাতি
উল্লাসে তারি তাতি,
খেয়ালী মরুর অন্তিম পানে
যাহা আছে উন্মুখ
যেথায় না আছে সুখ
যেথা ধাইবার
সত্যে পাওয়ার
মধু নর্তনে মাতি
তুমি আজ উন্মুখ
লও তারে লও,

দামামা বাজাও
ওঠ সে বিপথে মাতি
শিশু নর্তনে তাতি ;
বিলাসের ঘন কামনার মেঘে
গর্জনে ডাকি ডাকি
ওঠ উল্লাসে হাঁকি ॥

শেষ হয়ে গেছে অতীত চেতনা
শেষ রেখা নিঃশেষ
জেনেছি দ্বৈত রূপের দৃঢ়তা
একের মর্ম ধ্বংস বারতা
তাই আজি এই মধু বাধা প্রান্তরে
আমি জেগে উঠি মৃত্যু ধ্বংস তরে ।
সেই বিরাটের এই নব প্রান্তরে
মোর অনন্ত দৃঢ় আবেদন
নানা সংঘাতে কাঁপি
তাঁরি রক্তিম সত্য প্রকাশ তরে
তাঁরি নব রূপে
অরূপি রূপান্তরে
নিয়ে যাবে মোরে
দীপ্তির নব জিঘাংসা জাগা রোষে
প্রদীপ্ত মায়া বশে
বাড়াবে আমার করে,
মৃত্যু-কাজল নাশনের তরে
ঘন বন হুংকারে
দীপ্ত জ্ঞানের নম্র ডমরু খানি
উল্কার বশে যারে লব আমি মানি
তাকাব না কোনো দিকে
বাজাব বাঁশরি খানি
তাঁরি অপরূপ মর্ম মধুর

নব রোমাঞ্চ জানি
দেব সেই প্রণিপাত
তাঁরি আলো সম্পাত ।।

লেক রোড
কলিকাতা।

।। পরমাণু পরমায়ু ।।

এস সুন্দর
এস বনাগ্নি
এস হে অগ্নি তাপ
এস জ্বালাময়ী সমাজি-মায়ার
অনন্ত অভিশাপ,
এস দীপালির দীপাভিসারের
পরমায়ু নর্তন
এস অনন্ত চাওয়া প্রান্তরে
প্রাকাশি মায়ার বর্তন,
ওঠ জাগি ওঠ দীপ্ত জ্বালায়
ভাঙ্গি ফেল মায়াবাদ
জাগাও আজিকে মোর প্রান্তরে
প্রকাশিয়া ঝোড়ো কলনাদ,
উঠুক ফুটিয়া প্রান্তর পর
প্রান্তর ছাওয়া সেই গান
বেদনা ছড়ান আদর্শ ভাঙ্গা
অতীত প্রকাশি মরা তান।
যাক ভেঙ্গে আজ জীবনী মায়ার
ছিতি কল্লোলি অবসাদ

ভেঙ্গে যাক আজ দম্ভ শিখার
মৃত্যু-আলোকে ঘেরা
অমানিশা জাগা
অজ্ঞানি ঘোর
আদর্শে ঘেরা নীতিবাদ,
চলা প্রান্তরি পরমাদ ॥

এই যে আজিকে
অতীতের বুকে
দৃষ্টি-কিরিচ হানি
বনে বনে তার ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া
উল্কা মাতনে জাগিয়া জাগিয়া
সৃষ্টি শিখার ঘন ঘোর হুংকারে
আমি ছুটে চলি সত্যের নব
মাতালি মায়ারে মানি
তারি উন্মাদি লাস্য লীলারে টানি
সেও সেই মহা পরমাণু জাগা
উল্লাসী জয়গান
ঘুম ভাঙ্গা সব অনামা সুরের
অতীতের দৃঢ় দান
চলমান এই দ্বৈত রসায়নের
বৈজয়ন্তী গান
সত্য শিখার কল্লোল গামী
নবতম সন্ধান
প্রকাশি মায়ার ধ্বংসের প্রান্তরে
পরমাণু শিখা কল্লোলি সন্ধান
প্রকাশিয়া দৃঢ় তান ॥

এই যে আজিকে
মোর মনে উৎসব
নীতিবাদ ভাঙ্গা যৌন শিখার

উল্লাসী কলরব,
এই যে শিখার জিঘাংসা হুংকার
আদর্শ ভাঙ্গা মোদের জীবনে
নীতি হারা ঝংকার ;
এই যে মাতনে উল্কা আলোকে ভাসি
মোরা ছুটে চলি সমাজি-মায়ার
বন্ধনে নাশি নাশি
এরি কল কল্লোলে
নব সত্যের
নব প্রকাশের
নব মাদলিয়া রোলে
নব নীতি আজ
পরমাণু জাগা প্রকাশ প্রান্তে ভাসে
মৃত প্রান্তর জয় করি করি
আলোকি সোহাগে হাঁসে।
মোরা খুঁজে পাই তারে,
আজিকার ছোট অজ্ঞ-শিখার
স্মৃতি প্রান্তর পারে—
সেই মহা প্রান্তর,
সেই পরমাণু অভিজ্ঞতার
সত্যের নব বৈদগ্ধ্যের
দেহালি শিখান্তর
নব-নীতি খেলা ঘর
দীপালি দীপান্তর ॥

এস হে জীবনে নব নীতি দৃঢ়
যৌন-জীবনী শিখা
ভেঙ্গে ফেল তব অট্ট আলোকে
নগ্ন-মাতনে মাতি
সাহারার তাতি তাতি
ছায়াময় এই একনিষ্ঠার

কান্না কালো মরীচিকা।
ওঠ দিগন্তে মাতি
তারি মাদলেতে মদিরা অলস
দেহ প্রান্তর পাতি,
জ্বাল নব হোম শিখা
বাজাও বিষাণ,
ওড়াও নিশান,
হাস ফুজিয়ামা হাসি
নবনীতি পরে সৃষ্টি লীলায়
যৌন আহবে জ্বালি
যাও একান্তে ভাসি ;
ওরে সে যে একান্ত গান
সত্যের নব উল্কা দিগন্তের
পরমাণু কল্লোলি
অভিজ্ঞ আলো ছায়ায়
পরমায়ু সন্ধান,
দ্বৈত-রসায়নীয় স্বরূপের সম্মান
তাঁরি মাদলির অব্যর্থের
কল্লোল অভিযান ॥

লেক রোড
কলিকাতা।

॥ উন্মাদ

ধরার আকাশ ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
আমি হব আজ উন্মাদ,
বিধবা বরণী কূট চক্রীরে
তার নীতিবাদ পরে

সিংহ নিনাদে ঝাঁপায়ে পড়িয়া
কাড়ি লব তার অপবাদ
বিশ্বের যত অনাহুতদের
কলরবে ঘেরা আদি বিবাদ।
আমি হব আজ উন্মাদ ॥

ওরে নীতির কঠিন মর্ম ফাটলে
চির উন্মাদ হা হা রবে
ঢালি দিয়া মোর বন্য শক্তি
না করি ভক্তি
না মানি যুক্তি
ভীষণ ঝঞ্ঝা গর্জনে
মরণ কঠিন বর্ষণে
অগ্নি প্লাবনে ভাসায়ে লইয়া
মরু বাষ্পের তাপে গলাইয়া
হু হু মেরু হাওয়া রোলে
উল্লাসী কল্লোলে
মেতে যাব মহা নর্তনে
শিব তাণ্ডবে বর্তনে,
তার শক্তির আদি উন্মাদ কম্পনে
ছিঁড়ে ফেলা ঘন ঝম্পনে
কাঁপায়ে তুলিব বক্ষ
এই মরু মাঝে তাহারে করিব লক্ষ্য
ছিঁড়ে ফেলি দিব তার অজ্ঞান অপবাদে
ফেনিল মৃত্যু ঘন বিষে তারে জর্জরি
পৃথিবী কাঁপায়ে থরথরি
কলরবে ঘেরা নীতির মর্ম-ফাটলে
ঢালি দিয়া মোর বন্য শক্তি সবলে
উপাড়ি ফেলিব তারে
শেষ করি দিব অপবাদ

এই ধরণীর মরু বিবাদ।
আমি হব আজ উন্মাদ॥

ওরে আমি হব আজ উন্মাদ,
নব ধরণীর বনে বনে যবে
প্রভাত উঠিবে জেগে
কালি-রাত্রির তাণ্ডব লীলা
তার সংবাদ বহি
জীবনের বুক লক্ষ্য করিয়া
শত শাখা মেলি তার
আবার ছলনা ফুলের মালায়
তার গলে দিবে মনিহার
আমি সহিবনা কিছু
ভীষণ অগ্নি দন্ডে জ্বলিয়া
তার দম্ভেরে কাড়ি লব
এই ধরণীর বুকের উপর
গর্জন গানে সবে কব
যত গোপনিকা সংবাদ
যত অজ্ঞান অপবাদ।
ওরে ধূমকেতু সম বিরাট পুচ্ছ দংশনে
লেগে যাব সব ধ্বংসনে
কাড়ি লব তার সব সাধ
আমি হব আজ উন্মাদ,
ওরে আমি হব আরো উন্মাদ॥

সতীর কথায় বক্ষ দলিয়া
রহু বড় লাজ লয়ে
মাথা নত করে যাহারা বেড়ায়
তার অপবাদ করে
তাহাদের পরে আঘাত হানিব
মরণ-যজ্ঞে তাদের দানিব,

হা হা উন্মাদ ভৈরব পৈশাচে
বিরাট ফেনিল সর্প-নাচন নাচে,
তাহাদের ধরি বিষে জরজর করি
ছিনিমিনি খেলা
সেই অতীতের ভূমি কম্পের গানে
খণ্ড খণ্ড করি
ধ্বংস যজ্ঞে নাচিব
ওরে তাহাদের লয়ে
মরণের বুকে,
ভীষণ দোলায় নাচিব,
কখন উঁচুতে
বহু নিচে কভু,
পাতালের বহু অতলে
কখনো ঝড়ের গর্জন গানে
কভু বন্যার নাশনের তানে
বিভীষিকা মাঝে কভু
কভু বা স্নিগ্ধতায়—
তার মরণের সংবাদ
দিকে দিকে আমি ছড়ায়ে ফিরিব
এই মরণের সাধুবাদ ;
ওরে গগনের সীমা ছাড়ায়ে উঠিব
আমি হব আজ উন্মাদ,
ওরে হয়ে যাব আরো উন্মাদ ॥

ওরে ধরার বক্ষে বিজ্ঞান আজ
শত শাখা মেলি দাঁড়ায়েছে
যত উন্মাদ বদ্ধ মাতাল
নীতি-বাদিদের তাড়ায়েছে—
ওরে এসেছে আজিকে দিন
মহা যজ্ঞের অগ্নিশালায়
সব ভেদ হবে লীন ।

তাই এই ঘন বর্তনে,
আমি মাতি আজি নর্তনে
পৃথিবীর যত অপবাদ
পরিবর্তন শিখরে চড়িয়া
আজ হয়ে যাবে সাধুবাদ ;
সেই যজ্ঞের বিরাট লালসা লয়ে
কেঁপে উঠি আমি আপনা মদির হয়ে ;
পরিবর্তনে নূতন ধরণী বুনিয়াদ
মনের বাঁধন ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে
আপনার মাঝে ঘন কম্পন রোলে
জাগায়ে তুলিছে ভীষণ তীব্র কলনাদ
ওরে তাই আমি আজ উন্মাদ
হইয়াছি আমি উন্মাদ,
ওরে আমি হ'ব আরো উন্মাদ
নাশ করি দিতে অপবাদ—
এই ধরণীর সাধুবিবাদ ॥

নবাব ইউসুফ রোড,
এলাহাবাদ।

শেষ আরতি ॥

ওগো ব্যথাতুর জীবন বহ্নি মম
তোমার আরতি শেষ চুম্বন লাগি
আমার জীবন আজ
জ্বলি উঠে উৎসাহে
শত অতীতের নূপুরের নিক্কনে।
সেই অতীতের অদম্য প্রজ্ঞায়
যবে নিঠুর সেই 'আজটেকে' ছাওয়া

সভ্য এমেরিকায়
ধর্ম্মের নামে মানবের প্রাণ
বলির লগ্ন গানে
সৃষ্টি কাঙ্গাল অতি উৎসাহি
শক্তির অভিমানে,
না করিয়া কোনো ছলনা ব্যধির ভান
শেষ অঙ্কের ব্যথাতুর দানে
হয়েছিল মহীয়ান ;
যাহার ক্ষুধিত প্রাণ
মানবের বুকে ঘুমায়ে পড়িয়া
নব উৎসাহে আবার জাগিয়া
প্রেম মঞ্চের কণ্ঠ আঁকড়ি ধরি
রক্ত লোলুপ শিখরের অভিযানে
জীবনের ঘন কামনার বন গানে,
আপন প্রাপণা রম্য বীণায় তার
বাজায়ে তুলিতে সেই বলি-সম্ভার
আশা উৎসাহে আজ উঠিয়াছে মাতি
চির-ব্যগ্রীর অগ্নিশিখায় তাতি
বিরহের বুকে বহাতে লগ্ন-তার
আসিতেছে নামি লয়ে তার পথে
জীবন-গতির মেরু-আলো রথে
সোনা স্বপ্নেতে ছাওয়া
শেষ অঙ্কের গাওয়া ॥

সেই অতীতের দুরন্ত খেলাঘরে
'ক্লিওপেট্রার' অগ্নি মাতন তরে
তার যজ্ঞের অগ্নির হবি রূপে
যাহারা উঠিত জ্বলি
দুরন্ত তার অগ্নিবীণার
এক রাত্রের বলি,
তাহাদের বাণী আজ

যেন কঙ্কাল মাতনে মাতিয়া
আমার জীবনে তাথিয়া তাথিয়া
নাচিতেছে ঘন তাণ্ডব ডমরুতে
জাগায়ে তুলিতে জীবনের বুকে
অসীম করুণা তরে,
ছন্দ মধুর প্রেম স্বপ্নের পরে
বিষাদের এক অতি মর্মর।
মূর্ছনা জাগা গান।
শেষ আরতির তান ॥

তারপর যবে রাশিয়ার বুকে
জাগি উঠে কলরব
প্রমত্ত তার ঢেউ কলতান তুলি
'যার', 'যারিণার' কণ্ঠ চাপিয়া
বহু রমণীর দেহালি-পরাগে মাখি
'রাষপুটিনের' অগ্নি লগ্ন গান—
তাহার আপন বলি উৎসাহে
শত ক্রন্দনে উদাস আঁখিরে রাখি
সেই অতীতের ঘুমন্ত বলি-তান
তাহার প্রাপণা পথে ;
প্রেম কলতানে
কামনার কালো গানে
আকাশ হইল কালো
নিভে গেল সব আলো
ধরার বক্ষ হতে—
অতীতের সেই আদি বন্যার
ধ্বংস গমণ স্রোতে।
আমারে জাগাল তাহা
ব্যথাতুর মম জীবন-বহ্নি-গানে
সপ্ত আকাশ ভেদ করা তার
নব সন্ধ্যার মাধুরীমা মাখা

করুণা কিরণে অমা জীবনের
শত আলো কণা ভান
তাহার মধুর জীবন পুষ্প দান,
মোর জীবনের কল্যাণ তরে
রেখে যেতে চায় তার জীবনের
ব্যথা মঞ্জীরা প্রাণ ।।

ওগো সুমধুর ব্যথা বহ্নির বাণী
তোমার কণ্ঠে দোলাবার তরে
আমার জীবন আজ
নব উৎসাহে উঠিতেছে মাতি
অতীত অগ্নি আলোক্ষণে তাতি
দিবস রজনী এক লগ্নের স্রোতে
নীল উৎসব রথে
চির মহীয়ান পথে ;
অতীত পরশি সেই আমানিশা সাথে
শেষ অঙ্কের করতালি সম্পাতে
নবীন অঙ্কে রাঙ্গা উৎসাহে রণি
অতীতের পথে জীবনের বুকে
বলির স্বপ্ন গনি ।।

নবাব ইউসুফ রোড
এলাহাবাদ ।

আগমনী ।।

ওরে ও আমার উৎসবে জাগা
বাস্তবে মাগা মন
ওরে ও আমার শিশু উল্লাসী
দীপালি দিগঙ্গন,
ওরে ও আমার অলসিয়া ঘোর
অতি বাস্তবে জাগা
স্বপ্ন মেদুর প্রিয়া—
ওরে মোর নব বীন
বেদনা হারানো হিয়া ;
আজিকে এসেছে সেই অজানি
অসহ শিশু আলোক
বনবাণী চাপা দীপালি দিশার
ঘন যুগান্ত ছোঁওয়া
চকমকি জ্বালা পুলকি নিশার
বন উন্মাদে গাওয়া
দিবসী দৃপ্ত ঝলক ;
চমকিয়া উঠি
সে শিখা তাহার
সীমা হারা কম্পনে
জাগায় আমারে
সবে ডাকি কয়
স্বপ্ন-শিহরা অঙ্গনে
তারি দিশাহারা বাণী
তারি অপথিয়া রঙ্গনে
বেদনা হারানো
নব কান্না জাগা
মহাকাল মাগা প্রাঙ্গণে ।

ওরে চারিদিকে আজি
ঘন উন্মাদে
জল সম্ভারে জাগি
নাচিছে পাগল
ভঙ্গ আগল
অণু-পরমাণু তাণ্ডবে,
শিব শঙ্কার
সে মহাবিকার
নানা লালিমার গাণ্ডিবে,
নানা ছবি দৃঢ় আঁকা
যেন অজানার যুগ আহ্বানে বাঁকা
তাথৈ তাথৈ ডমরু মাতাল
ময়ূরী-বৃন্ত পরে
যুগান্তকারি অলখ লীলার
মহা সে অঙ্গীকারে
দেহালি দ্বীপান্তরে ॥

ওরে যেন মনে হয়
অতীতের কোন্ সুপ্ত গহন হতে
ঘুমন্ত ফণা উঠিছে জাগিয়া
বিষ সম্ভার মাগি
শিব তাণ্ডব লাগি।
চুম্বিছে যেন বহু অনুরাগে
সমাজি কপোল খানি,
ঝলসিছে যেন উল্কা দোলায়
ঝটিকা মত্ততায়
অজানি এই চাপা কাঁচুলির
নিবীড় অন্ধতায় ;
যেন ছিঁড়ে দেবে তায়
বহু অতীতের
চাপা পতিতের

যত গতিফের বাণী
সেই অলীকের অন্ধমায়ার
গৌরবি কানাকানি,
অসমাপ্তির
অপূর্ণতার
সমজি মর্মে গড়া
অন্ধতা জানাজানি ॥

ওরে বসে সে বাজার
প্রলয় লীলায়
সীমা সমাপ্ত বাণী,
তারি দীপিকার দৃপ্ত দোলায়
ঝঞ্ঝা আলিপনায়
মহা উন্মেষ খানি ;
রক্ত প্রবাহ ঢেউ
জাগি উঠি কলতানে
কালো আকাশেরে চিরি
নব দিগন্ত জয়াকাশ পরে ফিরি
শিহরি শিহরি কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ঝটিকা প্রান্তে জাগি
নব স্বপ্নের
নব সিঙ্কনি বেগে
উঠিতে চাহিছে জেগে।
কত দীপিকার
প্রাণী প্রজার
কত শিখা অসমাপ্ত
জাগিয়া জাগিয়া নব উন্মেষে তার
নব দিশা কম্পনে
ঢেউ তোলে অপ্রমত্ত ;
জানায় তাহার ক্ষুধা প্রান্তর খানি
সেই সে দিনের

অসমাপ্তির
অক্ষমতার বাণী,
যা' হবে আজিকে
এই দৃঢ় প্রান্তরে
দৃঢ় পৃথ্বীর দোল
চির মর্মর কম্প মধুর
দৃঢ় গৃহ কল্লোল ॥

মাভৈঃ মাভৈঃ বাজিবে বিশান
শেষ প্রান্তরি ভৈরবে
জাগাবে প্রান্ত রোল
মহা পরমার্দি এ দিন অন্ত
নব দিশা কল্লোল।
ধ্বনিবে ভীষণ
মহা মরু তান
ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে জ্ঞানাকাশ
ছোট মানবের মনন সীমার
অর্ধ চেতনে মাগা
কুঞ্চিত শিশু-জন্মাকাশ;
ভীষণের মহা দোল রঙ্গন জাগি
হাসী উল্লাসে পেশন লীলায়
নব সীমাকাশ মাগি
পদতলে চাপি
মহা উন্মাদ বেগে
তীক্ষ্ণ কিরিচে চিরে চিরে দেবে আজ
এ দিনের ভরাকাশ;
বাজাবে মাদল
রক্ত পাগল
হাতে তুলে নেবে ভেরী,
তাণ্ডবি শেষ নব সীমা সুরে
বাজাবে মরমি তালে

নতুনের নব দীপ্ত কায়ার ভালে
চন্দ্রিমা আঁকি আঁকি
নব আগমনী তান,
দিগন্ত কাঁপা
নব মর্মরে যাচা
নব জীবনীয়া মর্ম রঙ্গীন
নব তৃষ্ণার গান,
অপথি সীমার প্রান্ত সোহাগী
নব সীমা সন্মান ॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

স্তব্ধতা যোগ

হে প্রিয় আজিকে এই সীমান্ত পরে
তব এ দৃপ্ত জীবনী মায়ার ঘরে
জাগে মোর উৎসব
সে আদি বদলি রব
সেই শুভ ঝংকার,
পরিবর্তনি আলো প্রক্ষেপি
যে বীণায় রণ রণী,
জাগিয়াছে যত অরূপে পরীক্ষিত
সৃষ্টি জয়োৎসব
সে মহা মাতন তারি,
প্রকাশিয়া ওংকার ॥

হে প্রিয় বর্ণা অনন্তে জাগা প্রাণ
শোন্ রে আদিমা তান

সেই লীলা মঞ্জীরা
বন্য সে শ্রেয় গান
উন্মাদ অভিযান।
যে গানে রাঙিয়া
তব উৎসব পথে
দিগন্তে জাগা আলোকের নব
অনন্ত দোলা রথে
আমি ছুটে চলি আজ
পরে নিই আমি মন্ত্রণা হারা
অতীত প্রকাশি সাজ ;
পরিবর্তনি রূপা-মত্ততায়
জীবনী ছায়ায় জাগি
মায়া মন্ত্রণা কাটিয়া কাটিয়া
উল্কা তীক্ষ্ণতায়
সে বদলি লীলা মাগি ;
ওরে তোরি প্রকাশের
গতি বন্যায় ভাসি
অরূপের এক অন্ধ তমিস্রার
আমি ছুটে চলি আজ—
তারি মহনীয় রক্ত মদির
বন্য অমানিশায় ;
অগ্নির নব খণ্ডতা নমি নমি
স্পন্দন ঘন বিভিন্নতায় চুমি,
কখন নামিয়া চলি
রূঢ় সে দীপ্তি ছলি
কখন বা তারি মেঘলা আকাশে
অতি সূক্ষ্মের তরে
নিশ্চেতনের দুয়ার ভাঙ্গিয়া
ঘন ঘোর হুংকারে
জাগি উঠি আমি সেই অনাগত লাগি
সে মহা মদিরা মাগি ;

ভুলে যেতে চাই সব
এই জীবনের মায়া বন্ধন ঘেরা
মৃত্যু মহোৎসব
এই অন্ধতা গান
অভিজ্ঞতার ভান ;
যে ভাবে রাঙিয়া আমাদেরি নব
শক্তি মত্ততার—
মোদের প্রান্ত মোরা নিঃশেষ করি
প্রকাশি প্রান্তে অসীমের পরে
সীমা প্রান্তর বরি ;
শোন্ মোর প্রিয় শোন্
সে মহা প্রান্তে শক্তি সীমার
এ নহে দৃষ্টি কোণ
নহে ইহা সেই অনন্তে ছোঁওয়া
শক্তি প্রকাশি দৃঢ় রণন
নহে ইহা তার শেষ দান
সে মহা অসীম তান ॥

ওরে ও বিধির প্রান্ত ললনা
ওরে বন সীমা মোর
তোরি খেয়ালিয়া স্বপ্ন প্রদীপ ভালে
আজি জ্বলি ওঠে উছলি মদির
বন ঘন বৈভবে
যে মহা মাতন খানি
জানি তারে আমি হে মোর দীপ্তি
মানি তারে আমি মানি ;
তাই বেদনার পুলকি লীলায়
মেদলা আকাশে টানি
চেতনায় মম নকলি খুস্তে
আনি স্তব্ধতা বাণী ।
ভাসাই সবেগে নব রাগিণীর

স্তব্ধতা ভাসা অনুরণন
জাগাই আবেগে
পরমাণু রাগে
অতীতের মহা মন্থন ;
শেষ করে দিই অতীতের এই
প্রক্ষেপি সীমা প্রান্তর
এই ভুলে ভরা ক্ষণ কালিনের
অপথি মায়ার দ্বীপান্তর,
ফিরে যাই সেই 'ফ্লাগেলেটি' সীমা পরে
সেই অতীতের দ্বৈত শক্তি তরে,
যার প্রান্তরে জাগে
উদ্ভিদ আর প্রাণী শক্তির
অভিন্ন অভিযান
একই প্রকাশিয়া মর্মে রঙিন
অসীম বৃন্ত প্রাণ ॥

ওরে জাগিবে সেথায় দোল
মায়া মুক্তির প্রান্ত হারানো
অসীমের কলরোল—
ওরে জাগাব সেথায় থামি
তোরি বর্তন তরে
স্বপ্ন রঙ্গিন তোরি দীপালির
তোরি প্রান্তর খানি,
ওরে বাজাব বন্য তালে
হুংকারে ডাকি ডাকি
মাদলিয়া ঘন প্রলয়ের ঝংকারে
এই বিশ্বের গাণ্ডীব টংকারে
সমর বন্যতায়
মিলনের ঘন আদিম নগ্নতায়
মিলে যাব হাঁকি হাঁকি—
'ফ্লাগেলেটি' আর আজিকার প্রান্তর

থাকেনি কখন,
থাকিবে না কভু আর
শক্তি হারানো ব্যর্থ প্রশ্নে জাগা
সুদূর দ্বীপান্তর ;
বাজিবে দুয়ের প্রান্ত ছাপায়ে
একি কল্লোলি গান
তাঁরি দৃঢ় প্রকাশের
জয়োল্লাসের তান,
বাজাব দামামা ধ্বনি
উল্কা লীলায় নাচিয়া নাচিয়া
তোরি স্বপনিয়া ভালে
বাজিয়া উঠিবে তাঁরি প্রকাশের
শেষ মহার্ঘ বাণী,
তাঁরি উন্মেষ খানি ॥

লেক রোড
কলিকাতা।

॥ বর্ষ বর্ষণ

হে মোর বর্ষা
তুমি অনন্যা
আজি এ লগ্ন পরে
এই ভুলে ভরা সমজি মায়ার
পাতালি কক্ষ ঘরে।
কে বলে তোমার মৃদু কম্পনে লীন
স্থিতি মর্মরে চাপা
উৎসাহ আলো হীন,

কে বলে তোমায় রূপ হীন উৎসব
কে বলে তোমায় মেরু শিখা সম
বেদনা মহোৎসব,
কে বলে তোমায় সৌন্দর্য্যের
লাস্য লালিমা হারা
কে বলে তোমায় দ্বিধা বতি মায়া
মৃদুলা তোমার কারা ?
ওরে জানেকি তাহারা কেউ
তোর ওই বুকে সাহারা কাঁপান
ওঠে কত নব ঢেউ ?
জীবনের বুকে তব উন্মাদি
যে ঢেউ কম্প্র জাগে
তারি শিখা আজ কল্লোল যোগে
অরূপি উল্কা মাগে,
দৃপ্ত দম্ভ দৃঢ় স্থিতিকার
মদিরা লাস্যে যার
কেঁপে জ্বলি ওঠে আকাশি আলোক
বিজ্ঞানে জাগা পাতালি পুলক
দিগন্ত অভিসার—
তারি অরূপের মায়া বর্তনি
কায়া ছবি সম্ভার ॥

ওরে জানেকি তাহারা কেউ
আজিকার এই
দিনান্ত শেষ
দীপ্ত ঝলকি ঢেউ
তব দিগন্ত পরে
কি নব আলোকে মাতারে তাতারে
কোন্ লখিকা তরে
নিয়ে যাবে তোরে টানি
বাজাবে তাহার দৃঢ় আবেদনে

বৎসর শেষ গনি,
কোন্ অলকার
কোন্ উচ্ছল
কোন্ দিগন্ত তান
কোন্ অরূপের নব-সম্পদি
মেরু উচ্ছাসি গান,
কোথায় জাগাবে তব প্রমত্ত বোল
নর মন্দির ভেদ করি করি
কি হবে তাহার দোল ;
কোন্ অলকার নৃত্য পসারী
মৃত্যু জয়ের তানে
জৈবী আলোকি পাতালি কম্প্র গানে
গোবি-মরু জাগা দীপ্ত-শিখার
কোথা তোর জয়াকাশ
কোথা মানবের
সেই সুদিনের
অনন্ত অবকাশ ।।

ওরে ও বর্ণা
আনমনা মোর শোন্,
বিশ্লেষণের তীক্ষ কিরিচাঘাতে
ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে সব
আজি মানবের অন্ধতা জাগা গান
না বোঝা সীমার রব
অবোঝা ব্যর্থ তান
তারি নকলিয়া ভান ।
কে বলেছে ওরা জেনেছে রূপের
মর্ম বারতা খানি,
কে বলেছে ওরা বুঝেছে সঠিক
'সুন্দর' সীমা খানি
কে বলেছে ওরা জানে

শেষ হয় কোথা সুন্দর সীমাকাশ
কোথা তার জয়াকাশ ॥

ওরা যা' জেনেছে
যা' বুঝেছে এতদিন
সে যে অতীতের উন্মাদ অভিযান
গতানুগতিক মানা-প্রান্তির
প্রক্ষেপি ছায়া তান,
যারি স্বননের মত্ত মায়ায়
ওরা হয়ে আছে লীন
একই তৃষা ভাবে গলায়ে গলায়ে
মাংস মাতনে ক্ষীণ।
ওরা জানে নাক কোনো দিন
কোন্ ওংকার পথে
ওদেরি ঘৃণ্য নকলিয়া কোন্ রথে
কোন্ নেশা প্রান্তরে
ওরা বাজায় কাহার বীন,
কোন্ প্রক্ষেপি প্রান্ত সীমায়
কার ছলনার অঙ্গুলি সংকেতে
অতীত প্রান্ত পরে
ওরা হয়ে আছে হীন,
মৃত্যুর কলরব
কল্পনা ছলরব
তাহারি অঙ্কে লীন ॥

ওরে এই উৎসব দিনে
শোন্ মন দিয়ে শোন্
আদিমা দিগঙ্গনে
নিতে হবে তোরে চিনে
রূপ অরূপের যে অতীত প্রক্ষেপ
তারি মাঝে আজ বাসা বেঁধে আছে

যে তীক্ষ্ণ আক্ষেপ
তারি নিদারুণ খড়্গাঘাতের
বজ্র বিষাণ ভারে
ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবে ওরে
অতীতের যত জীর্ণতা ছাওয়া মাপ
গতানুগতিক অমানিশা জাগা
মাতালি মায়ার ছাপ ;
ওরে সত্যের পথে
দামামা জাগায়ে
উল্কা আলো খেলায়
চিনে নিতে হবে তোরে,
আজিকার পর
তব প্রান্তরে নব দিগন্ত পরে
কারে সুন্দর কয়
কারে কয় রূপ
কোথায় তাহার নাহি জাগে অপচয়
কিবা সে সত্য
কি বা অসত্য
কি বা ভিন্নতা গান,
কি বা কার দিশা
কোন্ প্রান্তরে জাগিছে সমন্বয়
এই জীবনের সিক্ষনি পরিচয় ।
ওঠ্ জেগে ওঠ্
এই নব প্রান্তরে
জাগারে দৃঢ় মাতন
তোর জীবনের
নব বরষের
অগ্নির অঙ্গন
দেহালি দিগঙ্গন ;
জ্বালায়ে আজিকে জ্বালা
নব বরষের নব পুষ্পের মালা,

ওরে সে যে তাঁরি নর্তন
তোরি দৃঢ় বর্তন ॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

শিখা বর্তন ॥

আজি মনে হয় জীবনের ঘন
এ নব সন্ধি ক্ষণে
জাগে জীবনের রক্ত মেদুর
দৃঢ় স্থিতিকার দোল
মেঘলা আকাশে
উল্কা মাদলে
নব দিশা কলরোল।
যে দিশা আজিকে
অতীতের ক্ষণ চিরি
রণ হুংকারে তার
শঙ্কা-শিখারে চিরি চিরি চলে
ধীর পদাঙ্ক পরে
নব কল্পনা তরে
যে জাগায় বহু দৃপ্ত দম্ভ
যে করে তাহারে নাশ
যার জয় গানে
শূন্য সোহাগে
ছিঁড়ে যায় বন্ধন
সমাজি মায়ার তান
অতীতের নাগ পাশ,

সেই শিখা আজি
নব পল্লব মেলি
ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলে বসনের আবরণ
নগ্ন মাতনে নাচি
মেরু সীমা খানি তার
পেশনের ঘন বন্য মাতাল চাপে
জাগায়ে তুলিছে আজ
তারি খেয়ালিয়া বন কামনার তাপে
তারি অরূপিয়া কাঁচুলি বিহীন
উল্কা মত্ততায়
তারি রক্তিম অসীম নগ্নতায় ।।

ভেসে যায় আজি অতীত পসারী
নীতি বাদ কলরব
ভেসে যায় তারি প্রান্ত বহিয়া
লজ্জার ছলরব ;
স্তব্ধ অতীত
মদির বক্ষ
নিভন্ত উল্লাস
আজি জাগি উঠে
নয়ারুণ রণে মাতি
কামনা মঞ্চে তাতি
খোলে আঁখি পল্লব—
চায় মদিরার তীক্ষ্ণতা পরে
দ্বিধা হীন আহ্বানে
ছুটে চলে সব খানে
না মানার নেশা মানে ।
দেহ বনাগ্নি জাগায়ে জাগায়ে
নাচে বন্যতা ভানে
তাঁরি অপরূপ স্বপ্ন স্বরূপ
সৃষ্টি মদির তানে ;

জাগে এরি প্রান্তরে
এরি খেয়ালিয়া বন্য বীণার
উন্মাদি তারে তারে
নাচে যে নগ্ন সুর
সে যে তাঁরি দৃষ্টির
নগ্ন সে সৃষ্টির
অরূপেতে অপরূপ
দৃষ্টির নব রূপ ॥

তাই আজি এই
নব সন্ধির ক্ষণে
আমি মাতি তারি রণে
জাগাই সবেগে
উল্কা আবেগে
নব সৃষ্টির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পরে
নব আহ্বান স্বরে—
শঙ্কা দ্বিধার বনাকাশ কাটি কাটি
লোল জিহ্বায় তারি প্রান্তর চাটি,
ভুলে যাই সব সৎ বাধা অভিধান
ছিঁড়ে ফেলি যত মূর্খের সম্মান
ছোটাই সবেগে
নগ্ন আবেগে
মহা ব্যোম অভিযান
চাপি পদতলে যত রক্তিম
দ্বিধা কল্লোলি জ্ঞান
যত এদিনের
শিখরি দম্ভ তান।
ওরে, আজি নব শিখা জ্বলে
অতীত ভোলায় চাপা দৃষ্টির ভালে,
বুঝেছি আজিকে তাই
নারী ও পুরুষ

জড় ও জীবনে
কোন ভেদাভেদ নাই
ওরে সেই আদিমার বন্য বাঁশীর
অগ্নির তানে তানে
এই মহা বিশ্বের
মহা বিভিন্ন গানে
একি মন্ত্রের অলখ লীলার
অপরূপ অভিযানে,—
রূপান্তরের প্রকাশ প্রান্ত ভাসে
তাঁরি অপরূপ বিপরীত সীমা
আলোকি সোহাগে হাঁসে ;
তাই এ দিনের এই দ্বিধা প্রান্তর
আমি করি আজ জয়
প্রকাশিতে তাঁর অরূপি লীলার
প্রসারণ পরিচয়,
মহাব্যোম প্রসারণ
তাঁরি সে লীলার
উল্কা বেলার
বিপরীত বর্তন
হাসির সঙ্কুচন
তারি বিভিন্ন রূপ
সেই সোহাগিয়া উষর বেলার
কিবা অনন্ত গান
কিবা সেই মহা তান
কিবা তার উৎসব
কোন্ সে মহোৎসব ॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

স্তব্ধতা দোলা ॥

ওরে ও আমার হেতু উল্লাসী মন
শোন্ ওরে শোন্
কান পেতে শোন্
এই জ্বালাময়ী অলসী বিলাসী
স্তব্ধতা জাগা ক্ষণ,
এই যে নিরস স্বচ্ছ মদির
বিনা সৃষ্টির মন্থন
এই যে বধির অনন্তে জাগা
বৃথা মর্মর ভান
এই যে তাহার লীলাহীন মৃদু তান
অহেতুর সীমা মাড়ায়ে যেন রে চলে
দ্বিধা-হীন কথা
খেয়ালিয়া সুরে
লক্ষ্য হীনেরে বলে,
এই যে তাহার আপাত ব্যর্থ
অর্ণব যেন দোলে,
এই যে তাহার মন্থনহীন
কায়া প্রান্তর তলে
ছায়া কল্লোল জাগিয়া জাগিয়া
মায়া প্রান্তরে ভাসে,
আপনা ঘেরিয়া
আপনায় ছলি
উন্মাদে উপহাসে,
এই যে তাহার কর্ম-প্রান্তে
সৃষ্টির অবসর
এই যে তাহার বাসরের ঘর দ্বারে
নাশনের ঘর আবর্ত জাগা স্বর

এই যে তাহার স্তব্ধতা কলনাদ
বিনাশের ওংকার
ছন্দ পতনি কালো আকাশের
অশনির ঝংকার
এ নহে শঙ্কা তান ;
ওরে ও অবোধ
ওরে মানবীয়া মন
কান পেতে শোন্ এরি প্রান্তর পরে
এরি খেয়ালিয়া স্তব্ধ বীণার স্বরে
যেথায় জাগিছে নব মর্মর
চাপা উৎসব তালে
তারি অপরূপ
অশনি স্বরূপ
অগ্নি হেতুর ভালে।
নীভন্ত ছায়া
অলসি বাসর
স্তব্ধ মেদুর ক্ষণ
মেলিতেছে আঁখি পল্লব ছাড়ি তার
নতুন দৃষ্টি আঁকিয়া আঁকিয়া
দেখিবে সে আর বার
অরূপের নব হেতুহীন উপহার
তাঁরি হেতু সম্ভার ॥

দেখিবে চাহিয়া দৃপ্ত আবেগে
সেই নব কল্লোলে
মানবী-হেতুর সীমান্ত শেষে
সেই বনাগ্নি রোলে—
যেথা পরিবেশ স্তব্ধ গভীর
সময়ের সীমা লেশ
যেথা উন্মাদ আলো ক্ষণে জাগা
পরমাণু উন্মেষ ;

যেথা মহাব্যোম জাগিছে স্বাধীন
তারি সীমান্ত পরে
যেথা বাস্তব কণা,
অগ্নি জিঘাংসায়
মহাশক্তির অঙ্ক শয়ান
উল্কা মত্ততায়,
তারি অপরূপ দৃপ্ত ছটায়
তারি রূপে শোভা পায়
চমকি চমকি উছলিয়া ওঠে
সে দীপ্ত দীপিকায়।
শোন্‌রে হেতুর অঙ্ক বিলাসী
শোন্ রে মানবী মন
তোর দৃষ্টির স্বল্প আলোকি
হেতু লগ্নির সঞ্চয়
উল্কা গতির কলোকল্লোল পথে
দীপ্তির অপচয়,
ওরে নহে ও গতির গান
নহে চলমান দৃষ্টির অভিযান ;
ওরে এই পৃথিবীর ছোট সঞ্চয় পরে
ওরি উষ্ণীষ মৃত্যু সোহাগে
ওরি দিগন্তে ঝরে ;
ওরে জানেনা ও কোনো দিন
কোন্ দিগন্তে ওর দিগন্ত মেশে
কোন্ স্তব্ধতা এই দিগন্তে
জাগে কোন্ পরিবেশে ;
কোথা এ মনের মনন প্রান্ত শেষে
কিবা জেগে আছে
কোন্ স্থিতিকার বেশে
কোন্ স্বপ্নের কোন্ মাদলিয়া তান
আলো ছায়া বোনা কর্ম বৃত্তে
জাগায়ে তুলিবে কবে,

কোন্ মহার্ঘ দান ;
তাই বলি তোরে শোন্
হেতু উল্লাসী মন
শোন্ কান পেতে শোন্
তোর হেতু সীমা ছাড়ায়ে মাড়ায়ে
সেই অহেতুর অঙ্গনে
বাজাইছে মহাকাল
দৃপ্ত বাঁশরী খানি
স্বপ্ন মেদুর স্তব্ধতা পরে
হেতু অহেতুরে টানি
তারি অনন্ত রঙ্গনে
অলকাপুরীর প্রান্তর চাপা
মেঘলা দিগঙ্গনে
মহাভূমিকার প্রাঙ্গণে ॥

লেক রোড
কলিকাতা।

॥ অনন্ত যাত্রা ॥

বিস্মরণের কেন্দ্র ভেদি
স্মরণের মদিরা মাঝারে ছেদি
পরমাণু মুক্ত পথে চলি
জীবনের আবরণী
কৃতঘ্ন সমাজি-মায়া ছলি
আজি এই সীমান্ত ছায়ায়
উদ্ভাসি উঠিতে চাই আমি
দিনান্তের বনানী মায়ায়।

মনে হয় যেন,
জীবনের এই দৃঢ় স্থিতি আবরণ
এই অল্প সল্পায়ু মনন
ইহা নহে সেই বিরাটের
সৃষ্টি শঙ্খ ধ্বনির রণন,
হইতে পারে না ইহা
সেই মর্ম তান
যাহারে মথিত করি
জাগিয়া উঠিয়াছিল
ব্রহ্মাণ্ড পিপাসা
বিশ্ব সৃষ্টি দান
কোটি কোটি নক্ষত্রের অরূপ প্রকাশ
পরমাণু বিভিন্নের দীপিকা আবাস,
তারি রূপান্তর—
দ্বৈত-রাসায়নিক বস্তু
জীবনী প্রান্তর যাহা
তাহারি প্রকাশি লালনায়
চায় তাহারে বুঝিতে,
অনন্তের এই যাত্রা পথে
এই স্বল্পায়ু ছায়ায়
করে ব্যর্থ-লগ্নাঘাত
তাহারি প্রান্তরে এও যেন
অসমাপ্ত পরীক্ষার স্ফুলিঙ্গ সংঘাত
সমাপ্তির ভূমিকা উন্মেষ
তারি দৃঢ় উন্মাদনা রেশ ॥

তাই আজি মনে হয় যেন
প্রকাশের এই ঘন
স্তর বিবর্তন
স্বপ্ন সীমা ব্যাপি এই
জীবনী বর্তন

নহে ইহা দৃঢ়তা উন্মেষ
ইহা শুধু তারি তরে
বিপথীয় বাধা প্রকাশন
সে পথের অঙ্গুলি সংকেত
তারি দৃঢ় বেশ।
যে বাধা লঙ্ঘিয়া রক্ত মাদলেতে জাগি
পরমাণু পরিচয় আমি আজ মাগি,
জীবনেরে বন ঘন হুংকারে মাতায়ে
উন্মাদ লালিমা ছায় মাতি
তারি রক্ত দীপ্তির কৃপাণে
আদর্শের অতিবাদ কাটি
মত্ত মদিরায় তার
হইয়া উন্মাদ
জাগায়ে তুলিব আমি
পরমাণু স্তব্ধতার মূক সে সংবাদ;
যে শিখা উজলি উঠি
ধীরে অতি ধীরে
আশঙ্কার দৃপ্ত রোষ ভাঙ্গি
ঘন ঘোর পাঞ্চজন্য রোলে
জাগিবে ভৈরব—
চারিভিৎ আর্ত আতঙ্কেতে
উঠিবে কাঁপিয়া
দৈত-রসায়ন বজ্র শিখরি জ্বালায়
সেই ক্ষণ সীমা পরে
জ্বলিয়া জ্বলিয়া
প্রকাশিবে অনন্তের নব যাত্রা পথ
হিতি কলরব,
মূক-পরমাণু তার হারাবে বন্ধন
সেই নব বনানী পরাগে
টানিবে পশ্চাৎ পথ পরে—
সত্য স্মৃতি উঠিবে জাগিয়া,

চলিব ছুটিয়া
অতীতের বিবর্তনী পথ পরে
অতি তীব্র গতি বেগে,
আলোকের গতি বেগ মৃদুতায়
রহিবে পশ্চাতে—
জানিব তখনি সেই মুহূর্ত বিভায়
চিন্তা-পরমাণু জাগা উল্কা মত্ততায়
এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তীক্ষ্ণ পরিচয়
পরমাণু প্রকৃতির নিগূঢ় সঞ্চয়
তার যাত্রা পথ পরে
মহা ব্যোম ভেদি ;
জানিব নিশ্চয় সেই স্মরণী শিখায়
অতীতের পরীক্ষিত অভিজ্ঞ আলোকে
পরমাণু দ্বিখণ্ডন লীলা পরিচয়
তারি গূঢ় কেন্দ্রিয় সঞ্চয় ;
মৃত্যুর সীমান্ত ভেদি ভেদি
পশিব পশ্চাতে,
ধাইব জীবন হতে অতীত জীবনে
ছুটিব আলোক হতে বহু তীব্র বেগে
অশান্ত আবেগে
অনন্ত হরষে ;
রহিবে পশ্চাতে পড়ি মানবী জীবন—
বহুতর জীব লীলা ছাড়ায়ে ছুটিব
জীবাণুর সীমা হবে শেষ,
উদ্ভিদের জীবনে চুম্বিয়া
থামিব ক্ষণেক—
শৈবালের সৃষ্টি সীমানায়
জড়ের বদল যেথা জীবনী শাখায়—
পরমাণু যেথা তার লভিল নবীন
প্রকাশের নব সীমাকাশ
উঠিল উজ্জ্বলি

জীবনের নাম ধরি
নব কর্মে ছুলি—
দ্বৈত কর্মে প্রকাশিয়া
নব রসায়নে যথা উঠিল ফুটিয়া ;
তারপর ধীরে প্রদীপ্ত এ ধরণীর
উত্তপ্ত প্রভাত প্রান্তে
ধাইব পশ্চাতে—
অগ্নির অঙ্গন পরে ভ্রমিব ক্ষণিক
দেখিব এ ধরণীর সৃষ্টি রণবেশ
পরমাণু সংঘাতের বেদনা উজ্জ্বল
বর্ণের উন্মেষ,
কেমনে হইল এর কায়ার বর্তন
সে মহা নর্তন ;
তারপর এ মহা মাতন
হারাব পশ্চাতে,
মহাব্যোমে জাগিব স্বাধীন ;
তার সঙ্কুচিত অতীতের তরে
ছুটিব উন্মাদ—
আজিকার প্রসারিত সীমাকাশ ছাড়ি
প্রসারণ পশ্চাতের পথে ;
যাত্রা হবে শেষ
দেখিব সেথায়
ঈপ্সিত সে সৃষ্টিরূপ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের,
যেথা মোর পরমাণু
সে দীপ্ত প্রাঙ্গণে
লভিয়াছে প্রকাশি প্রকৃতি তরে
সুদুর্লভ শক্তি মত্ত শিখা
তারি লীলার প্রসার মায়া তান
বিরাটের গান,
বিভিন্নের সীমা ঘেরা অরূপ সন্ধান।
তারপর মুহূর্তের অলক সরায়ে

বর্তিব হেথায়
হাসিব উল্লাসে তাঁরি বন ঘন হাসি
বাজিবে ভৈরবে,
প্রকাশি মায়ায় ভাসি ভাসি
তাঁরি সীমাকাশ ভাঙ্গা
তাঁরি স্বপ্ন বাঁশি ॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

মর্ম শিখা

স্তব্ধ মম দিগন্তের অতীত মায়ায় ঢাকা
ছায়াময় সরীসৃপ পথ পরে যবে
চাহিনু চমকি,
বুঝিনু থমকি—
ঘুমন্ত সে স্বপ্ন পুরী মাঝে
প্রবেশের দ্বার যেন
রুদ্ধ হয়ে আছে ;
মম দীপ্ত অতীত স্ফুলিঙ্গ শিখা
যার তপ্ত মথিত স্পন্দনে জাগি
আমার আমিত্ব আজ
আমারে ছাড়ায়ে,
ব্রহ্মাণ্ডের অসীম সীমন্ত আঙ্গিনায়
মুহুর্মুহুঃ ঝংকারিছে
হুংকারিছে দিগন্ত ওংকারে ;
দ্বারের বাহির হতে
কার দ্বারে যেন
আছাড়িয়া পড়িতেছে

শত লক্ষ মূর্ত হাহাকারে—
সেই দীপ্ত আমার স্ফুলিঙ্গ শিখা
তাহারি স্পন্দন,
যার আর্ত দীপ্ত গতিবেগ
ছুটায়ে চলিছে মোরে
কোথা কোন্ অতীতের
অতৃপ্ত রোমাঞ্চ পথ পরে :
দিবসের ঊর্মি মেলা
রাত্রির বঞ্চনা
আকাশের আসরি সোহাগ
বাতাসের ফিস ফিস
বাঁশরির বিষ,
প্রেমিকের হাহাকার
মিলনের শেষ হওয়া বিদায়ী সোহাগ
জ্ঞানের রোমাঞ্চে জাগা
লক্ষ মদ ফেনা—
কত লাল বিপথী মর্মর ;
এরি মাঝে কোথা কোন্
নর নারী মিলে
আবেগের দীপ্ত দগ্ধ ঘনঘটা পথে
চঞ্চল উচ্ছল এক রোমাঞ্চ ঝংকারে
হঠাৎ ফুটায়ে ছিল
অশনির শঙ্খধ্বনি মাঝে
মোর দীপ্ত স্ফুলিঙ্গের
প্রথম স্পন্দন।
কবে সে কোথায়
কোন্ প্রেম রোমাঞ্চের নগ্ন মঞ্চ পরে
কার কান্না ছায়া ঢাকা
কার মায়া আঁকা আঁকা
কার সপ্ত সীমার প্রান্তর
কার দ্বীপান্তর,

অসমাপ্ত কার শেষ
অতৃপ্ত নিশ্বাস,
অজানার সীমানায়
এ কার বিশ্বাস ৷৷

কোথা হতে জাগে এই
গানে জাগা স্রোত
বেদুইন গতিবেগ
মিসরি মর্মর
জ্ঞানের আকণ্ঠ স্পৃহা
চেতনার ঢেউ,
অতীতের অসমাপ্তি অনন্ত সীমায়
ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি মাঝে জাগায়ে স্পন্দন
যে অশঙ্খ শঙ্খধ্বনি
দিগন্ত কাঁপায়ে
ঝাঁপায়ে পড়িছে ফিরে
তারি মায়া পরে ;
যে আলোকি কোটি কোটি শিখা
ছুটিতেছে অহর্নিশি
রুদ্র গতি বেগে
সে স্ফুলিঙ্গ
সেই শিখা
সে যাহার দান—
তারি রুদ্র স্তব্ধ বক্ষ মাঝে
আজি জেগে আছে
তোমার সন্ধান।
তোমার স্ফুলিঙ্গ শিখা
স্পন্দন তাহার
অতীত দিগন্ত পথ পরে
স্তরে স্তরে
আছে শুধু তাহারি সন্ধান :

জন্ম তার যেথা সেথা
উজল উচ্ছল
তাই এই দিগন্তের অনন্ত অঞ্চল
তাহারি আবর্তে আজি হতেছে চঞ্চল

আন্ধেরি—বম্বে।

জয় পরাজয় ॥

জ্ঞানের প্রদীপ নিবু নিবু আজ
দম্ভ আগুনে জাগা
তাজমহলিয়া মিথ্যার সাজ
নারী অভিমান মাগা ;
যেন কোন্ অতীতের
স্বপ্ন-স্বর্গ চ্যুত হয়ে সব
জেগেছে গোরের স্থানে
মানুষের দিশা মুছে গেছে যেথা
পাথরের অভিযানে—
যেন অতীতের কঙ্কালি গানে
রবিন হুডের দল
বাছাই করেছে
যাচাইয়ের নামে
দানের ডাকাতি ছল,
কত সম্মান মুছে গেছে তার
রক্তের আহ্বানে
কত সত্যেরে করেছে দোহন
গরিবের মোহ তানে,
নিবে গেছে কত জ্ঞানের প্রদীপ

আমির দীপ্তরূপ
অপরূপ এই রবিন হুডের
ক্ষিপ্ত মাতালি গানে,
তারি সহজিয়া মরণি নেশার
সমাজিয়া জয় তানে।
মানুষ আজিকে বড় নয় হায়
তারি নেশা আজ বড়—
জীবনের মাঝে অজীবন তাই
মিথ্যা সীমারে যাচি
তাথৈ তাথৈ অতি মোহময় নাচে
ছুটে চলে এক পাথরি অরূপি রূপে
অন্তরে যার জাগেনা জীবন
জাগেনা মানবী গান
জাগে শুধু এক সর্বনাশের
পরকিয়াদের তান,
তাদের ধর্ম
তাদের কর্ম
তাদের চাহিদা উর্মি-লীলার—
ত্যাগের নাচ নূপুর,
আমি ধ্বংসের মহত্তে জাগা
মানুষের বেশ মাগা
কালো কামনার মত্ত ছলার,
অজ্ঞানতার অনিন্দ্য দ্যুতি
বহ্নি দোলার কলকল কালো তান
রিমি ঝিমি দৃমি সুর
ব্যর্থতা জাগা তাজ
তাজ মহলিয়া সাজ
নিবু নিবু দীপ শিখা
মানবের জয় টিকা
এ নহে মানবী জয়
এ তাহার পরাজয়।। আন্ধেরি—বম্বে।

।। মায়া বাদ ।।

কে মোর উর্বশী ওরে
রক্ত-দীপ্ত-ক্ষণ
কে মোর জীবন পরে
নিশি আলাপন
কে মোর নিশির মাঝে
স্বপ্ন-ঝরা-ক্ষণ
কে সে মোর জ্ঞান দম্ভ
বিদায়ী লগন
কে সে মোরে
স্তব্ধ মূক অতীতের লগ্ন স্থল হতে
জাগাবার ছলনায়
মহত্তের স্তরে স্তরে
পরকিয়া প্রেমবাদে বলি দিল মোরে
মানবের চির সুপ্তি
লুপ্তির গহ্বরে।
কে সেই অনন্ত দর্শী
যার নিশি ডাকি ডাকি
উঠিয়া চিৎকারি
আমি জ্ঞান, আমি জ্ঞান
অট্টকলনাদি
দিকে দিকে ছড়াল হুংকার
মহত্তের স্তরে স্তরে দিক-দিগন্তরে
জাগাল বিলোল লাস্য
দম্ভ মায়া-বাদ ॥

কে সেই উন্মাদ
কার ছলা কলা বাদ

আজি মানবেরে—
শুষিছে চৌদিকে
মহত্তের স্তম্ভ দম্ভে
আমিরে নিশ্চিহ্ন করিবারে
জ্বালাইছে শত লক্ষ
লুব্ধ দীপ শিখা,
মহত্তের আলোকি দীপিকা
চির অনিত্যের
উর্বশীর নাচে জাগা
কালের প্রান্তর মাগা
অহঙ্কারী মত্ততার জাগায়ে প্রমাদ
শত শত সভ্যতার মৃত্যুর সংবাদ
দিল চাপা—
যুগ যুগান্তের ধুলি তলে
সুকৌশলে—
করিল মানবে দোষী
জানাল তাহারে
মিথ্যা তার মনের মনন
তার জীবনের যা' কিছু দর্শন
সব ভ্রান্তি
সব মিথ্যা
সবই অঘটন
অজ্ঞানের জ্ঞান দম্ভ
না জানার জানা,
বৃথার প্রান্তরে জাগা
না মানার মানা ;
জানাইল মানবের গুপ্ত কানে কানে
জীবনের কোনো জ্ঞান
সত্য কোনো পথ
পাবেনা মানব কোনো দিন,
তার মতামত—

এক মাত্র অনিত্বের অনন্ত লীলায়
বিশ্বাসের দৃঢ় স্থির
নির্ভরের দীপ্তির শিখায়
উজলি উঠিতে পারে
অরূপের তারে
অসীম প্রান্তরে
যেথা হবে তার দীপ্তি ক্ষয়
বেদনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
হবে তার আমিত্বের লয়,
মানবের ক্ষয় পথে
জীবনের জয়।
কে এই উন্মাদ
কার অসংলগ্ন এই
ঘৃণ্য মায়াবাদ
মানবেরে ছলিয়া দলিয়া
উন্মাদের প্রায়
লয়ে চলে যেথা তার অন্তিমের সুর
মহত্ত্বের তালে তালে বাজিছে বিধুর
যেথায় হুংকারি উঠি
কহিছে সে সবারে ডাকিয়া
"জীবনে জিনিতে হবে
মৃত্যু জয় গানে
ভাগ্যেরে সঁপিতে হবে
অভাগ্যের পথে
শুধু দানে দানে,
মর্ম মাঝে জেগে রবে
শুধু তারি তান
অস্ত সূর্য্য লালিমায়
অজীবন কম্প্র দোলা
তাহারি সন্মান,

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,
ধ্বংস কারি তান—
পশুত্বের গান ॥

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স
শান্তাক্রুজ—বম্বে।

নিদ্রিতা মর্মর ॥

হে প্রিয়া
হে নিদ্রিতা মর্মর
ওঠো জাগি
চাহি দেখ ফিরি
দিগন্তের অলক সরায়ে
তার বক্ষ চিরি,
অতীতের অসহ ব্যথার
ভুলে যাও তীক্ষ্ণ জ্বালা খানি
যাও তারে ছলি
বৈদগ্ধ্যের দীপ্তির কৃপাণে।
তোমার প্রাণের ব্যথা
যা' তোমার দান
কোরোনা কোরোনা তারে ম্লান,
এই দগ্ধ মানবের তরে
সে রক্ত মাদলে শেখা গান
লভিবে এ বসুধার পরে
মুক্তির সম্মান ॥

জীবনের ধ্বনি ধুম স্বপ্ন শিখা পরে
হে মম মর্মর

তোমার জাগ্রত রূপ আমারে মাতারে
গড়িয়া তুলিতে পারে এক
লেলিহান হোম শিখা সম
প্রেম মঞ্চ পরে
নেবুশেডনাজারের শূন্যোদ্যান তান
সীমান্তের বাঁশরি সম্মান।
জানকি হে মর্ম রাণী মোর
তোমার লাগিয়া
কত শত বেদনার পথেরে লঙ্ঘিয়া
অনন্তের দীপ শিখা লয়ে
কৌতূহল সঘন পরাণে আমি
আছি অপেক্ষিয়া ;
দেখেছি ফিরিয়া
অতীতের রক্ত রেখা পথ
সভ্যতার জন্ম-মৃত্যু চিরি
যাহা আজ
প্রতিক্রিয়া আছে
তোমার আমার মাঝে,
মর্তের রক্তিম পথ ছেদি
সে যে প্রশ্নোত্তর যাচে ॥

হে মোর মানবী
হে মোর অন্তিম পথ খানি,
তোমার ও দেহালি অঙ্গন
টানিতেছে মোরে
সমাজের পঙ্কিল ছায়ায়
মৃত্যুরি মায়ায় ;
যেমন টানিয়াছিল
'হেলেনের' রক্ত-ছোঁওয়া সোনালী প্রাঙ্গণ
'ট্রয়েরে' ধ্বংসিয়া
বিরাটের প্রশ্ন সমাধানে।

জানি আমি প্রিয়া
তেমনি এ তব আকর্ষণ
দীপ্তির কৃপাণে মোরে টানে
শত লক্ষ ছলনার পথ পরে
হে মোর মর্মর ॥

হে নিদ্রিতা ভূমি
আছি আমি প্রতিক্ষিয়া
সে অগ্নির তরে ;
তব সেই বনাগ্নির হোম-শিখা হতে
জ্বালায়ে তুলিব আমি নব সে প্রদীপ
ভূমারে ভেদিয়া যাহা
তোমার মন্দির ছেদি
অতীতের মিসরি হাওয়ায়
তারি রচা তীক্ষ্ণ পিরামিড সম
বন্দিয়া অতীত সেই লুপ্ত সভ্যতায়
ধ্যান মগ্ন সন্ন্যাসীর প্রায়
ধাইবে নবীন এক
নব প্রেরণায়—
ছন্দিয়া ব্যথার দান
এই সভ্য জনপথ হতে,
চিরিয়া তিমির রাত্রি এর
অবিশ্বাসী বাণী কাটি কাটি
ছুটিবে সে তব রক্ত রেখা
দিগন্ত মাড়ায়ে
অনন্ত ছাড়ায়ে ।
যেথায় জ্বলিছে সেই
প্রশ্নের প্রদীপে ঢেউ তুলি
ব্যথার সাগরে মজ্জমান
শত আনন্দের দীপ্ত দীপ
ছলনা মঞ্চেরে ভুলি ভুলি ॥

ওরে ও অসীম তৃষ্ণা
নিদ্রিতা মর্ম্মর,
ওঠ্ জাগি ওঠ্
সাগরের কানে কানে বার্তা রটিয়াছে
কল্যাণী প্রাঙ্গণে হবে
মহৎ যজ্ঞের আবাহন,
বিশ্বের কালিমা যেথা
জ্বলিয়া জ্বলিয়া হবে লীন ;
দুটি প্রাণ,
হয়তো এ বার্তা বহি
হতে পারে ক্ষীণ
হোক তাহা,
ক্ষতি নাই সে মহা যাত্রায়,
যে আলোক পথে
জ্বলিয়া উঠিতে পারে
বনান্ত অলকে পরিহরি
নব তম সভ্যতা পুলক
জীবনের অনন্ত আলোক।
এস তুমি পার্শ্বে মম
হে মোর মর্ম্মর
উঠুক উজলি,
নব এক বনবাণী চাপা দেওয়া
মিলনি ঝলক,
গতির শক্তির অভিমান
মিলে যাক দুইটি পরান ;
অতীত ও ভবিষ্যৎ মাঝে
গড়ি দিয়া সেতু
জাগিয়া উঠিব মোরা
নব ধূমকেতু ॥

কোর্ট—বম্বে।

॥ প্রকাশ পরশ ॥

প্রকাশের লগ্ন মোর
উঠিছে উদ্ভাসি,
তাই আজি দিগন্ত কাঁপায়ে
রুদ্রের ভৈরব বাঁশি
স্বপ্ন মগ্ন মোহে
বাজিছে উচ্ছ্বাসি
ঝাঁপায়ে চৌদিক—
বিদ্রোহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
শতছিদ্র এই সমাজেরে
করিয়া উন্মুখ,
তারি আবাহনি গানে
উর্বশীর লাস্যময়ী মর্ম ছোঁওয়া তানে
দানে তারি,
অনন্ত প্রাঙ্গণ পরে তার
বাজায়ে মাদল,
মর্মে মর্মে মুক্তি ছোঁওয়া
আনন্দের বোল,
ছাপায়ে ছাপায়ে তার
কালের কল্লোল
শত লক্ষ দীপালির
রুপালী হিল্লোল—
জ্বলিয়া উঠিছে আজ
এরি সীমানায়,
সপ্ত স্বর্গ ভেদ করা
জীবনীয়া পায়
মত্ত কামনায়।
তাই আজি

উঠিতেছে বাজি
তারি রূপের সংগীত
আলো পথে জাগা তার
অশান্ত ইঙ্গিত ।।

কতনা অতীত ছোঁওয়া গান
আলো কালো উল্কা রূপী
মরমিয়া তান,
কত মত্ত লাঞ্ছনার জ্বালাময়ী ছবি
উছলি চমকি উঠি একই পথ পরে
প্রকাশের এ মর্ম মায়ায়
হতেছে লাঞ্ছিত—
মোদের এ স্বপ্ন মঞ্চ পরে
চির তরে।
চেতনার নব রূপে
অশান্তির প্রান্ত চিরি চিরি
বাজায়ে জীবনী ঘন
দৃমি দৃমি মায়া মদিরার
অশান্ত খেয়াল,
এ জীবন পথে আজি
দৃপ্ত যুক্তি তেজে
হতেছে ভয়াল ;
আমিত্বের নবরূপে উঠিছে ফুটিয়া
প্রকাশের লগ্ন পরে লুটিয়া লুটিয়া ;
তাই মোরা আনমনে
দেখিতেছি আজ
স্বপ্ন মঞ্চ পরে
নব নব ছবি,
যুগান্ত নিঃশেষ করা
দীপ্তির প্রান্তর
অরূপের পথে রাঙ্গা

কল্লোলি উদয়ী
মর্ম পথে জয়ী
তারি দ্বীপান্তর
তারি মর্মতান
উদয়ের পথ পরে
প্রকাশি মায়ায় মাগা
মানবী সম্মান
তারি জয় গান ॥

ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স
শান্তাক্রুজ—বম্বে।

॥ আবাহন

এস রোমাঞ্চ ধ্বনি কল্লোলি
সীমা ভাঙ্গনীয়া আলো তাল
এস অনিমেষ নিখিলের নব
মহাধ্বনি দৃঢ় দোল ;
বাজ হে তোমার
দৃঢ় রোমাঞ্চে
মোর কণ্ঠের মানবী ধ্বনির পরে
জাগাও মর্ম রোল,
নব জীবনের
জয়োল্লাসের
উন্মেষি প্রিয় দোল—
তব সে ধ্বনির
মোর মননের
তব দৃঢ় কল্লোল।
ওঠো জাগি ওঠো
জাগাও সবারে

গাও অরূপিয়া গান
বাজাও শঙ্খ অপরূপি তালে
দাও তব দৃঢ় দান
বাজুক মাদল দৃমি দৃমি লয়ে
মহাবিশ্বের সীমা হারা তব
নব চেতনার ভূমিকায়
মোর প্রেরণার
তব মোর চেতনায় ;
যা' হবে নবীন
নব মদিরার
চলমান নব তান
তব প্রান্তরে
মোর মননের
তব দৃঢ় ধ্বনি জয় গান
তোমারি প্রান্তে
তব আদেশের
উল্লাসী সম্মান ॥

কে বলেছে মোরা জানি
তোমারি লয়ের
মানবী বীণার
উন্মেষি রাগিণীর
মহার্ঘ সীমা খানি ;
কে বলেছে মোরা
জেনেছি মোদের
পথ নির্দেশি তান,
এই সীমা প্রান্তরি
কর্ম বীণার ধ্বনি
তারি রাগিণীর অরূপেতে ছোঁয়া
তব নির্দেশ খানি ;
যা তোমার এই

মহাবিশ্বের
গণনা ছায়ার মাতা
তারি নির্দে'শি দৃঢ় লালিমার তাতা
অরূপি শঙ্খ নাদ
দৃঢ় তারি কলনাদ।
মোরা যা' জেনেছি
যা' মেনেছি এত দিন
মৃত্যু সীমার প্রান্ত পুলকে রাঙি
তারে আজি তব
আলোকি সোহাগে
নব রোমাঞ্চে জাগি
উল্লাসী মেখলায়
নব দিগন্তে ভাঙ্গি ;
হই মোরা অস্থির
ভাবি ইহা নহে সুচী
নহে ইহা শুভ রুচি
নহে সভ্যতা সম্মান
এ নব মদিরা গান ;
তাই আজি এই
নব অঙ্কের কোলে
মোদের সভ্য জ্ঞান উল্লাস
পরাজয় ভয়ে কাঁপি
অতীতি সোহাগে দোলে,
ভুলে যাই মোরা নবীনের জয় গান
উল্লাসী তার
উন্মাদি নব
আনন্দ সীমা মাগা
নব মহার্ঘ মানবী সীমার
উন্মেষি তব সম্মান ॥

তাই আজি এই
অসম সীমার পরে
এস জাগি ওঠ
এস রোমাঞ্চ উল্লাসী কলনাদ
জাগাও তোমার দৃপ্ত মধুর তান
তাথিয়া তাথিয়া পদ কম্পনে
উন্মাদে ওঠ জাগি
বাজাও তোমার অরূপি মাদল ঘন,
ঝনন শনন লাস্য লীলার ঝড়
ভেঙ্গে যাক যত বাধা বিধানের
বৃথা দম্ভের উন্মাদি ছায়া তান
অসম জীবনী জড়তার কম্পন
ব্যর্থতা জাগা গান।
বাজুক তোমার তাণ্ডবী মহা
ওংকারি উল্লাস
হুহুংকারের দৃঢ় আবেদনী
পরিবেশি জয় ত্রাস
বাজুক শঙ্খ
জাগুক ডমরু
গুরু গুরু ঘন উন্মাদি ঝংকারে
তব লালিমার দৃঢ় পরিবেশি
গাণ্ডীব টংকারে ;
এস রোমাঞ্চ
এস ধ্বনি কল্লোল
ঝনক্ ঝনক্ জাগো কম্পনে তব
এস মহাধ্বনি
চির কম্পনি
এস জাগ দৃঢ় দোল
এস মোর চির
উন্মেষি কল্লোল
এস মহার্ঘ দোল ;

এস চেতনার
অরূপি আলোর
তব প্রান্তরে জাগা
এস মহার্ঘ রোল,
তব সে মহান ভাঙ্গনি সীমার
চলন ছন্দ ছাওয়া
এস প্রসারণ
অসীমের সীমা তান
মহা প্রসারণি তব উন্মেষি
অনন্তে জাগা গান,
এস তব প্রান্তরি
কণ্ঠ বীণার সুর
এস মোর প্রসারণি
দীপ্তির নব পুর
এস মোর নব তান
জাগুক তোমার গান
তব মহিমার অনন্তে জাগা
তব অনন্ত দান ॥

ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলিকাতা।

জয়ের তান

আজি এ নবীন জীবনের নব
অসহ আলোর রিক্ত বেদন ক্ষণে
আমি ছুটে যাব জীবনের এক
বৈদগ্ধ্যের ঘন ঘোর হুংকারে
সব ছলনার মায়া মাতনেরে ভুলি

তাথিয়া তাথিয়া তাণ্ডবে দুলি দুলি
ভীষণের এক নব অগ্নির
অজানা প্রান্ত চাপি
তারি বৃন্তের ভয় পরাজয়ে কাঁপি
মানিবনা আজ কিছু
এই আলোকের অসুস্থ মনে
সুস্থ প্রান্ত তরে
তীব্র মাতনে মাতি
ছুটে যাব তারি পিছু।
ওরে কে বলেছে এই অসহ বেদন
অসুস্থতার দান
কে বলেছে ইহা
রিক্ত বেদন গান,
কে বলেছে ইহা নহে জীবনের
বৈজয়ন্তী তান
লাল পয়োধরে তাতা
সেই বিরাটের মহাজীবনের ভান ?
আমি জানি ওরে আজ
"হে বিরাট মহারাজ,
এও তব সেই চির চলনের
গণনা ছায়ার তাতা
তারি অনুপাতে মাতা
বেদুইন অনুরাগ
তারি মহিমার বৃন্ত শয়ান
লীলা হোরি জাগা ফাগ ॥"

ওরে ও অতীত
তোর আজিকার দান
শেষ করে দেব আমি
নিঃশেষ হবে জীবনে আমার
তোর অসুস্থ তান ;

করি নাক তোরে আর ভয়
তোরি প্রেরণায় দুলিয়া দুলিয়া
তোরে করিয়াছি জয়,
এই তোর মায়া ভান
বৃথা বেদনার অঙ্ক শয়ান
মৃত্যুর জয় গান,
এই যে সুখহীন ক্ষণ
অসুখ নামেতে তারি মায়া ভরা
মৃত্যু মৃদু লগন,
শেষ হয়ে যাবে আজ,
জীবনে আজিকে জাগিবে আমার
অমৃতের পরশন—
সেই বিরাটের মহা মাদলেতে জাগা
জীবন প্রান্ত মাগা.
মহা আলোকের
মহা জীবনের
চির স্থিতিকার
নব আলোকের
পুলক জাগান অনুরণন
সেই দিগন্ত মন ।
ওরে শোন্ আজ
কান পেতে শোন্
আজি পরীক্ষা মম,
শেষ করে আজ
যত মোর ভয় লাজ
যত হারান বীণার গান
যত অজানার বৃথা তান,
আজিকে উঠিব জাগি
তারি কলনাদে মাগি
চিরকালিনের মৃত্যু জয়ের তানে

তাঁরি সত্যের দানে
সেই মহানের অনন্ত ছোঁয়া গানে
বাঁশরির ঘন বন্য মাতাল
মাদলিয়া দানে দানে ॥

মালাড—বম্বে।

শিশু রোমন্থন

কালের কপোল পরে
বৎসরের উদ্দীপ্ত হুংকার
ধীরে ধীরে ম্লানিমার
রক্তিম কটাক্ষ পরে যাচি
ছায়া ময় অজীবন পথে
পশ্চিমি মায়ার আজি
স্তব্ধ হয়ে যায়,
জাগি ওঠে প্রভাতি ভূমিকা
বৎসরের শিশু রোমন্থন,
নবজীবনের পরে
অতীতি মন্থনে যাহা আজি
স্তব্ধতার মায়া জাল গড়ি
কল্লোলি মর্মরে রহি রহি
সূর্যের সে
অসূর্য উৎসবে
তোমারে জাগায়।
কেন যেন
কোথা হতে
কি জাগিছে তাই,
কি কথা বলিতে চেয়ে

আজও পারি নাই ;
সেকি আজি উঠিবে জাগিয়া
তোমারে মাগিয়া,
এই নব বৎসরের রঙিন উৎসব
তব জীবনের যাহা
দীপ্ত মহোৎসব ;
জানি জানি বৎসরের
এ প্রথম দিনে
এ আলোক পাত
তব জীবনের পরে
এ শুভ সম্পাত
এ মোর আলোকি বীন
এ তাঁরি উৎসব
প্রদীপ্ত কল্লোল পরে
দীপ্ত মহোৎসব
জীবনী আহ্বান
তব জীবনের পরে
তাঁরি কলগান ॥

থার—বম্বে

॥ বৎসরের আলো ॥

তিন শত পঁয়ষট্টি দিবস
গণনার চাঞ্চল্য জাগায়ে
সুদূরের অতীত সীমায়
লভিয়া জনম,
মাতায়ে তাহারে
তারি আবর্ত্তেতে জাগি

ছুটিতেছে আজি
কি জানি সে কোন্ মায়া মাগি।
কিসের লাগিয়া
থাকি থাকি হুংকারি উঠিয়া
ভবিষ্যৎ পানে
তুলিয়া অঙ্গুলি
ইঙ্গিতে ভ্রূভঙ্গি করি
কি তার উচ্ছ্বাসে
কিবা তার আজিকার এই পরিবেশে
চমকি চমকি মনে আসে
কি আছে সেথায়
যেথায় অঙ্গুলি তুলি
বৃথা আড়ম্বরে জাগি
আপনারি মায়া জালে ভুলি
অতীতের আবেগেরে
দৃঢ় জ্ঞান সম অনুভাবি
চাঞ্চল্যের দোলা লাগা মনে
চায় ক্ষণে ক্ষণে
কুহকী নয়নে ॥

বলিতে যেন সে চায়
যত এই জীবনের দৃপ্ত নৃত্য
ঢল ঢল,
দিবস রজনী ধরি যেতেছে বহিয়া
যত জয়
যত পরাজয়
যত শঙ্কা যত আশঙ্কার
অমৃত পরশ
যত তার জীবনী হরষ
সবি শুধু মুহূর্তের ছায়া
স্বপনের চেতনার বনে

এই দৃপ্ত ঝলকি মর্মর
ব্যর্থ মাদলেতে জাগা
স্বপনীয়া মায়া।
এও যেন জাগিতেছে
দীর্ঘ এক স্বপনী আলোকে
গানের অর্গল ভাঙ্গি
তাহারি পুলকে
যাহার অন্তিমি রেশ আজি
গণনার সীমানায়
বরষের মাপে
উঠিতেছে ঘন ঘোর কামনার রাগে
নিঃশব্দ আহ্বান রূপে,
জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ভ্রমি
স্বপ্ন আলিপনা সম
ভাঙ্গা যেন এ জীবন তান
নিস্তব্ধ এ মরণী আহ্বান ;
হাসিয়া উঠিনু মোরা দোঁহে
ঘোর অট্টরবে
কাঁপায়ে চৌদিক,
তীব্র দৃঢ় কম্পনে ছাপায়ে
পড়িনু ঝাঁপায়ে
এরি পরে ॥

বিদগ্ধ এ সভ্যতার
এ জ্ঞান সম্ভার
মানবের দম্ভ সীমানার
এই বৃথা অহংকার
যত ছলা কলা কাটা
মূর্খতাকে চাপা দেওয়া
দাম্ভিক উন্মাদ অভিযান
অজ্ঞান ছলনা মায়া

সভ্যতার ছাপ,
আজিকার মানবের
হীন ঘৃণ্য পাপ ;
ছাপায়ে ছাপায়ে যার ব্যর্থ অভিমান
এই মিথ্যা সমাজি মায়ায়
দৃঢ় তারি উন্মাদি ছায়ায়
যেথা—
পেয়েছে সন্মান,
সেথা আজি
তীক্ষ্ণ বিদ্যুতের অসি
আমাদের হাসি—
বলিতেছে দীপ্ত রাগে
কাঁপায়ে চৌদিক
ওরে ও অজ্ঞান মূর্খ
ওরে ও স্বার্থের পথে
দুকুলের বাঁশি
থামারে তোদের ওই
দুপথের ছলনার তান
মিথ্যা রাগিণীর ওই
মর্মান্তিক ভান
যে ভানের মত্ততায় রাঙ্গিয়া রাঙ্গিয়া
বৃথার মাহাত্মে সব পড়িছে ভাঙ্গিয়া।
আজও মৃত্যু
যাহারি ছায়ায়
দুবাহু বাড়ায়
মোরে, তোরে, চাপে বুকে
ব্যগ্র লালসায়।
মূর্খতা ও মিথ্যা মাঝে যার
অস্তিত্বের রেশ
বৎসরের রক্তে রক্তে যার
অন্তিমি নিশ্বেস ॥

ওরে মূর্খ মানবী সন্তান
থাম ওরে থাম
ভেঙ্গে ফেল অতীতের তান
মিথ্যার সম্মান,
বাজারে ভৈরবী বাঁশি বাজা
সাজারে নবীন মন্ত্রে
নিজেদের সাজা
মৃত্যু বলে কিছু নেই
নেই কোনো শেষ
আছে শুধু চলমান প্রান্তর অশেষ
তারি সেই অনন্তে আসীন
প্রান্তর জাগান দৃঢ়
প্রসারণ বীন,
তাই এই বরষের
শেষ ক্ষণ আজি
উঠিছে প্রশান্ত মনে
নব রূপে সাজি।
এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মাঝে
জমা করা পাপ
প্রসারণ সীমা পরে
এ শুধু সন্তাপ
মৃত্যুর কারণ,
জ্ঞানের দীপ্তির মাঝে এ ব্যর্থ চারণ
শেষ হোক দুকুলের
অজীবন বাঁশি
হাঁসীর ঝলকে যাক
সব মিথ্যা ভাসি ॥

আজাদ নগর—বম্বে।

উন্মাদি তান ॥

যাগরে পাগল
খোল্‌রে আগল
ঠেলে খুলে দেরে দ্বার
অজ্ঞানতার মূর্খ ঝলক
ভেসে যাক্‌ ওরে যাক্‌।
কোথা ওরে মায়া
কার এই মায়া
কোথা ছায়া কায়া তার,
কেন কোথা হতে জেগে ওঠে বাধা
এ বাধার মায়া কার,
কে জাগায় মোর জীবনে আজিকে
দ্বিধার আবর্তন
কোন্‌ বন্ধনী অতীত শিখার
এই ঘন বর্তন ॥

ওরে ও পাগল
বল্‌ মোরে বল্‌
অতীত মূর্খ অজ্ঞানতার
কোন্‌ পতনের রিক্ত ধ্বজার
কোন্‌ অস্তিমি রক্ত লীলার
কোন্‌ ছলনার
কার মহিমার
মিথ্যার এই গান
বৃথা শিক্ষার অহংকারের
কার বৃথা এই দান
কার বঞ্চনা তান
কোন্‌ ঘৃন্যতা মর্ম ছায়ার

মিথ্যার সম্মান,
আজিকার এই সভ্যতা পরে
ব্যর্থতা উত্থান ।
বল্ মোরে বল্
বার বার বল্,
ভাঙ্গনের নেশা লাগা
মোর মননের পথ প্রান্তরে
অনিন্দ্য সুর
দীপ্ত কাঁপন
ঝনন ঝনন হুহুংকারের
মত্ত মাদলে
তাথৈ তাথৈ
পাগলিয়া রথে
সত্যের পথে
জাগা মোরে আজ জাগা ।।

জানি আমি আজ
ওরে ও পাগল
দেখেছি অতীতে চেয়ে
পথ প্রান্তর ছাড়িয়ে মাড়িয়ে
কত বন লতা
কত প্রাণী স্পন্দন
কত শত দীপ উচ্ছল উজ্জল
কত দীপান্ত শেষ মর্মর
কত শিক্ষার ছায়া ছায়া তান
কত সভ্যতা শ্মশানের গান
মিথ্যার কত শত সহস্র দান
মাতালিয়া কলতান,
দেখেছি তাহারে আমি
অতীতের সেই রেশ
অমানিশা সেই বেশ

আজিকে জীবনে থামি
সেই মায়া কল্লোল
সেই অতীতের মিথ্যার ছায়া
সেই ব্যর্থতা দোল
অজ্ঞানি ঝংকার
না বোঝার হুংকার,
এই পৃথিবীর সারা মানুষের
ঘুমন্ত এই সুর
জীবনের পরে মানবী ছায়ার
জ্ঞানের নাচ নূপুর।
ওরে ও আমার সত্যের পথ
ওরে মোর দৃঢ় মত
ভাঙ্, ওরে ভাঙ্
ভাঙ্গরে আগল
মিথ্যার এই দোল
মাত্, ওরে মাত্
তা তা থৈ থৈ
তাণ্ডবী নাচে মাত্
হোক আলো সম্পাত॥

ওরে ও পাগল
খোল্‌রে আগল
ঠেলে খুলে দেরে দার
ভেঙ্গে যাক ওরে মিথ্যা মায়ার
বৃথা জ্ঞান সম্ভার
অহংকারের অর্থ বিহীন
কার্য তালিকা তার।
মুছে মুছে যাক আজ
অকাজের যত কাজ
মানুষি ছায়ার তান
আমি ধ্বংসের

অজ্ঞানতার
দৃঢ়তার জয় গান ;
ওঠরে পাগল
ভাঙ্গরে আগল
ঠেলে খুলে দেরে দ্বার
মুছে যাক আজ
ধুয়ে যাক আজ
কলুস কালিমা ছায়া
অতীতের যত মায়া
সভ্যতা সম্মান
ব্যর্থতা কলতান
তারি বৃথা জয় গান
উন্মাদ অভিযান ॥

এয়ার পোর্ট—বম্বে

খেয়া পার ॥

আজি মনে হয়
অসম শিখায়
বেদনা জড়ান ক্ষণে
জীবনের যত অমানিশা জাগা
এই রক্তিম দানে,
নহে এ ব্যর্থ দোল
নহে এ জীবনী অপথিয়া কলরোল ।
হেথায় বাজিছে যাহা
যত রক্তিম সুধহীন ক্ষণকাল
যত দীপ্তির অসম শিখার
কল্পনা জাগা ভাল্

এ নহে ইহার ঋণ ;
ওরে এই স্বননের
বেদনা ওড়না পারে
জাগে জীবনের জয়
চির মহার্ঘ স্থিতি কল্লোলি গীতি
তারি অরূপের অনন্ত পরিচয়
নহে বৃথা অপচয় ;
ওরে নহে এ ঘৃণ্য
মৃত্যু পিয়াসী, হীন
ওরে এই দোলা দৃঢ় তালে
জাগে মর্মর রোলে
জীবনের শুভদিন
নহে যা মৃত্যু বীন,
যাহা মহা অম্বর
অরূপে দিনান্তর
মৃত্যু লেশের গান
তারি মাদলিয়া তান ।।

ওরে মনে হয় আজি অতীতে চিরিয়া
তারি খেয়ালিয়া রক্ত পঙ্ক পলে
জাগে যে শিখরি
মৃদু-মৃত্যুর লীলা
মহা অতীতের সমাজি মায়ার
চির অসুস্থ খেলা…
সে নহে তাহার শেষ
তারি মরমিয়া মরা নদীপারে
জাগিছে নতুন দেশ
নব দিগন্ত রেশ ।
চির ঊর্মির নৃত্য পাগল
চল ছন্দের গান
বেহায়া নারীর মর্ম প্রকাশি

চির সত্যের তান
রুদ্রের নব বেশ
তাঁরি অনন্ত খেয়ালী বীণার
অরূপী স্থিতির কলকল্লোলি
রক্ত মাদলে নাচা
চির যৌবনে যাঁচা
নব শিখা উন্মেষ
নব নগ্নিকা পিপাসা কাতর
সত্যের নব দেশ ॥

ওরে আজি মনে হয়
আইনষ্টিনের দিশা বর্ত্তন খানি
জ্বলিয়া উঠিবে তারি শেষ পারে তারি
তারি অন্তিম গনি
গতির গভীর সত্যের উন্মেষে
মহা ব্যোম জাগা দিগন্ত প্রসারণে
তারি বিপরীত ব্যোমের সঙ্কুচনে।
যারে মানি বাস্তব
যারি কল্লোলি রক্তবীণার
মোরা উন্মেষ রব
স্থিতি বাদি কল্লোল
তারি দিগন্ত রোল ॥

ওরে এই যে জীবনে
অসুখের কলকল্লোল অভিযান
নহে এ ব্যর্থ তান
নহে ইহা এর অন্তিম রেশি
প্রাথমিক শিখা বেশি
ব্যথার ঊর্মি তান—
ওরে এযে মহা অতীতের
চির অবোঝার পরে

ভূমিকার উন্মেষ
দিশা বর্তনি রেশ।
ওরে এরি প্রান্তরে দুলিয়া দুলিয়া
এরে করি নিঃশেষ
বিশ্লেষণের দৃপ্ত আঘাতে হানি
ঘোমটা সরায়ে এর
নীতিবাদ ঘেরা জ্ঞানবাদে কাটি কাটি
নিতে হবে এরে জিনে
এরি বর্তনি লীলা প্রান্তর চিনে,
যা হবে মোদের গান
সেই বিরাটের পাঞ্চজন্য পরে
দীপ্তির অভিযান
তারি উন্মাদ নাদ
মৃত্যুবিহীন চির যৌবনে জাগা
অরূপে পরীক্ষিত
সে বীণার কলনাদ
তারি উন্মাদ উল্কার মতবাদ ॥

লেক রোড
কলিকাতা

॥ উন্মেষি পরমাদ

আজি একি হল
একি উন্মেষ
একি প্রান্তির তান
নাশায়ে ভাসায়ে
সবি সীমা প্রান্তর
সব অতীতের জ্ঞান সম্ভার

দম্ভ ধ্বজার দীপ্তির ঘন
উল্কা মাতন দান
বন সীমা ছোঁওয়া
দিগন্ত ব্যাপা
তারি মর্মর গান,
হতে চায় আজি শেষ
জাগায়ে জাগায়ে নারী প্রান্তরে
নর বন্দিত রেশ।
যারি অরূপের
অব্যর্থের
অশনির ঘন
মিলনি পরান খানি
জাগায়ে আজিকে নব বন্দনা
বজ্রের আগমনী
নব এই নারী লীলা মন্দির পরে
এই পৃথ্বীর নর-নারীদের
জীবনী প্রান্ত তরে
এ দিন অন্ত দৃঢ় পরমাদি
জাগে এই মায়া দোল
কান্না ব্যর্থতা ছায়া ভরা এই
ঘন বন কলোরোল,
ওঠে উল্লাসে হাঁকি
নর কান্নারোলে দেহ সীমা খানি যার
জাগায়ে কল্প শঙ্খ ধ্বনির
না মানি শাসন দৃঢ়
চায় অপরূপ কামনা করাল
সেই অরূপের বাণী
মহাবিশ্বের কানে কানে যাহা
হয়েছিল জানা জানি ॥

আজিকার এই বৃথা জ্ঞান অভিযান
এই মৃত কলতান
যেন নিভন্ত দীপিকা অর্ধমায়া
বিশ্ব-থালির প্রান্তর বোনা ছায়া,
তারি বেদনার বিপরীত গামী
অব্যর্থের দান
সে মহা শক্তি তার
তারি মায়া মন্ত্রের
সীমা সমাপ্তি লাস্যে মদির
শক্তির অধিকার।
যাহা আজি হবে শেষ
বিপরীত গামী অর্ণব থানি রচি
দুই প্রান্তর কাঁপায়ে ছাপায়ে
নব প্রান্তর বরি
স্বপ্ন মাদলে দৃঢ় গুঞ্জনে
মায়া মন্দির পরে
মিলনি কায়ার ঝংকার তরে
নারী কায়া পরে আবেশ মত্ততায়
নগ্নতা আঁকি আঁকি
ধর্ষণ কামী সেই বিরাটের
নব প্রসারণ থানি
সেই বিপুলের প্রান্তর রচা
দৃঢ় সত্যের বাণী
সজাগ কায়ার আকাঙ্খা ওংকার
অরূপের নব গাণ্ডীব টংকার ॥

নর কায়া পরে জাগিবে ঝলকি
নারী কায়া তরে এক
দৃঢ় চাওয়া অভিষান
নারী প্রক্ষেপি
নর শিখা কামি

উন্মাদি কলতান
মিথ্যা বাধার প্রান্তর ভাঙ্গা
সত্য আলোর শিখা উন্মাদ
গতি কল্লোলি পুলকিয়া ঘন
মহাসৃষ্টির তাণ্ডবী তালে তালে
উল্কা করাল নগ্নতা দৃঢ়
নব মহার্ঘ এই তান।
নব পুলকের ঝনন ঝনন
লাস্যে অধীর বাসরি উর্মি বোনা
নগ্নতা কায়া অতি রোমাঞ্চ
গোপনি মায়ার জাগা
কায়া ধ্বনি মর্মরে
সেই বাণী-লগ্নের
আধ আধ বাধ মৃদু উৎসবে
সেই বর্বর রাগে
বন্য ছায়ার শোনা
এই মহা নব তান
সত্যের নব পরমায়ু প্রান্তরে
নব এই সন্ধান ॥

আজি এই নব
শিখা রোমাঞ্চ খানি
উছলিয়া উঠি শিহরি শিহরি
না জানার নব
মায়ার মন্ত্রণায়
কামনা সোহাগে তাতি
মাতায় নারীর কায়া প্রান্তর পরে
মত্ত লীলার তরে
স্পষ্টতা কলগান
মেরু উচ্ছল প্রসারণ দৃঢ়
মাতালি সোহাগে মাতা

নব গতি পথে
নব দিশা জাগা
মহা বিশ্বের আজি বর্তনি
পুলকি লীলার দোল ;
মত্ত স্পর্শ কলোকল্লোলি
ঝলকি প্রান্ত মাগা
যৌন আহবি আমন্ত্রণের
বেহায়া বরণী
নব নর্তনি
বিবসনা দৃঢ়
বাসনা বিলোল
প্রসারের হিল্লোল
সত্যের কলরোল।
যাহা অরূপের
নব নীতি বাদে
জাগাবে মহা প্রমাদ
নারীর যৌন আহবে উজলি
দ্বিধা হীন সুরে সুরে
মহা নৃত্যের
মহা সে কাম্য
দীপালোকে নাচি নাচি
তাথৈ তাথৈ বাজিবে বিশ্বে
ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তরি মহা ভালে
সেই আদিমার
অনাদি হেতুর
অনন্ত সীমা
অরূপিয়া তালে
নব দীপালির বনানী উছল
দীপ্ত আলিপনার
অন্ত বিহীন যৌন শিখারে
আবরিয়া ক্ষণকাল

উন্মাদ এক অনাদি উল্কাদান
অসীম প্রসারি জীবনী ছায়ার
চির কায়া সন্মান,
বিশ্ব-থালির এই নব দীপিকায়
নব এই শিখা তান
তারি নব অভিযান ॥

মনে হয় যেন এই প্রসারণ
সত্যের এই অসহ আলোর
উন্মাদি নব বর্তন
কায়া পরে এই নর্তন
সহজিয়া এর তান
এই পৃথ্বীর পথ কল্লোলে আজি
প্রকাশি প্রান্ত পরে
নাহি পাবে এর সন্মান,
মানিবেনা কেহ এরে আজ
হবে না এ নব দীপ্তি উল্কা
দৃঢ় সত্যের গান
নহে তারি তরে অব্যর্থের
অরূপিয়া পথ তান
দৃঢ় তার এই দান।
এ যেন সত্য অস্থি মজ্জা
ব্যর্থ চর্ম তলে
দেখিছে চাহিয়া
চর্ম-খেয়ালী-ব্যর্থতা-কোলাহল
মৃত্যুর হলাহল ;
উঠিছে ফুঁসিয়া
এরি দিগন্তে
এরি ছলনায় দুলে
একই সে ঊর্মি
মাপা কায়া তলে

প্রসারণ ছায়া ছাড়ি
দৃঢ় কল্লোলি অনন্ত পথ ভুলে
অজানিত কত অপথিয়া ভূমিকায়
যেন থাকি থাকি আপনা ধ্বংসি
উল্লাসি গান গায়
সত্য পথেরে মিথ্যা বিলাসী
উপহাসে জর্জরি
নাহি তারে আজি চায়
ধ্বংসিছে আপনায় ॥

আজিকার এই প্রান্তির তান
নব এই উন্মেষ
উঠিতে চাহিছে ফুটিয়া কর্মে
মৃত্যু বর্মে ভেদি
জীবনের যত অহেতুক মায়া
সমাজি ছায়ারে ছেদি
কালো আকাশের পরে এই
যা হবে মত্ত সুর
সেই বিরাটের
অধরা দিশার
চির বন্ধনি পুর
চির কালিনের মায়া
অসীমের চির কান্না
সে মহা বজ্রনাদ
চির কামনার উন্মেষি কলনাদ ॥

লেক রোড
কলিকাতা।

মানবী নূপুর

দিগন্তের পারে আমি আজ
দাঁড়ায়েছি একা
জ্ঞানের দিনান্ত যেথা
ধীরে অতি ধীরে
উঠিছে ফুটিয়া তার
মর্ম যাতনায় ;
ইতিহাস রূপমতি
মায়াময়ী দিশা
বলিছে হাসিয়া
তুলিয়া অঙ্গুলি—
অতীতের পদধূলি হতে
তুলে নিতে
শেষ লগ্ন গান
আমিত্বের ধ্বংস শেষ
পরকিয়া তান
কালের অন্তিমি সুর
পশুর নূপুর
তালে তালে
দৃমি দৃমি বাজিছে বিধুর।
কবে কোন্ অতীতের
ভুলে যাওয়া ছলনার
কোন্ কালো কঙ্কালের
সভ্যতার মর্ম ছোঁওয়া
বিলোল কটাক্ষে জাগা
অশনির রেশ
কার এ আমিত্ব ধ্বংসি
লালসার ঊর্মি ছোঁওয়া

জিঘাংসার বেশ
কে এই ধ্বংসের পথ মাগা
নৃশংস উন্মেষ ॥

কার সুপ্ত লালসার মহত্ত্ব বিশেষ
ভুলাতে জীবনী গান
আমিত্বের তান
জাগায়েছে বারে বারে
যুগেরে আহ্বান করি
যুগান্তের পারে
আমারে তোমারে,
"ওরে ও মানুষ
ভুলে যা ভুলে যা তোর
আমিত্বের তান
যত তার ছলা কলা
স্বার্থ ছোঁওয়া গান,
জাতিরে অহ্বান কর
জাগারে সমাজ
তোর জীবনেতে জাগা
শুধু তারি কাজ
তারি কাজে সেবা ব্রতি
দানের উৎসব
আমিত্বের ধ্বংস কারি
বাঁশির কল্লোলে জাগা
তোরি ধ্বংস রব—
জাগারে সাগরি দোলা
বাজারে মাদল
আপনারে ধ্বংস করা
চৌতালের বোল।
মহত্ত্বের রঙ্গমঞ্চে
হোক ধ্বংস ভয়

মানবের ধ্বংস পথে
মানবেরি জয়
কালের অকাল মায়া
কায়া হীন ছায়া
অক্ষমের ক্ষমা
আর
অক্ষয়ের ক্ষয়
হোক মৃত্যু
হোক ধ্বংস
ওই তব জয়";
মহত্তের রক্তে জাগা
সমন্বয় সুর
পশুর জীবনে নাচে
যে মায়া নূপুর
মেনে নেওয়া সমাজের
আজি সেই সুর
সভ্যতার রঙ্গমঞ্চে
মানবী নূপুর ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

॥ সৃষ্টি পথ

গুপ্ত মোর এই সন্ধাকাশে
লুপ্তির অনন্ত দৃপ্ত
গুহা পথ পরে
উঠিছে জাগিয়া তব
ভাঙ্গনের খেলাকাশ পরে

মোরি মর্ম কামনায়
অনন্ত রেখায়
আঁকি আঁকি অতৃপ্তির
স্বর্ণ-রাগ-শিখা
তোরি নগ্ন দেহালি পরাগ,
দীপ্তির দীপিকা পথে
মোর নগ্ন বক্ষ পরে
গানের অর্গল ভাঙ্গা
মাদলিয়া রঙে রাঙা
তাহারি বরষা ঘন
রাত্রির সোহাগ।
ওরে ও আমার মত্ত
ভাঙ্গনি আলাপ
ওরে ও সুপ্তির দারে
যুক্তিহীন উন্মত্তের
তাথৈ তাথৈ নাচা
মুক্তির প্রলাপ ॥

ওরে ও বরষা ঘন
শ্রাবণের তৃষা,
ওরে ও অনন্তে জাগা
মথনের সুর
ওরে ও আমারি প্রান্তে
আমারি সুদূর—
জাগ্‌, ওরে জাগ্‌,
বাজারে উত্তাল কলরোল
সেই আদিমার
মহার্ঘের মর্ম পারে
সিঙ্কনির তারে তারে
মুহূর্তের আনন্দ সংকেতে
তাহারি অর্গল ভাঙ্গি ভাঙ্গি

যত তোর যুক্তিহীন বোল
কুমারীর ধ্বংস শেষ আনন্দ কল্লোল,
জাগারে জাগারে তুই
দুরান্তের দোল।
রাত্রির কল্লোলে মাতি তাতি
দেহ ভাঙ্গা অতৃপ্তির
তৃপ্ত পথ খানি
আন্ ওরে আন্
মোর নগ্ন বক্ষ পরে
শত লক্ষ যুগান্তের
উন্মত্ত হুংকারে
কামনার উল্কা রঙে
রাঙারে রাঙারে,
আন্ তারে টানি
মর্ম্ম পথে আমাদের
হোক জানাজানি ॥

ভেঙ্গে যাক সমাজের
অশনির তান
জাগারে আনন্দ ঘন
জীবনীয়া পথে
যৌবনের দৃপ্ত তপ্ত
মর্ম্মের সম্মান।
যে পথের অলিন্দের
স্ফুলিঙ্গ উচ্ছাস
যার মর্ম্মোচ্ছাস
জাগায়ে তুলিবে তার
দীপ্তিতে মাতিয়া
আলোকি আকাশি মমতার
তাতিয়া তাতিয়া
জয়োল্লাসে তার

সৃষ্টির অনন্ত পথ রেখা
চির কালিনের পরে
দিগন্ত অঙ্গন আলিপনা
জীবনের রঙ্গমঞ্চ খানি
দৃপ্ত দিশা তারি
নির্ভীক কল্পনা ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

॥ উল্কা মত ॥

ওরে ও মানব
শোন্ তোর পথ
দৃঢ় মনে তুই শোন্
তোর জীবনের
আজি মতবাদে
কর তুই খণ্ডন ;
ভুলে যা অতীতে
ভুলে যা তাহার
যত মায়া মন্থন
দূরে ছুঁড়ে ফেল্ তারে
সেই অতীতের মানবী মূল্যে
মিথ্যার সম্ভারে ;
চিনে নেরে আজ তারে
সেই প্রিয় মিথ্যারে
যার আহ্বানে
নিজেরে ধ্বংস
করেছিস বারে বারে

স্বার্থ-ত্যাগের ব্যর্থতা জাগা
মহিমার পরপারে।
ওরে ও পার যে তার
এ পার যে তোর
এ জ্ঞান যে করে কালো
দূরে দূরে তারে রাখিস নিরত
এতে তোরি হবে ভাল ;
সত্যের নামে
মিথ্যা যে আনে
দানের ধর্ম ভানে
পকেট তাহার ভরে যাবে জেনো
তোমারি ধ্বংস তানে ;
জেনো সে তোমার
নহে আপনার
সে শুধু তাহারি তরে
দিয়ে চলে তার বিপরীত পথ
যাতে তারি পেট ভরে॥

এই জীবনের
এই মানবের
এই দিগন্ত পরে
তারি দৃঢ় মর্মরে
জাগে শুধু এক পথ
ব্রহ্মাণ্ডের দৃঢ় প্রান্তরে
এই মানবের তরে
তার চলনের
চির কালিনের
শুধু এক দৃঢ় মত
তারি জীবনের
তারি মননের
দৃঢ় মুক্তির তান

শুধু তারি জয় গান।
মানুষের আজ এসেছে সুদিন
কাব্যের পথে পথে
স্বার্থের দৃঢ় রথে
জীবনের জয় গান
ধ্বনিবে রণিবে
মহা আনন্দে
মুছে যাবে মরা তান ;
রাত্রির মায়া
স্তব্ধতা কায়া
হয়ে যাবে খান খান,
চিনিবে চেনাবে
যুগে যুগে তার
আমির দীপ্ত তান
ভেঙ্গে ফেলে দেবে
পদতলে চেপে
সব হারাবার
মৃত্যু মায়ার
দানের গরীমা
ব্যর্থতা জাগা
উন্মাদি সম্মান ;
মুছিবে মুছাবে
নির্ভরতার
ব্যর্থতা অভিযান,
নিজে জেনে নেবে
জানাবে সবারে
তারি জীবনের
অযোগ্যতার
পথ প্রান্তর চাওয়া
এই মিথ্যার তান ;
মানবী জীবনে

দুই প্রান্তরে
কেন জাগে দুই গান
কেন এরে কয়
এরা এক নয়
কি এর মর্মে জাগে
কোন্ শয়তান যুক্তি ধ্বংসি
কোন্ সম্ভোগ মাগে ॥

শোন্ ওরে তুই
মন দিয়ে শোন্
যুক্তির প্রান্তরে
দুই আর দুইয়ে
পাঁচ হয়নিকো কভু
হবেনাক কোনো কালে
যত যে করুক ব্যর্থ চেষ্টা
ছলনার দুলে দুলে
তারি গর্বেতে ফুলে ;
তাই তুই ওরে
মন দিয়ে আজ শোন্—
যেদিন জীবন
এই ধরণীর পরে
করেছে পদার্পণ
সেই দিন হতে তার
এক জ্ঞান সম্ভার
জেগে আছে অনুক্ষণ।
যে জ্ঞান আজিকে
কালো হয়ে গেছে
ছলনার কলরোলে
স্বার্থত্যাগের মহত্ত্ব-জাগা
মৃত্যু আহবি বোলে,
সেই জ্ঞান আজি

এই কাব্যের
অনন্ত কল্লোলে
জাগিবে জাগাবে
নিয়ে যাবে বহুদূর
বাজাবে ছায়ার
কল্লোলে কাটি কাটি
মায়াময় তার
অপরূপ নাচে
কাঁপায়ে এ মৃত মাটি
গেয়ে যাবে তার
সেই অরূপের
এই নব তার সুর
জীবনী নাচ নূপুর ॥

আমার
তোমার
আর সবাকার
জীবনের অধিকার
জেগে আছে জেনো
দৃঢ় তারি পথে
সেই জ্ঞান সম্ভার—
জীবনের পথে
মৃত্যুর তান
জাগেনাকো কোনোখানে
যারা মানে তাকে
স্বার্থত্যাগের উন্মাদনার ভানে
তারা জানেনাকো
এ পথ জড়ের
জীবনের নয় মোটে,
দেখেছে কি কেউ
জড়ের জীবনে

মৃত্যুর তান ছোটে ;
জড় ও জীবনে
যে প্রভেদ জাগে
মরণে জীবনে তাই,
মরণে ও জড়ে
জ্ঞানের প্রান্তে
কোনো ভেদাভেদ নাই।
জড়ের জীবনে
চলনের যোগ
যখনি উঠিছে জেগে
চেতনার এক মর্ম কম্প
ধ্বনিয়া উঠিছে বেগে ;
জানিছে তখনি
সেই উপান্তে
তাহার স্থিতির পথ
জাগিছে তাহার মত ;
বাঁচিবার তরে
যা কিছু তাহার
এই জ্ঞান সম্ভার,
তাহারে কখনো ছাড়েনা জীবন
জড়ের জীবন তরে
আপনার তরে
আপনি বাঁচিছে
পরে বাঁচে
তার তরে,
ওরে মন দিয়ে শোন্
আর বার শোন্
এই বীভৎস গান
স্বার্থত্যাগের অণু পরমাণু
ভরা এই মরা তান
জীবনের পথে

বিষের সমান
মৃত্যুর সম্মান ॥

মনে রেখ তুমি
ওরে ও অবোধ
ও মানব সন্তান
স্বার্থত্যাগের
পথ যদি হত
কোনোদিন মহীয়ান
তাহলে সে পথ
আলেয়ার আলো
ব্যর্থ কর্ম তান
কেননা তাহলে
সবি দাতা হত
কে নিত তোমার দান,
কে হারাত এই
মহীয়ান আলো
গেয়ে চাহিদার তান।
না না ওরে নয়
এ পথে কখনো
জাগেনি জীবন
জাগিবেনা তার জয়;
এ পথের পরে
এর স্তরে স্তরে
যে দৃঢ় কাঁপন জাগে
সে শুধু শোষক মানবের নীতি
শকুনি-স্বপ্ন মাগে
অপরূপ অনুরাগে;
এর পথে পথে
যে সব পূজারী,

যে পূজার আয়োজন—
সবি মৃত্যুর
বিজয় কেতন
সবি তারি কম্পন ;
ভুলে যা মানব
ভুলে যারে এই পথ
মৃত্যুর এই মাহাত্ম্বে গড়া
ঊর্ণনাভের মত্ ;
জেগে ওঠ তুই আজ
সাজ নব রূপে সাজ
বাজারে দৃঢ় মাদল
অমিত্বে গড়া বিজয় মঞ্চে
জাগারে দোদুল দোল
ভাঙ্গরে ভাঙ্গ্ আগল
ছলা কলা বাঁধা
যত বন্ধন
খোল্‌রে তাদের খোল্
দেরে বিরাট
আমি প্রান্তরে—
চেতনার কলরোল
বাজারে বাজা মাদল
ওরে এই পথে হবে জয়
ওরে এই জীবনের জয়
ওরে মানবের উত্থান
এই তারি জয় গান
তারি মননের
মর্ম সীমার
মাধুরীর সম্মান
উল্কা মায়ার তান ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

॥ স্ফুলিঙ্গ ॥

শ্রীমতি কল্যাণী হালদার

॥ সৃষ্টি স্ফুলিঙ্গ ॥

দূর হতে দূরে
অতীত তিমিরে
বিস্মৃতির বক্ষ চিরে চিরে
খুঁজে ফিরি তারে,
সেই সে দিনের
আমার আমিরে।
অনন্ত রহস্যে ভরা
তমিস্রার সরায়ে সে দৃঢ় আবরণ,
প্রথম প্রভাতে যবে
পরমাণু প্রতীতির জাগে প্রবর্তন
পঙ্কিল সলিল মাঝে
'এলজিও' সাজে
মোর মর্ম পারে
খুঁজে পাই তারে,
সেই সে দিনের
বিস্মৃতির পার হতে
মোর নগ্ন প্রথমের
আমার আমিরে ;
তার পর ধীরে
কখন না জানি
হারায়ে ফেলেছি তার
ক্ষুদ্র সীমা খানি
বিস্মৃতির তীরে
সৃষ্টির আসরে ॥

'এমফিবিয়াস' যবে
জানাল ইঙ্গিত,

জীবনী অণুর এক
না বোঝা সঙ্গীত ;
প্রকাশের নব দৃষ্টি দানে
নতুনের অভিযানে
মাতায়ে আমারে,
নিয়ে গেল টানি
দূরান্তের পানে
সে কার আহ্বানে ?
পরিশেষে যার
কার আকাঙ্খায়,
কোন্ সে ঈপ্সায়
অব্যর্থের কোন্ মর্ম লক্ষ্য কামনায়
অশান্ত অদম্য এক পক্ষ ঝটিকায়
এভিয়েস আমারে জাগায়
মত্ত প্রেরণায় ;
জীবনী অণুর নব স্বপ্ন সাধনায়
অস্ফুট সংজ্ঞায়
আপন প্রজ্ঞায় ॥

চেতনার বহ্নি ওঠে জ্বলি
জীবনের জ্ঞান দম্ভ ছলি,
সৃষ্টির রহস্য ভেদি
কামনার মর্ম ছেদি,
লেলিহান শিখা লয়ে তার
জাগায় আমারে,
চেতনার শেষ অঙ্ক পরে
সৃষ্টির আসরে।
অযুত সংঘাতে
মর্ম মাঝে খুলি যায়
সম্মুখের দ্বার
আর বার ;

বারংবার
বিজয়ীর অট্টহাসে
সাজিয়াছে শেষে,
মানবীয় বেশে
সেই সেদিনের
মোর মর্ম আলাপন পরে
আজিকার প্রথমের আমি,
অরূপের মর্মশিখা কামি ;
তারপরে থামি
বিস্ময় চকিত চিত্ত
স্তব্ধ হয়ে রয়,
মথিয়া অতীতে
দিগন্ত স্মৃতিতে ॥

তারপর
কখন না জানি
মননের ক্ষুদ্র সীমা খানি
প্রসারণ প্রত্যাশায়
ছাড়ায়ে অঙ্গন,
রহে অন্যমন।
অকস্মাৎ হৃদি মাঝে
জাগি ওঠে একি চঞ্চলতা
শুধায় আমারে
ওরে—
একি তবে জীবনের শেষ...
ফেলে আসা
সেই সে দিনের
অন্তিমের রেশ
মধুর আবেশ ?
নহে ওরে নহে
এ শুধু মোহের ঘোর

এযে শুধু আমিত্বের নব পরিবেশ,
এতো নহে বিজয়ের শেষ অঙ্কতান,
নহে এতো বিরাটের বৈতালিক গান
বিপথীয় ভান ;
ওরে অনির্বাণ
ছুটে চল সম্মুখের পানে
ভাঙ্গনের জয় গানে
অরূপ আহ্বানে
মত্ত তার মদিরার তানে
নিজেরে মথিত করা
স্ফুলিঙ্গ সন্ধানে ॥

ন্যাসনাল হোটেল
পুরী।

॥ লগ্ন শিখা ॥

কুহেলী কালিমা ছাওয়া
অতীত আকাশে চিরি...
আলোকের বহ্নি জ্বালা প্রদীপ্ত শিখায়
ব্রহ্মাণ্ডের অতৃপ্ত তৃষায়,
তীব্রতম আলিঙ্গন মাগি
বসন্তের নব রক্ত রাগে
অশান্ত আবেগে...
অতীতের লগ্নশিখা পরে
অনন্তের যাত্রা পথ উঠিয়াছে জাগি ;
আপনার মনন মায়ার
অরূপের মর্ম ইশারায় ॥

তারি তীব্র তেজ
সত্য সুপ্ত বাণী
অশনির গর্ভে জাগা প্রচণ্ড ভৈরবে
সীমাকাশ চূর্ণ করি
জাগি ওঠে আজ
মানবী শিখাতে জ্বলি ;
ব্যাপ্ত করি দিকে দিকে
লোল.জিহ্বা তার,
লেহন করিতে চাহে
অতীতের কালো স্রোতে
আলোকের চূর্ণ বিন্দু যত ।।

অজ্ঞানের মহার্ণবে
জ্ঞানের বুদ্‌বুদ্‌ যেথা
লীন হয়ে যায়···
যুগান্তের আবর্ত সীমায়,
ফেলে আসা তারি ব্যর্থ
হোম শিখা বরি
প্রলয়ের বহ্নি জ্বালা
অশনি তাণ্ডবে জাগি
লজ্জানত ব্রহ্মাণ্ডের কপোলেরে চুমে
দরিদ্রের মত্ত বুভুক্ষায়
রোমাঞ্চ প্রবাহে জাগি
রক্তাক্ত অধরে তার,
বার বার—
শিহরি কাঁপিয়া ওঠে
বন্য তৃষাতুর,
ক্ষুব্ধ তপ্ত ধরিত্রীর বিরহী প্রান্তর
মাগি যুগান্তর ।।

অরূপের মধুর ইঙ্গিতে
নবতম বসন্তের দীপ্তির সোহাগে জ্বালে

প্রতীক্ষিত বাসরের নিভন্ত প্রদীপে,
বনানী আলোকে যার
জাগি উঠি সুপ্ত চরাচর—
নীলাম্বরে জ্বালি দেয়
দীপ্ত দীপাবলী,
উচ্ছল সে পুলকের তাণ্ডবীয় তানে
যুগান্ত আহ্বানে—
অনন্ত কৌতুকে চাহি
স্তব্ধ হয়ে রয়।
মিলনের উন্মাদনি সুরের ঝলকে
সূর্যের শিখরে জাগি যাহা
তীব্রতম জ্যোতিষ্ক গণ্ডুষে
অতীতের জ্ঞানার্ণবে
কণ্ঠ ভরি করে পান
একান্ত নিঃশেষে......
সে দিনের সেই লগ্নশিখা,
আলোকের বহ্নি বাসনায়
এ দিনের পরে
নব দীপান্তরে
চাহে উঠিতে জাগিয়া
আপনা মাগিয়া॥

সে দিবের লগ্নশিখা জ্বলি
অন্ধমূঢ় দৃঢ়দম্ভ দলি,
আলোকের বহ্নি জ্বালা
মত্ত মরুতায়
সীমাহীন শূন্য পথে
আত্মমগ্ন বিশ্বাসী ছায়ায়
আপনার ধ্যান মগ্ন রথে,
মহাব্যোম আলোড়িয়া—
অরূপের দৃপ্ত সত্য

নগ্ন অভিসারে
তারি দীপ্ত মিলনি বাসরে.
আসিয়াছে ছুটি,
জ্ঞানাম্বরে আঁকি দীপ্ত
উল্কা জয়টিকা
তাঁরি নগ্ন উন্মেষের লিপি
তাঁরি দীপ্ত অরূপ বাসরে
কর্ম্মেরি আসরে,
জাগায়ে তুলিছে এই
মহালগ্ন-শিখা
তাঁরি নব উন্মেষের
উৎস জয়টিকা ।।

লেক রোড
কলিকাতা।

।। আহ্বান

এস বিশ্ববৈরী তান
এস উল্কামত্ত প্রাণ,
এস অরূপের নব
দুর্বার কলতান ;
এস অগ্নিমন্ত্র গানে,
এস মৃত্যু বিজয় পণে,
এস মেরুর আলোকে তাতি-
এস মরু মায়া জাগা
অলকার মাগা
বিপরীত স্রোতে মাতি।

এস নব কৃষ্টির
সৃষ্টি মন্ত্র গানে—
ধ্বংস নিনাদ তানে,
এস অসীম আঁধার
অতল গভীর
সাগরি মর্ম হতে
মহতী লীলার ব্রতে,
জাগি ওঠ আজি শূন্য সীমার
অন্ধ বক্ষ ফাড়ি
ধূমকেতু জাগা
বিনাশের মহা ত্রাসে
অরূপের ঘন দুর্জ্জয় অভিলাষে,
এস অগ্নি দহন তাপ
এস মৃত্যুর অভিশাপ ॥

এস প্রলয়ের ঘন
ভীষণ মন্ত্রে
রক্তে জাগায়ে দোল
উন্মাদী হিল্লোল,
অধরার মধু
গতি অরুণিমা
অশনির কলরোল ।
এস চঞ্চল
এস উচ্ছল
বিপ্লবী মহাপ্রাণ,
এস বিশ্ববৈরী তান ॥

এস নিশ্চেতনের দুয়ার ভেদিয়া
তীক্ষ্ণ কিরিচাঘাতে
বৈদগ্ধ্যের দীপ্ত আলোক পাতে ।
মুছে ফেলে দাও

অতীত রাতের
কুহেলী কালিমা মায়া,
মরা বিগতের
প্রক্ষেপি পদ ছায়া,
ঘুচে যাক আজ
দীপ্ত দীপালি রবে
জীবনের নব স্বপ্ন বানীর
অরুণিমা উৎসবে ॥

এস অলকার পথ বাহি
অরূপের নব
রূপ সম্ভারে চাহি
তৃষ্ণা আকুল প্রাণে
এস বিশ্ববৈরী তানে।
এস ঝলকি আলোর
বিদ্যুৎ অভিযানে,
এস চমকি ভূলোক
জাগায়ে ত্রিলোক
পুলক প্লাবনি গানে,
এস বদলের মহা
অট্টরাগিণী তানে ॥

বাজাও মাদল
জাগাও পাগল
সাহারা তৃষার মাতি...
নিশা প্রান্তরে
অশনি আলোর
ওঠ উল্লাসে মাতি
হোক সে তোমার গান
মোর জীবনের

অরুণিমা পথে
তব তাণ্ডবী তান
তব শিখা সম্মান,
এস বিশ্ববৈরী তান ॥

লেক রোড
কলিকাতা।

অভিসার

ঝঞ্ঝা এসেছে মত্ত পায়
প্রমত্ত উন্মাদ,
বন তন্ত্রিতে উঠিছেরে বাজি
আজি ঝোড়ো কলনাদ,
ছিঁড়ে দেবে যত বন্ধন দৃঢ়
ভীষণ দারুণ টানে
ধরিত্রী ওঠে নাচি
বন্যতা তারি যাচি,
সেই সে বন্য রাগিণীর তানে
মত্ত মদির চল বিহ্বল পায়—
দিশাহারা সে যে ছুটে যায়
অরূপের ইশারায় ;
না মানার ভ্রূক্ষেপ
তাহারি পদক্ষেপ……
আপনা হারায়ে ফেলে,
সেই অরূপের
নগ্ন রূপের
বাঁশরির তানে তানে
তারি বন্যতা ভানে

সে মহা নাচনে মাতি
লালিমায় তারি তাতি ;
মুক্ত সে কেশ-পাস
ঢাকি দেয় নীলাকাশ,
খসে যায় তার কটিবাস
ছিঁড়ে যায় তার মনিহার,
তারি মদিরার উছল চটুল
কাঁচুলির আড়ে আরবার ;
জাগে প্রমত্ত দোল
তারি কামনার প্রান্ত শয়ান
দিগন্ত ছোঁওয়া রোল।
ছড়ায়ে ছাড়ায়ে
দিকে দিকে তার
বিলোল লোলুপ দিঠি
জাগায়ে মত্ত তৃষা,
ছুটে যায় মরু মায়ার
অমরা পুরীর স্বপ্নে মদির
আলো কম্পন লাস্যে বিলোল
অরূপের ইশারায় ॥

তোর মিছে টানা আবরণ,
থাকিবেনা ওরে
থাকিবেনা এইক্ষণ—
ঘুচে যাবে সব লাজ
ছিঁড়ে দেবে তোর
সমাজি মায়ার
এই ব্যর্থতা সাজ।
ছুটাবে ছুটিবে
নিয়ে যাবে বহুদূর,
সেই সে মহা সুদূর
কোটি তারা জাগা

কালো রাত্রির
অলসি কালিমা পরে
তোমারে জড়ায়ে ধীরে
চাহি রবে মুখোমুখি,
মানিবেনা কোনও বাধা
বৃথা দম্ভের স্তম্ভ শিখরে
তারি মত্ততা পরে
ভেঙ্গে যাবে তোর
মাধুরীর মায়া—
তারি উল্লাসী তাপে
দৃপ্ত কঠিন চাপে ॥

ওরে আয় ছুটে আয়
এই মহা প্রান্তরে
দ্বিধা পারাবার মাড়ায়ে
ফেলে দিয়ে সব আবরণ,
খসে যাক তোর আড়াল
পিছে ফেলে আয় তোর
চকিত চমক্ বন্ধন ভীরু
কুণ্ঠিত তনু মন
দ্বিধা দ্বন্দিত ক্ষণ,
অতীত অনুরণন।
আজ আকাশে বাতাসে
উল্কারি আশে
হা হা করে অনুক্ষণ
মত্ত তাহার হাসি—
সব হারাবার
দীপ্ত নেশার
মরণ বিজয়ী বাঁশি ॥

ওরে নগ্নিকা শোন্
তোর নগ্নকায়ারে ঘিরে
বাজে উৎসব ভেরী
সেই সে আদিম বন্য কামনা তান
বন্ধন ছেঁড়া বেদুইন রচা গান।
আজি ভূমার অন্ত ভেদি
সেই অসীমের
দীপ্ত সীমার—
মর্ম প্রান্ত ছেদি
উছলি উঠিতে চায়,
দিগন্ত চাপা সূর্য বালুবেলায়......
সেই অপরূপ
মেরু স্বন্দিত
ইঙ্গিত মেখলায়—
তারি সে দানের
দীপ্ত তানের
মাতালি উর্মি খেলায়
ময়ূরি স্বপ্ন ভেলায়॥

লেক রোড
কলিকাতা।

মর্ম বাণী॥

স্তব্ধ তব মৌনমুখ রাত্রির প্রাঙ্গণে
প্রশ্নের বর্তিকা জ্বালি
জ্যোতিষ্কের দীপ্ত শিখা হতে
খুঁজে ফিরি তারে

সীমা হারা ক্ষুধিত প্রান্তরে ;
মনের মর্মরে,
জাগিয়া জাগিয়া যাহা
বিদ্যুতের ক্ষণদীপ্ত তীব্র কশাঘাতে
জাগায়ে আমারে
সহসা হারায়ে ফেলে
আপনার পূর্ণ সত্তাখানি,
সেই মোর স্বপ্ন সীমা বাণী ;
সমাজি-মাদলে জাগা আরক্ত অধরে
জাগিয়া উঠিছে যেথা
ব্যঙ্গোক্তির বর্ণ সমাবেশ
মিথ্যার সোহাগে জাগা
ব্যর্থতা উন্মেষ।
ফেলে আসা
অব্যক্ত সে
বাণীর স্পন্দন
সৃষ্টি মন্ত্র গান,
বন সীমা চাপা দেওয়া
ব্যর্থ রিক্ত তান,
ফিরে পেতে চায় আজ
আমার আমিরে মথি
তারি নব অরূপ সন্ধান
ভুলে যাওয়া সে আদিমা তান ॥

অবিশ্বাসী আশঙ্কার অন্ধতারে আজ
দৃষ্টির কৃপাণে চিরি চিরি—
মনাগ্নির প্রদীপ্ত আলোকে জ্বলি
জাগিয়া উঠিছে মোরে ঘেরি
অনন্ত পিপাসা মম ;
রুদ্রের ভৈরব রাগে
প্রলয়ের অসহ আবেগে

বেদনার কেন্দ্র মথি,
কামনার কালো সে কল্লোলে
ভাসায়ে লইয়া চলে
মোর দৃঢ় স্বপ্ন সীমা খানি।
বাস্তবের লীলার প্রাঙ্গণে যাহা
মাগিয়া বর্ত্তন আপনার...
অরূপের অতৃপ্ত ক্ষুধায়
অব্যর্থের লক্ষ্য কামনায়
উন্মাদ আবেগে ছুটি
কতবার—
হারায়ে ফেলেছে তার গতি কলতান
অপথি শিখার কত
মদিরা মায়ায় ছলা
ঝলসি আলোর কালোভান ;
কৌতুকের মত্ত মরুতায়
আপন প্রাপণা ঘন বহ্নি বাসনায়,
দহিয়া দহিয়া তার
ব্যথাহত নগ্ন সীমাদেশ
ফেলেছে প্রক্ষেপি তারে
দিগন্তের পারে,
বারে বারে
অজানার নীলাভ আভায়
অন্ধতার আবর্ত্ত সীমায় ॥

ক্ষুধিত সাহারা প্রান্ত
রক্তিম সে ব্যথাতুর দান...
অভিনব অভিজ্ঞতা তান,
জাগিয়া উঠিয়া তার
রক্ত জিঘাংসায়
দিগন্ত কাঁপায়ে,
সীমান্ত ছাপায়ে,

ধ্বনিয়া তুলিতে চায়
সৃষ্টি-শঙ্খধ্বনি-বজ্রনাদ।
চাহি অগ্নি আলোর অঙ্গন
কামনার দৃপ্ত নব রোলে
ছুটিয়া চলিতে চাহে যাহা
দিক হতে দিগন্ত বেলায়
অরূপে প্রদীপ্ত তারি ঊর্মি মেখলায়
তাঁরি দৃঢ় প্রসার লীলায়॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ড ভালে যেন
আলোক কম্পনে কাঁপি কাঁপি
বন্য স্রোতে তার
হারায়ে যাইতে চায়—
সেই দৃঢ়
মোর প্রিয়
স্বপ্ন সীমা খানি।
অগ্নির সে সৃষ্টি সীমানায়
অরূপ তৃষায়
ছুটিয়া চলিছে যাহা
বিশ্ব ব্যোম ছাড়ি
অবিশ্বাসী আশঙ্কার
বজ্রবক্ষ ফাড়ি,
বিশ্বজয়ী বৈজয়ন্তী
সেই শুভ তান,
তারি নব মায়াময়
অরূপ সম্মান,
জাগিয়া উঠিছে যাহা আজ
দীপ্তির পুলকে,
নবতম শিখার উন্মেষে—
তারি মত্ত শক্তি রণবেশে,

সে নব মায়ায়
অনন্তের অরূপী ছায়ায় ॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

প্রশ্ন প্রদীপ ॥

প্রশ্নহারা শতাব্দীর মুমূর্ষু জিজ্ঞাসা
আজো কাঁদে নিরুত্তর রাত্রির তোরণে,
রক্তাক্ত সে হৃদয়ের অর্ঘ উপাচার
বহে ব্যর্থ ভার
কোন্ হীন ক্লীব প্রহসনে ?
ফিরিবার পথ নাহি,
চাহেনা ফিরিতে
মিটিবেনা বিক্ষুব্ধ এ হৃদয়ের উত্তপ্ত তিয়াসা
ফেলে আসা অতীতের
হারান সঙ্গীতে—
তবু কেন ঈপ্সিত সে হৃদয়ের
মৌন আকিঞ্চন,
বিস্মৃতির হীম শৈলে
জাগায়ে কম্পন,
আনে শিহরণ।
খুঁজে ফেরে সূচী ভেদ
দুর্ভেদ্য আঁধারে
ধ্বনিত সে প্রতিধ্বনি—
মূর্ছাতুর মর্ম আর্তনাদ
শতাব্দীর শাশ্বত জিজ্ঞাসা ;
খুঁজিয়া ফিরিছে আজো

আপনারে মথি,
ভূমারে ভেদিয়া যাহা
ব্যগ্র বাহু মেলি—
কণ্ঠ লগ্নি সোহাগের আতপ্ত আবেগে
করিছে চুম্বন
রাত্রির কুহেলী মায়ায় থাকি…
আপনারে ঢাকি ;
অব্যক্ত এ প্রশ্নের রণন
অরূপের খেয়ালী মনন
বক্ষ দীর্ণ জিজ্ঞাসার রক্তাক্ত ক্ষরণ ॥

তন্দ্রাহীন কত দীর্ঘ রজনীর
তপ্ত দীর্ঘ শ্বাস,
আহত সে প্রতিহত
জাগায়ে প্রয়াস,
অপেক্ষিয়া আছে ওই
চির স্থির মৌন সুগম্ভীর
হিমাদ্রির স্তব্ধতা নিবিড়
আত্ম সমাহিত
নিরুদ্বেগ নিরুত্তর পানে।
নাহি জানে
শূন্য ডালি,
শূন্য আজি এ পূজার
সেই অর্ঘ থালি ;
কি যেন চাহিতে এসে
হারায়ে ফেলেছে শেষে—
আছে শুধু রিক্ত হাহাকার
স্তব্ধ রূঢ় ঘন অন্ধকার।
তারি বক্ষ চিরে
রিক্ত রশ্মি ব্যর্থতায়
আসে যায় ফিরে

নাহি জাগে আলোর সম্পাত ;
তবু যেন মনে হয়
বিক্ষুব্ধ এ ধরণীর
মথিয়া অন্তর
রজনীর পুরো ভাগে
হয়তো উঠিবে জেগে
চির স্থির তপোমগ্ন মৌন ঋষি বর
শাশ্বত এ জিজ্ঞাসার চির নিরুত্তর ॥

খাম্বাজ—রাগ।

॥ বন্ধ্যা অভিসার

দিনান্তের শেষ রেখা
মুছে যেতে চায় যবে
সমাপ্তির গানে
রাত্রির আহ্বানে—
তুমি কি এসেছ প্রিয়া
ক্রোধান্বিতা
দর্পিতা আমার
ভেঙ্গে কি ফেলেছ তবে
সেই তব গর্বোদ্ধত
ঔদ্ধত্যের ব্যর্থ সিংহদ্বার ?
মুছে কি এসেছ তবে
লজ্জা ক্রোধ তাপ...
যতো মৃত অতীতের
দীপ্তিহীন অক্ষমের
শূন্য অভিশাপ ?
তারি তপ্ত অনুতাপ

পেয়েছে কি তোমার সন্তাপ।
যদি হয় তাই
তবে কেন তব ওই
বদ্ধা অধরেতে
না ফুটিছে ভাষা ;
আজিও কি তব তীব্র
তীক্ষ্ণ জিঘাংসায়
করিবে জর্জর মোরে
লয়ে তব অন্তহীন অনন্ত তিয়াসা ;
ম্লান হয়ে গেছে আজি
এ দীপের আলো
শিখা তারি হয়ে এল ক্ষীণ
দীপ্তির দীপিকা তারি
হয়ে যাবে হীন
জ্বলিয়া নিভৃতে ;
তবু তুমি যাবে কি দলিয়া
মদমত্ত তব দৃপ্ত পায়
দাহ হীন এ দীপের
শেষ রশ্মি রেখা ;
জানি মনে মুছে গেছে
সে দিনের লেখা,
অতীতের ব্যর্থ রক্ত রাগে...
মনের মর্মরে যাহা
হয়ে গেছে ম্লান
নহে সে উড্ডীন আজি
থেমে গেছে ক্ষীণ তার
বাঁশরি সম্মান ॥

অন্তরের বদ্ধ-দ্বারে
বারে বারে করে করাঘাত
কোন্ এক অশান্ত ভীরু

বিদ্যুতের বক্র কশাঘাত ;
ফেলে আসা সুদূরের
মৃদু কালো ভান,
ফিরে পেতে চায় তারি
নকলি সম্মান
অতীতের মান।
হে মোর দর্পিনি,
তবে কি এ রুদ্র তব
ক্ষুব্ধ অভিমান
এই মাতালি পরান
মিছে তব ভান,
এত কাল ধরে
আপনারে রেখেছ ঘেরিয়া সদা
সুকঠিন রূঢ় এক
অন্ধ বর্ম মাঝে,
যেথা তব রাজে
স্থানুর স্থিতিকা স্তব্ধময়ী
ওই নীরবতা—
ওই মৌন ইন্দ্রজাল
জ্বালাইয়া জ্বলো—
অগ্নির সে দীপ্ত দাহিকায়
সে কি কুহকী পরান... ?
ওই তব ভ্রষ্ট পথি
কর্ম যোগ্য ভালে
ওই তব জীবনীয়া
ভ্রষ্ট দীর্ঘকালে ॥

তাই কি এসেছ তুমি
ভীতা ত্রস্তা কুণ্ঠাময়ী
মোর মর্মরাণী,
বাণী হীনা

কর্ম প্রান্তে লীনা
লয়ে তব অপূর্ণ মহিমা
চাহিতে এসেছ বুঝি ক্ষমা ?
না না না
চাহিও না তারে
বারে বারে এ মিনতি
পাঠায়েছি মোর মর্ম-দ্বারে
শঙ্কা হুহুংকারে,
ক্ষুব্ধ তাপিত তপ্ত
এ বর্বর প্রাণ
জানি মনে পারেনি তো দিতে
এ মোর যাত্রায়
তব বন্ধ্যাত্ব সম্মান
এই সমাজি ছায়ায়,
ভুলিতে পারিনি কভু
অক্ষমের এই মর্মদাহী
অতৃপ্তির বিষ-দংশি জ্বালা ।।

অতীতের কোন্ এক
অমানিশা ক্ষণে
কি এক পৈশাচি ঘন
আনন্দেতে মাতি
তারি লাস্যে তাতি
দানে তারি—
ব্যথাতুর গানে
হে মোর বঞ্চিতা
চির অনাদৃতা
মোর অগোচরে
মোরি পূজা তরে
দিয়েছিনু ভরে
যে অর্ঘের থালা

তব মর্মে তাহা আজি
হলো তপ্ত বিষ—
হলোনা সে বাসরের দীপ্তির সোহাগে
সেই ফুল মালা।
জানি মনে তাই
সরোষে হানিয়া তারে
তীব্র জিঘাংসায়
ফিরায়ে নিয়েছ মুখ,
জানি প্রিয়া, জানি
সে আজি জীবনে মোর
নকলিয়া চুক,
ব্যর্থতা উন্মেষ
তারি শেষ রেশ॥

মিছে ভয়,
থাক প্রিয়া থাক
মুছে যাক না বোঝার
ধূমেল কালিমা যত ;
তব ওই ফুজিয়ামা
উন্মাদ উচ্ছাসে
যে ভাষা উঠিত জাগি
তীব্রতা উচ্ছাসি—
তোমার ও তপ্ত ওষ্ঠ পাশে
প্রলয়ী ধ্বংসের আশে
তীব্রতম জিঘাংসায় তব
স্পর্শীতে পেরেছে সেকি কভু
আমার আমিরে।
তোমারি চৌদিক ব্যাপী
উঠিয়াছে যাহা
তোমারি ক্রোধের তাপে
ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া

পুড়ে তাহা হয়ে গেছে ছাই,
জানায়েছে তোমা'
আমারে আঘাতি অস্ত্র
তব হাতে নাই,
তব ক্রোধী হোমানল
শূন্য রিক্ত তাই ॥

হে মোর নিদ্রিতা
অতীত মায়ায় ভরা
নব সুপ্তোত্থিতা,
ছিঁড়ে ফেলে দাও আজ
যত দ্বিধা দম্ভের বারতা
ব্যর্থ রিক্ত সাজ,
ভেঙ্গে যাক আজ তব
কঠিন কারার ছায়াতান
তারি ব্যর্থ ভান।
থাক মান অভিমান...
বাড়াওনা আর,
অশনির গর্ভে জাগা—
মিথ্যা কলোতান
তারি প্রিয় মান ;
প্রাপ্তি ও দান,
দ্বৈত শিখায় জাগা—
ব্যর্থ রিক্ত মান
তারি ছায়া তান
না বোঝার ভান—
ছলনা ছায়ারে হরি
বেদনারে পরিহরি
মুছে যাক আজ মম
শেষ দিগন্ত দীপ্তির পথ ছুঁয়ে
ষাস্তবী গান গেয়ে ॥

হে মোর তিয়াসা
এই মোর জীবনের ক্লিন্নতার পরে
এই রিক্ততার ঘরে
আমি মিছে করিনিতো
সেই স্বপ্ন আশা—
এ দিনের লগ্নছলা
মরমিয়া বাসা।
তব ওই,
নীরব ওষ্ঠের বাণী যাহা
মোর মর্ম কানে
করে ব্যর্থ কানাকানি
কলতান হানি
এ লগ্নের পরে ;
জানি আমি সব জানি
জানি বন্য রাগিণীর তান,
জানি তার ব্যর্থ ভৈরবী গান,
মানি আমি মানি তার
অসহ আলোর পানে
স্বপ্নের অঙ্গনে
ক্ষুব্ধ অভিমান ॥

বৃথা চেষ্টা কোরোনা কোরোনা
তব ওই অধরের অন্ধতারে চিরি
নাহি যদি ফোটে ভাষা
মিটিবেনা,
মিটিবেনা মোর
ব্যর্থ এই জীবনের
অনন্ত তিয়াসা।
ঘৃণিত জীবন পাত্র ছাপায়ে ছাপায়ে
ঝরিয়াছে যাহা
ক্লিন্ন ছলনায়,

জাগাবেনা এরে আর তাহা
পারেনা জাগাতে
তারি মত্ত সোহাগের
ব্যর্থ ভনিতায়
নকলি মায়ায়—
ওরে সে যে সেই অরূপের দান
নহে স্লিগ্ধ সমাজি মায়ার
শেষ প্রান্ত তান
হঠাতের বিজুলির ভান ॥

লেক রোড,
কলিকাতা।

আবর্তন ॥

মনে পড়ে অতীতের
ছায়া ঘন বেদনা বাসরে
আশার আকূতি দিয়ে
ভবিষ্যের দীপ জ্বালা
সুদূরের ঘন নীলাম্বরে
যেথা তুমি
অমৃতের বার্তাবহ
প্রেমিক সন্ন্যাসী
বসন্তের রাগ রক্ত অধরে চুম্বিয়া
ভ্রমিয়া ফিরিছ কত বনে উপবনে।
যেথা হতে সে লগ্নের বৈজয়ন্তী তান
শিহরি কাঁপিয়া উঠি
আপনার বন ছন্দ গাথে

মৌন মোর মননের
স্তব্ধ তপোবনে
জাগায়ে তুলেছে তার অরূপ সম্মান,
সে মদিরা তান ;
সপ্ত-রঙ্গা আলোকে রাঙিয়া—
দীপ্তির পুলকে জাগি
ঝংকারি উঠিয়া তার
বৈতালিক সুর
তোমার আমিরে চাহি
খুঁজিয়া ফিরিছে তোমা
দূরে-দূরান্তরে ।।

কোথা তুমি
কোথা সেই আলোক প্রবাহ
আনন্দের অনিন্দ্যসুন্দর
প্রেমী ঋষি বর
কোথা তুমি হে চঞ্চল
যুগান্তের অন্ত অভিপ্রায়
লুকানো কোথায় ।
সেই তব তীব্র বহ্নি জ্বালা
আপনার দীপ্ত সত্য জ্ঞানে
আলোড়িয়া মহাব্যোম
জাগিয়া উঠিবে যাহা
অশনির তীব্র গতিবেগে
উন্মত্ত আবেগে ;
কোথা তুমি হে ভৈরব
অমৃতের উষ্ণ পরশন
তোমারি অধরে দীপ্ত
কোথা সেই
অনির্বাণ দীপ অগণন,

অমেয় সে পুলকের
চল ছন্দ সঙ্গীত উন্মেষ
তুমি অনিমেষ
কোথা সে নির্দেশ ॥

মনে পড়ে অতীতের
মহার্ঘ সে স্বপ্ন সীমা ভরি
যে বাণী জাগিয়া উঠি
আপন প্রজ্ঞায়
খুঁজে পেতে চায়
সীমা হারা বেদনার শেষ প্রান্ত তান
তোমারি অম্বরে দীপ্ত
তোমারি সম্মান ;
সে দিনের সেই তব
স্তব্ধতার অতন্দ্র অঙ্গনে
ব্যথারে বিদীর্ণ করি
চেতনার নব দিগঙ্গনে
জাগি ওঠে,
অশান্ত হিল্লোল এক
আপন ঈপ্সায়
অরূপের স্বপ্ন সাধনায়।
জীবনী অঙ্কুর সেই
আবর্তনি প্রাণ
তোমারি প্রান্তরে যাহা
তোমারি ঋত্বিক জয় গান
মিলনের সুদুর্লভ মাধুরিমা তান
নব জীবনের তব
নতুন আহ্বান ॥

ডায়মণ্ড হারবার রোড,
কলিকাতা।

।। বন্দনা ।।

জীবনের পথে পথে
চলেছ অনেক পথ তুমি
তাই পথ-শ্রান্ত ক্লান্ত
তব দেহ খানি,
রাখি এই ধূলিম্লান ধরণীর পরে
লভিছ বিশ্রাম আজি মহা শান্তি ময় ।
নহে অবলুপ্ত এই বিলুপ্তির অন্ধকার তব,
সুসুপ্তির রুদ্ধদ্বার করি উৎঘাটন
হে জ্যোতির্ময় দিবে দেখা
নবীন প্রভাতে পুন ।
পাপ, তাপ, সন্তাপের
মিথ্যা মায়াবাদ
করিয়া হরণ
দিবে মোরে দিব্যজ্ঞান জ্যোতি ;
দূর করি মোহাচ্ছন্ন অন্ধকারে
তোমার অমিয় অরূপ আশীষ ধারে
নূতনের সেই তব আলোক জোয়ারে
সত্য পথ উঠিবে উদ্ভাসি ।।

তোমার অন্তিম নিশ্বাসে
যে বাণী উঠেছে নিশ্বসি
মঞ্জুরিয়া হৃদয় কাননে মোর
ফুটি তব ওই নব রূপে
অর্চিবারে তোমা নিরবধি ।
মঙ্গল আহ্বান তব
ডাকে মোরে দিক হতে দিগন্তরে,

হে পিতঃ অসমাপ্ত তব ব্রত
সিদ্ধ হোক মোর সাধনায়,
জানালেম তোমারে প্রণাম মোর
দিগন্ত সীমায়
ছন্দহীন গীতি বন্দনায় ।।

ভবানীপুর, কলিকাতা

জন্মদিন ।।

এই স্তব্ধ বৈশাখের
তাপ দগ্ধ ক্ষুব্ধ দ্বিপ্রহরে
কক্ষে একা সঙ্গীহীন
মনে হলো,
আজি মম জন্মদিন।
আজি নব উন্মেষের দীপ্ত বিভাবরী
পরায়েছে রক্তটিকা
দিগন্তের ভালে
জাগি দীর্ঘ অতন্দ্র শর্বরী ;
ফেলে আসা কোন্ এক
বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে
ভেসে আসে আজো তারি
ম্লান গন্ধ ভার
তুলিতে সম্ভার
তারি ব্যর্থ সোহাগের
মুহূর্ত বিভার,
যৌবনের দীপ্তিহীন
ছায়া ম্লান ক্ষুব্ধ আঙ্গিনায়
জ্বালায়ে তুলিতে চাহে

ম্লান শিখা তার
আবর্তের পথে আর বার ॥

ফিরে দেখি অতীতের ছায়ালোক পানে
দলে আসা জীবনের বেলাভূমে মম
রয়েছে অঙ্কিত
মুছে যাওয়া কত শত সহস্রের
স্বল্প কটি দৃপ্ত পদ রেখা,
নাহি জানি
কবে কোন্ অনির্দেশ
নির্দেশের বার্তা মনে মানি
অজানার সরণী শিখায়
বাজায়ে তুলিয়াছিল
বসন্তের সোহাগ সম্ভারে
কার স্বপ্ন বীন
সেই মম জন্মদীন ॥

বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে
বৈশাখের তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে
ছিন্নকরি রুদ্রের সে
রুক্ষ জটা জাল
অশনির কলরোলে জাগায়ে অম্বর
প্রমত্ত সোহাগ ভরা
বিক্ষুব্ধ সে ভৈরবের
বাজায়ে ডমরু
যাত্রা হল সুরু।
মনে হয় যেন
পুলকের অনন্ত আলোক পথে
ঝলকি উঠিল কোথা
আশঙ্কা বিদ্যুৎ
বিক্ষুব্ধ এ ধরণীর সংকেতের দূত।

মোর মর্মে বাঁধি দিল
স্তব্ধ বীণা খানি
কখন না জানি ;
স্তব্ধ মৌন সুরের ঝংকারে
সৌম্য শান্ত শিবের ওংকারে
অনন্তের যাত্রা পথে,
রণিয়া উঠিছে যেথা
সে লগ্নের অরূপিয়া বীন,
বসন্তের অন্তিমের
নূপুর নিক্কনে
তারি আলিঙ্গনে
তারি প্রান্তে হতে চায় লীন,
বৈশাখের তাপ দগ্ধ
শ্রান্ত রুদ্র অনন্তে আসীন
এই মম জন্মদিন ॥

সেদিনের মুহূর্তের দানে
বিথারিয়া দীপ্ত বিভাবরি
খুঁজিয়া ফিরেছে কারে
অনির্বাণ দীপিকারে স্মরি
তাঁরি স্বপ্নবীন ;
বৈশাখের নব দিগঙ্গনে
অগ্নির উৎসবে দীপ্ত
আলোক প্লাবনে
ভৈরবের পাঞ্চজন্যে
জাগায়ে কল্লোল
তারি অঙ্কে হল যাহা লীন
আজি সেই লগ্নাঘাতি
বৈশাখীর মহনীয় দিন।
কক্ষে একা সঙ্গীহীন
শুনি যেন তবু কোথা

বাজে ঐ
উৎসবের শান্ত মৌন বীন
মনে হল আজি মম জন্মদিন ;
এ যেন তাঁহারি বীণা
মোর অঙ্কে লীন—
জীবনে আজিকে মোর
হয়েছে উড্ডীন
সুপ্তির দুয়ার ভাঙ্গি
তারি স্বপ্নে রাঙি
এসেছে জীবনে মোর
আজি জন্মদিন ॥

কোলাবা
বম্বে।

৭ ॥ প্রতীক্ষা

হে সুন্দর
হে আমার ঈপ্সিত তিয়াষ
কোথা তুমি ?
কোথা তব উন্মেষের ইঙ্গিত আভাষ
কোথা সেই আনন্দের অমিয় নির্ঝর
আলোক পুলক বন্যা
সুন্দরের গীতি মোনহর।
কোথা সেই কলুষ কালিমা ধোয়া
প্রেম মন্দাকিনী
শান্তির প্রশান্তি ভরা
তব স্নিগ্ধ শান্ত বক্ষখানি ॥

ব্যগ্র বাহু যাচে তোমা
ইথরে অম্বরে
কালিমা কলুষ ছাওয়া
এ ধরার বক্ষ চিরে চিরে
নতুনের সীমান্ত সম্ভারে
ছলিয়া তাহারে বারে বারে
হে মোর তিয়াষ।
তব লুব্ধ কামনার
প্রতিক্ষিত আশ
নিরত শোষিছে মোরে
করি রুদ্ধ শ্বাস
বিশ্বাসের স্পন্দিত দোলায়
বাস্তবের প্রমত্ত খেলায়
মথিয়া আমারে,
নিয়ে যেতে চায় তার
সুপ্তির গহ্বরে ॥

অশান্ত বেদনা ভারে
অশ্রু জমে স্তরে স্তরে
অন্তরের অন্তর কন্দরে
সঙ্গীত মূর্ছিয়া পড়ে
রুদ্ধ কণ্ঠ ব্যথাতুর
স্ফুরিত অধরে।
সাহারার হাহারব
মহাশূন্যে করে তার
আর্ত কলরব,
শুষ্ক ওষ্ঠ
তৃষিত অন্তর
রহি রহি কাঁপে নিরন্তর
মোর দিগন্ত সীমায়
আগতের অরূপি মায়ায়

বিশ্বাসের অস্পষ্ট শিখায় ;
কোথা তুমি
হে মম সুন্দর,
মোর নিশাকাশে
কবে তুমি উদিবে হে
দীপ্ত সূর্য নবীন ভাস্কর ॥

তব নব উন্মেষের
উল্কা আলো জ্বালা,
মোর নভে
দোলায়ে রেখেছে এক
অশনির অন্ত কামি
অতৃপ্তির মালা।
তোমার আমিত্ব ভরা
শৈল শীর্ষে চাহি
বেদনায় অবগাহি
ক্লান্তিহীন, তৃষিত অন্তরে
দাঁড়ায়ে রয়েছি দূরে,
দুটি রিক্ত করে
না ভরিয়া পূজা অর্ঘ সাজি,
করিয়া চয়ন
প্রস্ফুটিত ব্যথা অগণন
নব তম দানের মাধুরী তব
ওরে মোর মর্মের রণন
আত্ম বিমোহন ॥

নাহি লজ্জা
নাহি মান অভিমান
আছি লয়ে স্পন্দিত পরান,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে

অশনির তীব্র অট্টহাস
বিলুপ্তির জাগায়ে আভাস,
ক্ষদ্যোতে জাগায়ে আশা
চেয়ে থাকে অসহায়
শান্ত ভালবাসা
দীপ্তির তিয়াষা।
তৃষিত অন্তর
রহে নিরুত্তর,
হে মোর সুন্দর
পারিজাত চুম্বিত পরাগ
মোর স্বপ্ন নন্দনের
প্রথম মুকুলে যবে তুমি
জাগালে সোহাগ
কোথা সেই লুব্ধ তব
দীপ্ত অনুরাগ
বাঁশির অতৃপ্ত সুর
কোথা তব জীবনী বেহাগ
তারি স্বপ্ন রাগ ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

আকুল আহ্বান ॥

হে প্রিয়া—
হে আমার স্বপ্নময়ী
হে আলো কল্লোল
হে মোর বাসনা বহ্নি

ব্যথা উতরোল
জীবনীয়া দোল,
হে মোর চেতনা-দ্যুতি
মর্মের আকুতি
হে মায়া কাজল।
কাছে এস
এস কাছে
লজ্জাহীনা
কুণ্ঠাহীনা
অনবগুণ্ঠনে
মর্মরিয়া মোর স্বপ্ন বনে ;
প্রস্ফুটিত
লুব্ধ তব দীপ্ত আকিঞ্চনে
কাছে এস
হে মোর অধরা
আপনাতে আপনি বিভোর
সর্ব সুর হারা
এস কাছে ॥

সন্ধ্যাকাশে জাগে যবে
স্তব্ধতার ভীরু হাতছানি
প্রকাশের বিদায়ী লগন,
মাগিয়া চুম্বন যবে
ছায়ার প্রাকারে রাখি যায়
জিজ্ঞাসার ছোট দীপখানি
নির্ভিকা সে তুমি
এস কাছে
ফেলে দিয়ে
চির প্রিয় প্রসারিত
সমাজিয়া স্বর্ণাঞ্চলখানি,
ক্লান্ত সুর লেগে যদি থাকে তব

চরণের নূপুর নিক্কনে
ফেলে দিয়ে এস তারে
কোলাহল মুখরিত
ক্ষয়িষ্ণু সে
জনতার বাহির দুয়ারে
জিজ্ঞাসার নিরুত্তর পারে।
চূর্ণ করি এস তব
সুবর্ণ.শৃঙ্খল মালা
কল্যাণ কঙ্কণ
ঈপ্সিত সে বন্দিনির
চির আকিঞ্চন
মিথ্যা বিভূষণ ;
মুছে দিও আরক্তিম
সিন্দুর কলঙ্ক টিকা,
বিজয়ীর চির অধিকার
শোভে যাহা ললাটে তোমার
অতীতের নিশি পথ পরে
আপন আকুতি ভরা
নহে সে তোমার
সেই ঘৃণ্য মিথ্য অবিচার ।।

এস প্রিয়া—
এস তুমি লজ্জাহীনা
ক্ষুধাতুর আরক্ত অধরে,
নিয়ে এস সাথে করে
কামনার তীব্র বিষ জ্বালা
সর্বাঙ্গে তোমার,
আমারে করিতে অধিকার
কাড়ি লও মোরে
বুভুক্ষিত
সেই তব

উষ্ণ বক্ষ পরে
তোমার আমিরে
দেহাতীত তোমার আত্মায়
আপন সত্ত্বায়
কলহাস্যে বিজয়ীর তুলিয়া সম্ভার
আমারে করিয়া লও
তুমি অধিকার ॥

কাছে এস
এস কাছে
হে প্রিয়া আমার
স্পন্দন নিবিড় ঘন
তব বক্ষে কান পেতে
শুনিব সে
মোর হৃদি মর্মরের
ভুলে যাওয়া তান
মানবী সম্মান,
তারি নব বৈজয়ন্তী গান।
তোমার আমিরে চাহি
জাগিয়া উঠিছে যেথা
আকুল আহ্বান,
দিকে দিগন্তরে
ঈথরে অম্বরে
চেতনার নব যুগান্তরে
নতুনের স্বপ্ন অভিযান
তোমারে ঘেরিয়া আজি
লভিবে সম্মান
নবরূপে
সত্যের সে শিখা অনির্বাণ ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

॥ গতি ফের ॥

ওরে আমি যে এসেছি
বিপরীত স্রোতে
উজানের ঢেউ ঠেলে
না বলা প্রান্তে
মৌন শিখায়
নিবু নিবু দীপ জ্বেলে।
যেথা দানের প্রান্তে
মহার্ঘ মায়া
ছায়া ছবি কত আঁকা
কত মরিচিকা
কত মায়াফাঁদ
বুনিয়াদ কত বাঁকা
নীতির মর্ম
শকুনি ধর্ম
আপন মহিমা বলে
ধর্ম সীমারে জাঁকায়ে রেখেছে
সত্য শিখারে ছলে ;
যেথা ত্যাগের গরিমা
আত্মাহুতির বিজয় কেতনে ওড়ে
উচ্চ শিখরে ওরে,
শোষণের নীতি
শাসনের ভীতি যেথা
স্বার্থ সীমানা ছায়
অপথিয়া গান গায়,
যেথা মর্ম কাড়িয়া
তাহারি আসরে
মরমি বাসরে তার

নানা উৎসবে
নানা ছলরবে
অপরূপ ইশারায়
আমারে হরিতে চায়।।

ওরে কেন করে কানাকানি
ওরে কেন এ মর্ম বাণী
ওরে কোথা থেকে একি আসে
বিপরীত স্রোতে ভাসে
ওরে কোথা হতে
কার আহ্বানে
ইচ্ছা বন্যা টানে
কোন মধু উচ্ছ্বাসে
কার বিষ নিশ্বাসে—
অতীত চেতনা শেষ করা তার
সব হারাবার ত্রাসে,
মত্ত মদির
স্তব্ধ অধীর
করুণা প্রান্ত পাশে
সকরুণ হাসি হাসে।
সেই সে জানার
হুহু বেদনার
আবর্ত ছায়া মায়ার মন্ত্রণায়
গত অতীতের
যত গতিফের
প্রশ্নবাদের অদৃশ্য মসীছায়
নবনীতিবাদে
যে শিখা আজিকে
বিপরীত স্রোতে ধায়
সেই সে গতির
এ মহা মতির

ছন্দপতনি ব্যর্থতা জানাজানি
না মানার পথে
মুক্তির রথে
যার শেষ মানা মানি—
উজান স্রোতেতে ভাসে
নকলিয়া সুর ত্রাসে
চিরকালিনের সুর সম্পদে
আজ যাহা হল সাধা
তাহারি মর্মে বাঁধা
তাই ঝংকৃত বীণা তার
ছিঁড়ে যায় বারে বার
নতুনের সীমা স্মরি
এই উপান্তে
নব নীতি পথে
বিপরীত স্রোতে বরি ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

॥ চন্দ্র মায়া ॥

আজ ধরার হুহুংকার
কোন অরূপের গাণ্ডীব টংকারে
কোন সাধনার যজ্ঞের ওংকারে
কোন প্রাপণার অদম্য পিপাসার
সীমানা ছাড়ায়ে
ভুমারে মাড়ায়ে
অতীত শিখার নিভন্ত আলোছায়
তোমারে কাড়িতে চায় ;

নীল নীলিমায়
হয় জানাজানি
ছন্দপতনি বিবর্তনির
নব নর্তনি সুর,
স্বপ্ন পসারী হুহুংকারের
প্রলাপি নাচ নূপুর।
সীমানা হারায়ে
অসীমের মাঝে
তব সীমাখানি পাওয়া,
চাওয়ার অহংকারে
মাড়ায়ে তোমার পেলব প্রান্ত
অতি অশান্ত দৃপ্ত মত্ততায়
কেড়ে নেয় তব বসন প্রান্ত
নগ্ন বুভুক্ষায়
খুলে নেয় কটি বাস
ছলনা মায়ার
মঞ্চ ছায়ায়
তোমারে দেখিতে চায়
সুপ্ত মগ্নতায়।।

কল্পকলার ছায়ার মায়ায়
ব্যর্থ গরিমা হারা
রিক্ত মুকুট হীন
নগন্য অতি দীন
গত স্বপ্নের
মধু মঞ্চের
মত্ত মিতালি গান
মর্ম বিদারী অরূপিয়া রূপ
বিজয় গর্ব তান।
কত ছলনার
বিপথি উর্মি খেলা

কত লালসার স্বচ্ছ মদির
দৃপ্ত মেখলা মেলা
মিথ্যা মায়ার ভান
আজ হয়ে যাবে
এই উৎসবে
মগ্নতা আঁকি আঁকি
ভেঙ্গে চুরে খান খান ।।

কাড়িয়া তোমারে
দিগন্ত পারে
জয়ের হুহুংকারে
নব চেতনার
বাহু বেষ্ঠনী ডোরে
রাখিবে তোমারে ধরে,
তব কলঙ্ক,
ছলনা ছায়ার
মরিচিকা মায়া রূপ—
জাগিয়া উঠিবে
আপন স্বরূপে
নব রূপে অপরূপ ।
শিহরি উঠিবে
শঙ্কা আকুল শ্বাসে
আনত আনন এসে
বিবসনা বেশ বাসে
তব স্বপ্ন বনানী বনে
চমকিয়া ক্ষণে ক্ষণে
লুটায়ে পড়িবে
বিজয়ী বক্ষে,
সরমি তাহারি
মধু কটাক্ষে
হারাবে তোমার লাস্য লালিমা

মাধুরী মাখান
মধু উষ্কিষ খানি ।।

গগনে গগনে
হবে জানা জানি
বিশ্ব সভায় হবে কানা কানি
তব নব অভিষেক,
মুখ পানে তব
করুণা কৃপায় যরে
চাহি রবে অনিমেখ ;
স্বপ্ন হারানো
মধু অরুণিমা
তবুও তোমার লাজের মহিমা বহি
সঙ্গী বিহীন নিরালা রাতের
খুলিয়া সুমুখ দ্বার
ফিরে চেয়ে বারে বার
হাসিও মধুর হাসি
কুড়ায়ে তোমার লুপ্ত গরিমা
কালো আকাশের বুকে
জাগি রয়ো দান সুখে ।
তুমি যে ধরার
স্বপন পারের খেয়া
অধরা দীপের শিখা
দীপ্ত বিজয় টিকা,
হরিয়া তোমারে কোন্ সে অহংকার
বিজয় গর্বে বাজাবে ব্যাথার তার,
পরশ দিঠির আশ্বাসে দৃঢ়
তোমার আমন্ত্রণে
মানি লয়ো এই
সুদূর পসারী জয়ের হুহুংকার

চাঁদে ছোঁয়া তার
বিজয়ের ওংকার ॥

আজাদ নগর
বম্বে।

॥ প্রেম ॥

বিস্মরণের কেন্দ্র ভেদি
কবে কোন প্রথম প্রভাতে
কোন সপ্ত সাগরের
মথিয়া অন্তর
রোমাঞ্চের মধু ভাণ্ড হাতে
কোন উষালোক হতে
হরিয়া তাহার
সুবর্ণ আলোক ছটা
দীপ্তির ঝংকার,
কোন গ্রহতারকার
কাড়ি লয়ে স্নিগ্ধ হাসিটুকু
সুপ্তি মৌন নিশীথের
কোন্ পথে পথে
করি সঞ্চরণ
করেছ হরণ—
এ বিশ্বের
ঋতুরাজ বসন্তের
প্রস্ফুটিত মধুবর্ণ,
রজনীগন্ধার বনে
ভ্রমিয়া কখন

তনুর তনিমা মায়া
করিয়া চয়ন,
কুমুদিনী নিমীলিত আননের
লজ্জারুণ প্রচ্ছন্ন গরিমা
করি আহরণ
সচকিয়া,
জ্যোৎস্নালোকে থেমেছ কখন
আত্ম বিমোহন,
করেছ কামনা
শশাঙ্কের সঙ্গ আরাধনা
তুমি অন্যমনা ।।

কোন্ স্বর্গ ললনার
মাগি লয়ে প্রিয় বীণাখানি
ধ্বনিয়া তুলিছ তাহে
আপনার তৃষাতুর
অতৃপ্ত সে
মর্মের রাগিণী,
যুগান্তের সীমা হতে
বহে আনা
কোন্ মধু যামিনীর
অকথিত অসমাপ্ত বাণী
বাজাতে সিক্ষনি,
উছলিয়া কোন্ স্বচ্ছ তটিনীর
ছাপায়ে দুকুল
তোমারে বিভ্রান্ত করি
করে দিক ভুল ।
কোন্ স্বপ্ন মর্মরের
মধুর কাকলি
উঠিছে আকুলি
চাহিয়া পরশ তব ;

আঁকিছে আল্পনা
নিত্য নব নতুনের
বৈভব কল্পনা,
বনাগ্নি আলোকে তাতি
মাতিয়া উঠিতে চাহে
মনের মর্ম্মরে
তারি অগোচরে ॥

কোন্ হৃদি মঞ্জিরার
আকুল আহ্বানে
উদ্বেলিয়া সপ্ত সিন্ধু
মূর্চ্ছিয়া পড়িতে চাও
আশাহত
প্রত্যাশার বিশ্বাসে আকুল
উত্তপ্ত বেলায়
প্রমত্ত খেলায়।
কার ছলনায়
লক্ষ্যভ্রষ্ট কোন্ ফুল-শর
পুলকের আরক্ত আবিরে
রাঙ্গায়ে ধরণী
দিকে দিকে
বাজায়ে তুলিতে চায়
তব আগমনী ;
কে সেই মরমী
কার লুব্ধ অধরের
স্ফুরিত আবেশ
তোমারে ব্যাকুল করে,
চাহে অনিমেষ—
যারে চাহি
সঁপিয়া আপনা

আলোক দ্যোতনা তুমি
আঁকি দিলে প্রথম চুম্বন
তব দীপ্ত ভাস্করের
উষ্ণ পরশন ॥

ওয়ালি—বম্বে।

॥ নব দোলা ॥

ওরে ও আমার
বিরাটের নব দোল
ওরে ও আমার
স্বপ্ন সীমার
আনন্দ কল্লোল,
ওঠ্ জেগে ওঠ্
মর্ম বীণার রক্ত জাগান
বক্ষ কাঁপন মাগা
সেই হিল্লোলে ভৈরবী ছোঁওয়া
নব উল্কার দোল
যার কম্পনে জাগি
চারিভিতে আজ আমি
পাঞ্চজন্য পরে
মহাপ্রলয়ের উন্মাদি কলরোলে
বাজায়ে তুলিব তারি
মরমিয়া ঘন জীবনী কাঁপন
তারি স্বপ্নের বোল।
হোক যা হবার
যে কাঁদে কাঁদুক

মোর চলা পথ পরে
চাহিব না আমি ফিরে ;
ছোট প্রাপণার প্রান্ত ছাড়ায়ে
মরণী বিষাদ ছায়ারে মাড়ায়ে
ছুটে যাব আমি ওরে
অসীমের মহা প্রাঙ্গণে
নব চেতনার আলোক দীপ্ত
সেই নব দোলা অঙ্গনে
তারি দীপ্তির অসহ শিখায়
জ্বলিয়া উঠিব ধীরে
চাহিব না পিছু ফিরে ॥

ঝঞ্ঝা আসিয়া মত্ত পায়
রক্তে জাগাবে দোল
তাঁরি রাগিণীর অনন্তে জাগা
উচ্ছল কলরোল,
তাথিয়া তাথিয়া প্রলয় নৃত্যে
মথিয়া ধরিত্রী
কাড়ি লব মহা বৈভব
সর্বনাশের
সে মহা ত্রাসের
তূরী ভেরী জাগা ভৈরব,
নব দিগন্তে
নব জীবনের
নতুনের এক দোলা
অসীমের বুকে
সীমার প্রান্তে
দেহ দিগন্ত খোলা।
মহা বিনাশের বুকে
সৃষ্টি মদির সুখে
জাগায়ে তুলিব নব সৃষ্টির

মোর চেতনার
স্বপ্ন সীমার
রক্ত মদির
কল্লোকল্লোলি
দৃপ্ত অধীর রব
সেই দীপ্তির
মহা সৃষ্টির
বেদনা মহোৎসব
উল্কা সীমার প্রান্ত আহবি
চেতনার নব দোলা
তারি দিগন্তে শিশু প্রান্তরে
অরূপের রূপ খোলা
মন বনান্তে
দেহালি মদির
অপরূপ তারি তানে
দেহে নিমগ্ন
স্বপ্নে নগ্ন
শুচিতার গানে গানে
জাগে যেন চেতনার
নব এক বেদনার
দিগন্ত কল্লোল
অনিন্দ্য হিল্লোল—
অশনি মর্ম খোলা
মোর দৃঢ় নব দোলা
সেই অভিনব তান
তারি নব জয়গান ॥

ডালহাউসি
কলিকাতা।

আমি অধীশ্বর ।।

এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর
মোর স্বচ্ছ হৃদয় মুকুরে
আঁকে ছবি
এই ব্রহ্মাণ্ডের
মায়াময় রূপের প্রান্তর
তারি কল্প কল্পান্তের
বিশ্ব চরাচর।
তারি ক্লিষ্ট বেদনার ছায়া জাগে
মোর এই ধূসর অম্বরে
ঘন নীলাম্বরে
ঢাকি দিগন্তর
রবি শশী কর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর।
বিচ্ছুরিত আনন্দের
অদম্য উচ্ছ্বাস
করে অট্টহাস,
সূর্যের সে দীপ্তালোক ঘাতে
স্মিতহাস্যে চেয়ে রয়
শান্তির প্রশান্ত বিভায়
শুক্লা তিথি রাতে
চন্দ্রালোক পাতে
জাগে বনান্তর
প্রেয়সীর মথিত অন্তর
অনিন্দ্যসুন্দর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর ।।

অনন্ত বাসনা কাঁপে
অধীর আবেগে
মঞ্জরিত মুকুলের অস্ফুট সোহাগে,
ছোঁয়া লাগা
মলয়ের মদির নেশায়
অতৃপ্ত তৃষায়
শাশ্বত প্রত্যাশা লয়ে
জাগি ওঠে
পলাশের রক্ত বিম্বাধর
তরিত তৎপর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর ॥

দীপ জ্বালে সন্ধ্যা বধু
অনন্ত অঙ্গনে
অসীম আশ্বাসে
কুণ্ঠিত বিশ্বাসে
সজল কাজল আঁখি
সঙ্গোপনে রাখে ঢাকি
ছড়ায়ে কুন্তল।
নীরব মধুর হাস্যে
সরায়ে গুণ্ঠন ধীরে
সরমে রাঙ্গিয়া ওঠে
প্রেমিকের সোহাগ মন্দিরে
আবেশ জর্জর,
জাগে বুঝি স্ফুরিত অধর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর ॥

যৌবন মদির লাস্যে
ষোড়শী বরষা আসে
জাগায়ে প্লাবন
আনে শিহরণ,

স্খলিত অঞ্চল
আনন্দ চঞ্চল
ব্যঙ্গের বিদ্যুৎছটা
হাসির উচ্ছ্বাসে
অশনির মত্ত অট্টহাসে
কামনার তীব্র জ্বালা
উন্মত্ত আবেশে
ঈপ্সিত সে
সুষমা নির্ঝর
দিগন্তের অতন্দ্র অন্তর
যাচে যারে সর্ব চরাচর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর ॥

দয়িতের রিক্ত আঁখি জল
করে টলমল
শ্যামলিমা ধরণীর ভিজায়ে অঞ্চল
চেয়ে রয় চির অচঞ্চল
প্রভাত শিশিরে,
শ্রান্তি নামে
কোকিলের মুহুর্মুহুঃ ধ্বনির সে
কুহু কুহু স্বরে
স্বপ্ন সীমানার যেন
দিগন্তের পারে
কি যেন কোথায়
কোন্ মুহূর্তের
অহেতুক মায়া জাগা
কার রিক্ত বেদনার
যেন দীর্ঘ ছায়া
কার অতীতের
দীর্ঘ তন্দ্রাহীন
রিক্ত আঁখিজল

কার যেন অতীতের স্বর
মথিয়া অন্তর
ক্লান্তি আনে তপ্ত রবিকর
তন্দ্রাতুর দীর্ঘ দ্বিপ্রহর
চাতকের তৃষিত অন্তর
কাঁদে নিরন্তর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর ॥

সঞ্চারিয়া আলোর রাগিণী
গান গেয়ে ছুটে আসে
চপল চঞ্চল
স্বর্গের নন্দিনী,
আপন রঙ্গিমা ভরে
কৌতুকের বাজায়ে কিংকিণি।
ডাকে মোরে
প্রসারিয়া ব্যগ্র বাহু
মোর চির কল্পনার
প্রেম মন্দাকিনী
আমারে চাহিয়া
বার বার উছলি ভাঙ্গিয়া
গড়ি তোলে নব খেলাঘর
অনিন্দ্যসুন্দর
আমি তারি নর্ম সহচর
এ বিশ্বের আমি অধীশ্বর ॥

ওয়ালি—বম্বে।

॥ খেয়া পারে ॥

আজ একি রে
এ কোন্ হাওয়া
দিশা না পাওয়া
দক্ষিণা কি
পূরব পানে
কোন্ উজানে
উছল বওয়া।
বাজায়ে কাঁকণ
চপল চরণে
আধো আবরণে
আগুনে এলোরে ধেয়ে
অজানা উজানে
গতিহীন টানে
ঘুম ভাঙ্গনিয়া
চমক আলোর
চোখ ঝলসানো
রোশনাই গান গেয়ে,
কার সাধনার
কোন্ স্বপ্নের
উন্মাদি তান চেয়ে—
দপ্ দপ্ করে
নিভে গেল যত
প্রদীপের শত আলো
ধূমেল শিখার
চারিদিকে তাই
জাগালো গভীর কালো ॥

দিশা না পাওয়া
ত্বরিত হাওয়া
ভাঙ্গলো দুয়ার—
ভিতর বাহির সব একাকার ;
মিশে গেল যত
মন্দ ভাল
আলোয় কালো ;
মাতলো ধরা
পাগল পারা
বাঁধন ছেঁড়া গতির টানে
মন পালান রোশনি গানে
ত্বরিত হাওয়ার অট্ট তানে
ভাসিয়ে ভেলা
আপন ভোলা
ভুলবে বুঝি সকল জ্বালা
মাতাল মনের
প্রীতির ভানে,
যাক না ভেসে
যেথায় খুশি
মাঝ দরিয়ার স্রোতের টানে
কে আর বসে বৈঠা টানে
পাঁজর ভাঙ্গা
বুক ফাটানো জীবন গানে
ঠেকবে সে তো
কোনও খানে
স্বর্গে কিম্বা জাহান্নমে।
ভেসে চলার আবেশটুকু
ফিরবে কি আর
ত্বরিত হাওয়ার বিদায় শেষে,
কাজ কি তবে
মন্দ ভালর অর্থবিহীন

হিসেব কষে,
হালকা মনের পালক তুলে
চলতে ভাল হেলে দুলে
মধু বনের পরাগ চুমে
যখন খুশি
হেথায় হোথায়
ক্ষণেক থেমে ;
গোল বেধেছে
গোলক ধাঁধার
ত্বরিত হাওয়ার
চকিপাকে,
ভাবছে বসে
দেখবো কাকে
আপনাকে না
পরের দিকে ;
ভাবতে গিয়ে
হচ্ছে বড়ই গোঁজামিল
পরের দিকে ছুড়তে গিয়ে
নিজের মাথায়
ছিটকে এসে
পড়ছে ঢিল ॥

ত্বরিত হাওয়ার
দমক ফেরে
কাজ কি ওরে
মন্দ ভালর
হিসেব রেখে
কাটিয়ে সময়
বেকুব শখে
এটা ওটা চেখে দেখে ;
ত্বরিত হাওয়া

নেচেই ফেরে
এ ধার
ও ধার
রাত বিরেতে
দিন দুপুরে।
ছোট বড়র
হৃদয় কোণের
মণিকোঠার
অন্তঃপুরে
কষলো আগল
বাজিয়ে মাদল
দে দমাদম
মাতিয়ে দিলো
রোশনি গানে
পথ চলারি
সহজ সুরের
নব্য তানে
নাবাল মাটির
নদীর টানে
নেইকো মানা
নাই ঠিকানা
শুধায় কারে
কেই বা জানে॥

চলুক ভেসে
যেথায় খুশি
আপন মনের
মুক্ত নদীর
চলার ভারে
তাইরে নারে
নাইরে নারে ;

ত্বরিত হাওয়ার
অনেক আশা
মন রঙান
রঙের নেশা
চোখ ঝলানো
বিজলী খাসা।
তারই মাঝে
দিব্য দিশার
দেউড়ি খোলা—
এই চেতনার
ছাঁদনা তলায়
মাল্য বদল
গলায় গলায়
মন্দ ভালর
উদি খোলা,
মনের তটে
জাগলো জোয়ার
লাগলো দোলা ;
ছুটোপুটির
হট্টোগোলে
অর্থবিহীন অট্টরোলে
উধাও মনের
স্বপ্ন মধু,
নাম না জানা
হৃদয় কোণের
ঘোমটা ঢাকা
কল্প বধূ,
করলো উজাড়
যা ছিল তার,
দিশাহারা পথের ধারে
দিব্য দিশার খেয়া পারে ;

ত্বরিত হাওয়ার
দিক্ দিগন্ত
স্বপ্ন মধুর
যুগ যুগান্ত
নাচন্ ফেরে
শোন্‌রে ওরে
তাইরে নারে
নাইরে নারে ॥

ওয়ালি—বম্বে।

॥ কাশ্মির ॥

ভূস্বর্গ তোমার নাম,
মূর্ত তুমি স্বর্গের প্রতিমা
সৌন্দর্যের অনিন্দ্য স্বাক্ষর
অনবদ্য মর্তলোকে
তুমি তিলত্তমা ;
দিকে দিকে যশের নৈবিদ্য
সাজায়ে তোমার মর্ত
অর্ঘ উপাচার
গানের মর্মর ভেদি ভেদি
উঠিছে জাগিয়া।
কহিছে ডাকিয়া
কাঁপায়ে চৌদিক
তুমি অলৌকিক,
স্বর্গ ভ্রষ্টা তুমি দেবী
নন্দনের স্বপ্ন প্রাণ প্রিয়া
মধুপের মূর্ত প্রেম মায়া

পারিজাত পুষ্প ছোঁওয়া
যৌবনের অনন্ত গরিমা
আনন্দ কল্লোল
মেনকার ছন্দ অনুপমা ;
তারি অরূপের রবে
ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
দিগন্তের জিনিয়া অন্তর
রমণীয় মাধুর্যের মর্ম কলেবর
কাড়ি নিলে সম্রাজ্ঞীর
মুকুট মহিমা
তুমি নিরুপমা
বিশ্ব প্রিয়তমা,
যেন সে অতীত
সাজাহানী মমতায়
তাজের সে অক্ষয় গরিমা
কালের কল্লোল ছাপি,
যুগান্তের বুকে
ঝাঁপায়ে পড়িছে তার
ক্লান্তিহীন রমণীয় সুখে ।।

কবে এক
ফেলে আসা প্রভাতের
অস্ফুট আলোকে
সম্মুখের ধূলি বাতায়ন
সঙ্গোপনে তব সাথে
মোর আলাপন ঃ
আমার নয়ন
স্বপ্ন মগ্ন তৃষ্ণার্ত রেখায়
পড়েছিল তোমার লিপিকা
অস্পষ্ট সে লেখা ।
তখন না জানি

কোথা হতে ছুটে আসা
অজানার স্রোতে ভাসা
সে কার লেখনি,
উচ্ছল সে অমরার
প্রগলভ সে বাণী—
মনের মর্মরে জাগা
প্রকাশি প্রান্তর মাগা
ছিন্ন পত্রখানি
মোর অগোচরে
তারি প্রান্ত পরে
হরি নিল,
সীমানার ভাঙ্গিয়া প্রাকার
ক্ষুদ্র মোর
প্রকাশে তৎপর
কৌতূহলি শিশু হিয়াখানি
কেমনে না জানি ;
মোর হৃদি মর্মরের
প্রথমের চেতনা সোপানে
সেই ক্ষণে
রেখে গেলে
তব পদধ্বনি
অনবদ্য স্বপ্ন শিখা
শিলাঞ্চল খানি—
মোর প্রান্তে
তোমার লেখনি ॥

মনে হলো
অতীতের কল্পদোলা পথে
তোমারে যে চিনি
যখন দাঁড়াতে এসে
মৃদু হেসে

পর্বতের শীর্ষদেশ খানি,
শরতের সোনালী আলোতে তাতা
প্রভাতের প্রথম সংকেতে মাতা
ভূলুণ্ঠিত শ্যামল অঞ্চল
দিগন্ত সুদূর পথে
অধীর চঞ্চল ;
দিকে দিকে বাজায়ে কিংকিণী
বাতাসের কানে কানে
রেখে গেলে থেকে থেকে
তব দৃঢ় আহ্বানের
মর্ম্ম রিণিঝিনি
মৃদু হাতছানি,
মোর স্বপ্ন রাণী ॥

তারপর যবে
সরায়ে গুণ্ঠন তব
দেখেছি তোমারে,
অধিষ্ঠাত্রী তুমি দেবী
সৌন্দর্য সুষমা
মর্ম্ম চেতনার,
নন্দনের মুখ্য প্রিয়তমা
প্রসাধন লুপ্ত সাধনায়
স্বপ্ন অঙ্কে লীন
বিস্মরিয়া আপন চেতনা
বিচ্ছুরিছ অরূপ দ্যোতনা।
কার দৃঢ় অঙ্গুলি সংকেতে
কার নগ্ন প্রাপণার পথে
তারি রচা সুর সমন্বয়ে
চেতনা হারায়ে
বাজায়ে চলেছ তুমি
কেমনে না জানি

তারি স্বপ্ন মর্ম-রাগিণীর
কর্মময় বীন,
'চেনাব' প্রহরী দ্বারে
তারি রচা দুর্গের প্রাকারে
তারি মত্ত মন্ত্রিত মায়ায়
জাগায়ে উচ্ছ্বাস তারি
কর্তব্যে তাহারি পথে
অতীব দুর্বার
উত্তাল জলধি রাশি
সচকিয়া অহর্নিশি
ফুঁসিয়া ফুঁসিয়া
চারিভিতে জাগায়ে উচ্ছ্বাস
তোমারে করিছে রক্ষা
তব ক্রীতদাস
'চেনাব' সন্ত্রাস ॥

দেখেছি তোমারে,
আবরিয়া আছ তুমি
তব স্বচ্ছ নীলাম্বরে
ষোড়শীর উদ্রিক্ত যৌবন
তারি মত্ত মায়াময়
তরঙ্গিত কাঁচুলি কম্পন
প্রকাশের দৃঢ় ভঙ্গিমায়
'লিদলের' লালিমা লোলুপ
লাস্য মদিরায়
তারি স্বপ্ন ছায়
সোহাগে অধীর।
তুমি এলে
বনান্তের পার হতে
সঙ্গোপনে একান্তে গোপনে
হিমাদ্রির বক্ষ হতে নেমে,

তারি দৃঢ়
প্রেম মগ্ন আবেশের
বদ্ধ-বাহু-বন্ধনের
ভাঙ্গিয়া অর্গল—
ভুলে যাওয়া কৈশোরের
স্বপ্ন সীমা চুমে
জাগায়ে হিল্লোল,
তব প্রিয় সখ্যতার
নবতম চেতনার দোল,
পরায়ে প্রেমের রাখি
ডাকি ডাকি
বনলতা পুষ্প ফলে
তরুরাজী করে
তোমার সম্ভারে ;
হাসিয়া চাহিলে ফিরে
জাগায়ে চাঞ্চল্য সেই
ভুলে যাওয়া শৈশবের
প্রতিবেশী অঙ্গন প্রাঙ্গণে
তব সঙ্গ কামনার
সেই লুপ্ত বাসনার
লোভাতুর সুপ্ত আকিঞ্চনে
দিলে তুমি মৃদু পরশন
কৌতুক লীলায়,
লুকোচুরি খেলিবার
ছলনা ছায়ায়
তব স্নিগ্ধ প্রাণের পরশ
জীবনের অমৃত হরষ ॥

দেখেছি তোমারে আমি,
'বগীনে'র শান্ত নীল জলে
বিস্মিত সে 'চেনারে'র

কুঞ্জবীথি তলে
তারি মর্ম্ম চেতনার
ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে
ছড়ায়ে অঞ্চল
চেয়ে আছ স্মিতহাস্যে
উন্মুক্ত আকাশে
কি যেন কিসের এক
দূর স্বপ্ন আশে।
বাতাসের মৃদু দোলা
আনমনে খেলিবার ছলে
তোমারে পরশি ধীরে
আসে যায় ফিরে ;
শিহরি শিহরি কাঁপি
'ঝিলমের' নিরুচ্ছ্বাস
বেদনা উচ্ছ্বাস
মনের মর্ম্মরে রচা
কল্পনার অর্ঘ অন্তঃপুরে
আনন্দ আবিরে,
তারি তীরে তীরে
আপনা হারায়ে ফেলে
দিনান্তের নব পরিবেশে
ভেসে আসা
নিত্য নব অপথিয়া
তানের উন্মেষে
তারে ভালবেসে॥

বসন্ত সমীরে জাগা
অন্তহীন অনন্ত মধুর
আবেশ বিধুর
সরসীর চুমিয়া অন্তর
সাজায়ে অর্ঘের ডালি

তরণী উৎসবে মাতি
তারি রাগে তাতি
বাজায়ে দিগন্ত বাঁশি
ছড়ায়ে সে
অলকার চূর্ণ রশ্মি রাশি
পুলকি-মায়ায়,
সুদূরের মর্মে আসি
আপনি বিকশি ওঠো
তব স্বপ্ন বৈভবের
তুলিয়া ঝংকার
ডাকি বার বার
অনঙ্গ অঙ্গন পরে
ঠেলি দাও তারে,
করো ঘর ছাড়া
তারি পথে হারা।
বাজায়ে অরূপি দীপ্ত
শৈল মরু মর্মরের
অখণ্ড আলোকে জাগা
অপথিয়া বীন
তোমারি মর্মরে যাহা
তোমা পরে লীন,
আন তুমি সেই চেতনায়
তব নগ্ন সেই বাসনার
মেরু শিখা মাগা
অরূপি তুহিন
কাশ্মিরি সে মননের
স্বচ্ছ নীল কামনার
শৈল শৃঙ্গ আশা
তারি ভালবাসা,
বাতায়ন পথে মোর
দৃষ্টি বিনিময়—

তারি সমন্বয়
জীবনের দীপ্তি পথে
অরূপের গান
হে মোর কাশ্মির
সে তোমারি তান
রূপের সম্মান ।।

আজাদ নগর
আন্ধেরি—বম্বে

।। নারী ।।

হে নারী তোমার মধু অরুণিমা
তব প্রান্তরে অলস প্রাপণা
রঙ্গিন স্বপ্নে বোনা যেথা তব
ছায়া কল্পনা তান
মায়া মন্ত্রণা
কল্প ছায়ার উল্লাসী কলগান
অরূপী আলোর
সাজারে মর্ম তব
আপন ধর্মে নব,
অর্ঘ রচিয়া
কাহারে যাচিয়া
দানের মাধুরিমায়
যেথা মধু ঝংকারে
ওংকার তুমি তুলি
আলো কল্লোল ছায়
তারি সীমান্তে
দেহালি প্রান্তে

মন বনান্তে তব,
হাসি উছসিয়া চমকি থমকি
আদিম লগ্ন ধায়
আপনা হারাতে
কোন্ বনান্তে
তব দিগন্ত ধায়।
সেই সে চাওয়ার
না ফিরে পাওয়ার
সৃষ্টির তারে তারে
কত দিনান্ত
তারি নিশান্ত
রিক্ত বেদন ভারে,
তব সে দানের
উল্কা তানের
মর্ম সীমার পারে
জাগে যে অরূপী মায়া
দৃষ্টির নব প্রান্তর মাগা
সৃষ্টি মগ্ন কায়া—
আবেশেতে কাঁপা কাঁপা
মত্ততা চাপা চাপা
জাগে যে দৃপ্ত ক্ষুধা
চল ছন্দের কাকলি মাড়ান
সেই তো জীবনী গান
ওরে সেই তো জীবনী সুধা
অমরার পথে
মর্ম সীমায়
সেই তব সম্মান
তব দিগন্ত তান ।।

ওগো মোর নারী
ওগো দিগন্ত

ওগো অনন্ত দ্বন্দ্ব
তুমি যে মনের
দৃপ্ত ক্ষণের
ময়ূরী নূপুর ছন্দ
উৎসবে মতি
পথ চলা গতি
মন্থর ভীরু
বন্ধন গুরু
আবেশ পুলকানন্দ—
মুখর রাত্রি তৃষা
ওগো মোর মরু নিশা
তুমি যে আমার অধরা প্রাতের
স্বপ্ন হারান দিশা
তব কামনার
মোর প্রাপণার
প্রখর তপ্ত ঊষা,
তুমি আশা উন্মেষ
পথ চাওয়া অনিমেষ
দিশাহারা নির্দেশ ;
তুমি অশান্তি
সুষমা শান্তি
করুণা কিরণে ঢালা
প্রণয় পাপিয়া পরশনি তানে
তোমার ভুবন আলা
তুমি আলেয়ার আলো ঝলমল
মায়া মরীচিকা চল চঞ্চল
চির চাওয়া ক্ষুধা কলরোল
গৃহ কলতান উতরোল
তুমি আলোছায়া দোল
কালো স্রোতে কল্লোল
তুমি অধরা সুদূর শশী

তুমি দিগন্ত অসি,
তুমি পরকীয়া প্রেমে উল্লাস
জীবনের অবকাশ
ব্যথা উতরোল মুক্ত মদির
চমক আলোর জয়াকাশ—
বিরহ বেদন
ক্ষুব্ধ রোদন
অলকার নব আশ
সৃষ্টি ছন্দ বাঁশি
রণিয়া রণিয়া যেন বাজিতেছ
প্রিয়া হারা পরবাসী
মিলন পিয়াসী
স্বপ্ন তিয়াষী
সাগরেতে জাগা ঢেউ
প্রকাশি মায়ার
হারায়ে আপনা
জাগি ওঠ উদ্ভাসী ॥

তুমি ধর্মে বর্ম
পূজা পবিত্র
আচার নিয়ম নিষ্ঠা
তুমি কর্মে প্রেরণা
ক্লান্তি হরণা
সুপ্তি জাগানো সমন্বয়ের
দীপ্ত রাগিণী স্রষ্টা ;
তুমি আঁধারের আলো,
সন্ধ্যার দীপ,
কম্বুকণ্ঠে ওংকার রব শুচি
দৃষ্টির নব কৃষ্টিতে জাগা
চিরকালিনের
অরূপী বীনের

তুমি যে সভ্য রুচি ;
তুমি চাওয়া অনন্ত
আবেশ মধুর
কর্ম প্রান্তে না পাওয়া সুদুর
প্রখর রুদ্র মর্ম বিদারী তান
তারি পথে জাগা
সেই ছায়া মাগা
শঙ্কা শিখার
আপনা হারান
পথ প্রান্তর
রক্ত আহবি গান ।
শক্তির কত প্রমত্ত রেশ
খড়্গ কৃপাণে
দীপ্ত ঝনন্
বিজয় গর্ব মান,
যেন সে তোমার দোষ—
জিঘাংসা জাগা রোষ,
সেই পথে জাগা
দেহালি প্রান্ত মাগা
উল্কা মাতনে
নীতি নব রূপে রচা
অরূপের অভিযান
যেন বেদুইন গান
এই তব সম্মান ॥

তুমি সতী-দাহ স্বার্থ শিখার
যেন মহিমার মায়া—
এই যুগ পথে
বিধবার ব্রতে—
যাহা তব সেই কায়া
ব্যর্থ গরিমা তারি

রিক্ত সে বেদনারি
সত্যের অপমান
নারীর অসম্মান।
তুমি চির আপনার
অতি দুর্বার
অরূপের ঝংকার
জহর ব্রতেতে লীন,
জাগিয়া রয়েছ আপন স্বরূপে
বাজায়ে তোমার তপ্ত রুদ্র
উগ্র মহতী বীন,
পতাকাটি যেন রক্ত শিখায়
মরু মাঝে উড্ডীন
জেগে আছে তার
শঙ্কা হারান
মেরু অঙ্কেতে ক্ষীণ;
মন্ত্রিত যার মরু তান
চির সত্যের দৃঢ় ভূমিকায়
নির্ভীক বলিদান
সমাজি মর্ম তান ॥

তুমি হে যজ্ঞ
তুমি মহার্ঘ
তুমি হোমাগ্নি শিখা
যুগে যুগান্তে
উর্বীর ভালে
তুমি যে অগ্নিমন্ত্র আহবি
চির দুর্বার গান
হে নারী তোমার মর্ম ছায়ার
দানের অর্ঘে ভোগ সম্ভার,
চির রাত্রির
চির প্রভাতের

ধু অরুণিমা তান।
ায়া প্রান্তরে
ার ক্ষণে ক্ষণে
চায়াময় মায়া রণে
স্তিমিত শিখায়
আজও হয়ে আছ
তুলনায় ম্রিয়মান
তব মন্দিরে
তামারি অর্ঘে
যার যাগে শেষ দান
চির কায়া পরে
অরূপী আলোর
চির মর্মর মাগা
নারীত্ব সম্মান
তারি দৃঢ় কলগান
জীবনের জয়তান ॥

আজাদ নগর—বম্বে।

সংশোধিত শব্দ

কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	ভুল	সংশোধিত
আকাশ	৯	হয়ে	হবে
মর্ম	১৫	সূচী	শুচি
নারী	৩৬	খুদ্র	ক্ষুদ্র
স্থিতি	৪২	কলোল	কল্লোল
ঝংকার	৪৯	স্তব্ধ	স্তম্ভ
বিরহী সুর	৫৪	মিসরীর	মিসরীয়
পথ-হারা-পথ	৫৯	টানে	টানি
প্রিয়	৮৪	তোর	মোর
দীপ্তি	৯৭	সম্মান	দীপ্তি
পরমাণু পরমায়ু	১৩৭	ধ্বংস বর্তন	পরমাণু পরমায়ু
শিখা বর্তন	১৬১	বর্ষ বর্ষণ	শিখা বর্তন
অনন্ত যাত্রা	১৬৭	স্বপ্ন	সল্প
অনন্ত যাত্রা	১৭০	উজ্বল	উজ্জ্বল
বন্ধ্যা অভিসার	২৪৫	বন্ধা	বন্ধ্যা
আকুল আহ্বান	২৬৪	মিথ্য	মিথ্যা